মালা গাঁথিয়া সাজাইয়া দেন। আমি একে দীন দুঃখির সন্তান তাহাতে আবার অবলা, এই জন্য প্রতিবাসি আমায় দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহাদের সন্তানেরা আমার সঙ্গে খেলা ধূলা করিতেও ভাল বাসে না। আমি আপনি খেলি আপনি দেখি, আপনি হাসি,—আপনি গাই, আমাকে কেহ দেখিয়াও দেখে না। না দেখুক তাহাতে আমার অভিমান করিবার অধিকার নাই। বিধাতা যদি আমাকে অভিমান করিবার অধিকারই দিবেন, তবে এই বঙ্গে, এই, নানা পীড়নে উৎপীড়িতা, নানা দুঃখে জর্জ্জরিতা, নানা নিগ্রহে নিগৃহীতা অন্ধ তমসাচ্ছন্ন ঘোর হিংস্রক পশু সমাকুলিত বঙ্গে আমি জন্মিব কেন?

তাহা হইলে আমি পৃথিবীর অন্য কোন ভূভাগে জন্মিতাম! আচ্ছা বিধাতঃ! তোমার কেমন ইচ্ছা কিরূপে বলিব? যে দেশে পুত্র কন্যায় এত অন্তর, যে দেশে সংসারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহ বুঝে না, যে দেশের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ একেবারে বিকল অবসন্ন এবং অকর্ম্মণ্য সে দেশে আমার জন্ম কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আমি অভিমান করিতে চাহি না, আমি একবার মনো দুঃখে কাঁদিব! এই জন শূন্য প্রায় বঙ্গের এক প্রান্তস্থিত পল্লী কুটীরে বসিয়া ঐ মৈন্ধ বাতান্দোলিত বংশ পত্রাবলীপ্রতি চাহিয়া একবার মন খুলিয়া কাঁদিব! বিধাতঃ! আর কতকাল? কতকালে দীনা অন্ধ বধীরা বঙ্গের চক্ষু কর্ণ ফুটিবে? কতকালে বঙ্গবাসির মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে? বলিয়া বলিয়া কণ্ঠ বিকল হইল, কাঁদিয়া কাঁদিয় চক্ষের জল ফুরাইল, তথাপি বঙ্গবাসীর চৈতন্য হইল না। তথাপি বাঙ্গালির হৃদয় ভিজিল না! আর কাজ নাই। আর এপক্ষপাত পূর্ণ বঙ্গে বলিয়া কাজ নাই। যে দেশে কেবল দাসত্ব করিবার জন্য, উদরান্নের জন্য শিক্ষা, দিক্ষার

সময়ে

প্রয়োজন, সেই দেশে শত সহস্র বর্ষ হাহাকার করিলেও কেহ আমার মুখপানে ফিরিয়া চাহিবে না। সে দেশে চিরদিনই একদিকে অমাবস্যার আতঙ্ক জনক অন্ধকার বিরাজ করিবে। চিরদিন সংসারের এক অঙ্গ বিকল ও অকর্ম্মণ্য থাকিবে। বাঙ্গালি কখনও কখনও স্পর্দ্ধা করে " আমি মানসিক বলে বলবান্ আমাদের জন্মভূমী বঙ্গ বিবিধ শস্য প্রসবিনী।, আমি অল্পমতি বালিকা এ সকল কথা কিছু বুঝিতে পারি না। বঙ্গবাসী প্রকৃত মানসিক বলে বলীয়ান্ হইলে এবং বঙ্গভূমি প্রকৃত শস্য প্রসবিনী হইলে আমাদের তাহা সৌভাগ্যের এবং শ্লাঘার কথা। এই বঙ্গ আমাদের মাতৃভূমি। আমি অবলা হইলেও, তুমি পুরুষ, তোমার মত আমিও ইহার সুখ দুঃখের অংশভাগী। তুমি আমার কথা আপাততঃ তিক্ত বলিয়া বিরক্ত হইও না। বলি শুন,——

ভ্রাতঃ বঙ্গবাসিন্! তুমি মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদের কি করিতেছ? আর বঙ্গভূমি শস্য শালিনী হইয়া আমাদের কি হইতেছে? তুমি মানসিক বলে বলবান্ হইয়া আমাদের চক্ষের জল কি মুছাইতে পারিয়াছ? আর বঙ্গভূমি! তুমি শস্য প্রসবিনী, রত্ন প্রসবিনী, তুমিও কি আমাদের পর প্রত্যাশা নিবারণ করিতে পারিয়াছ? আমাদের হস্তে ভিক্ষা পাত্র পদে দাসত্যশৃঙ্খল পরিধানের জীর্ণ বস্ত্র এবং জঠরানলের অসহ্য দাহ যেমন ছিল তেমনিইত রহিয়াছে! তবে কিসে তোমার মানসিক বল স্বীকার করিব? কিসেইবা তোমাকে শস্য প্রসবিনী বলিব? সিবিল গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ে শূন্য শব্দ ময় উপাধি লাভ করিতে পারিলেই মানসিক বলের পরিচয় দেওয়া হয় না। যে বাঙ্গালি স্বদেশের সমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি ইষ্টা নিষ্ট ধ্যান ধারণা করিতে পারিল না, যে আপনার অর্দ্ধাঙ্গের ভগ্নদশা, এক চক্ষের এক কর্ণের, এক বাহুর, এক পদের, অকর্ম্মণ্যতা, বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিকার করিতে

শিখিল না, আবার মানসিক বলে কিসের বলিয়ান্? আর যে শষ্য জন্মিবা মাত্র পঞ্চভুতে লুটিয়া খাইল, যাহার শষ্য তাহার জঠরানল জ্বলিতে থাকিল সে শষ্য জন্মিলেও জন্মে নাই, তাহা পথের ধুলা! সুতরাং বাঙ্গালীর এই দুইটী গৌরব কেবল মিথ্যা জল্পনা মাত্র। বাঙ্গালির আশা ভরসা সকলি পরের হস্তে আহার, নিদ্রা, ভয় ব্যতীত মনুষ্যের আর যে কোন মহত্তর কার্য্য আছে, তাহা এইক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসিরা শিখেন নাই। এবং শিক্ষা করিতে ইচ্ছাও করেন না। সুতরাং আমাদের আশা ভরসা এখনও দিগন্ত-ব্যাপি নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পূর্ণমনস্কাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরম হংসের গমনের কয়েক দিবস পরে, একদিন অপরাহ্নে অমলকৃষ্ণ বাসা বাটীতে বসিয়া আছেন। নিদাঘ-কালীন মাধ্যাহ্নিক তাপে পরিতপ্ত হইয়া, এখন অপরাহ্নিক সমীরণের আপেক্ষিক শৈত্য উপভোগ করিতেছেন। মনের গতি কখনও স্থিরা কখনও অস্থিরা। এ সময় একাকী বসিয়া নানা চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তখনই বোলাকচাঁদ বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—

"বাবু! নূতন পাকা আম উঠিয়াছে দেখিয়া, চারিটী লইয়া আসিলাম।

অমল। 'কৈ আম? দেখি।,

বোলাকচাঁদ আম কয়টী অমলকৃষ্ণের সম্মুখে সাজাইয়া দিল - অমলকৃষ্ণ আমগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন।—এমন সময়ে

কটি-দেশে তকমা-পরিহিত যষ্টিধারী এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,

"এ বাটীতে অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে কেহ আছেন?

অমল। 'কেন? তুমি কে? তাঁহাকে প্রয়োজন কি?.

আগন্তুক কহিল,—আমি ডাক হরকরা, তাঁহার নামে এক খানি চিঠি আছে।,

অমলকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তাঁহাকে কে কোথা হইতে পত্র দিল? তিনি কোথায় আছেন, তাহাই বা কে সন্ধান পাইল?—একবার এ সকল কথা ভাবিলেন। যাহা হউক অনেক দিনের পর তাঁহার নামে পত্র আসিয়াছে কে লিখিয়াছে, দেখি-তেও বড় কৌতূহল। তিনি কহিলেন,

'আমার নামই অমলকৃষ্ণ।,

হরকরা তাঁহাকে পত্র প্রদান করিল। তিনি পত্র গ্রহণ করিয়াই নিজ নামে শিরোনাম দেখিলেন; আর তৎপার্শ্বেই প্রেরকের নামের স্থলে লিখিত আছে,

'রমেশ চন্দ্র রায়

দেবদাসপুর।,

পাঠ করিয়া আরও কৌতূহলী হইলেন। পরমাত্মীয় রমেশ পত্র লিখিয়াছেন,—কত কালের পর বাটীর সংবাদ পাইবেন, প্রাণ প্রতিমা বিধুমুখীর সংবাদ পাইবেন। বিস্ময়, আনন্দ ও ভয়ের সহিত পত্রের আচ্ছাদনোন্মোচন করিলেন। সকৌতহলে রমেশ বাবুর পত্র পাঠারম্ভ করিলেন।—

"প্রিয় বন্ধু অমল!

" অনেক দিনাবধি তোমার কোন সংবাদাদি পাই নাই। কতবার তোমাকে পত্র লিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কিন্তু কো-থায় লিখিব, কিছু স্থির করিতে পারি নাই। সম্প্রতি অনেক

সন্ধানের পর অবগত হইলাম, তুমি কয়েক দিন এলাহাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছ।

"ভাই অমল, এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কোথায় তোমাকে শুভ সমাচারে আহ্লাদিত করিব, না আবার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে ঘোরতর সর্ব্বনাশের সংবাদ দিতে উদ্যত হইয়াছি।—তুমি আমার নিকট তোমার পরিবার বিধুমুখীর যেরূপ সদ্গুণ ও পবিত্র মতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলে, তাঁহাতে তাঁহাকে অতি নির্ম্মল-চরিত্রা সতী বলিয়াই আমার সংস্কার ছিল। কিন্তু কি করি আজ পাপিষ্ঠের ন্যায় এই সংবাদ দিতে বাধ্য হইলাম;—এক্ষণে তোমার বিধুমুখী ব্যভিচার দ্বারা কুল ত্যাগ করিয়াছেন।—এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অমলকৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, মানসিক শক্তি সকল শিথিলীকৃত হইতে লাগিল; হস্ত-স্থিত পত্র আপনি স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল; পত্রের অবশিষ্টভাগে আত্মীয়তা ব্যঞ্জক কত কথা লিখিত ছিল, সে গুলি পঠিত হইল না। ক্রমে তাঁহার চক্ষুর্জ্জল স্বতঃ অপসৃত হইল; তিনি উন্মত্তের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।—যেন কি ছিল, তাহা নাই; যেন কি ছিল না, তাহা আসিল। অথচ সে দৃষ্টির কোন অর্থ নাই।

বোলাকচাঁদ এ পর্য্যন্ত নিকটে বসিয়া ছিল। সে অমলকৃষ্ণের এই সকল ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, অবাক্ হইল; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইতে পারিল না। কিন্তু বুঝিতে পারিল, এই নূতন সৃষ্টির উপকরণ পত্র মধ্যেই নিহিত ছিল, উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়িয়া, গঠিতাবয়ব ধারণ করিল।

বোলাকচাঁদের চক্ষুঃপ্রান্তে জল-রেখা দেখা দিল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু হয়ত কোন সর্ব্বনাশ সূচক উত্তর পাইবে ভাবিয়া, আবার সেই ইচ্ছার সঙ্কোচ করে।—ক্রমে

মনের অত্যন্ত ব্যাকুলতা বশতঃ আর কথা না কহিয়া, থাকিতে পারিল না। বোলাকচাঁদ ভীতি সঙ্কুচিতস্বরে বলিল,

"হঠাৎ ওরূপ হইলেন কেন?"

হয়ত সে বাক্য অমলকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ চকিত নেত্রে অনর্থক দৃষ্টি ক্রীয়ার দাসত্বে নিযুক্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলকৃষ্ণ বোলাকচাঁদের প্রতি স্ফূরিত দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'বিধুমুখীর রূপরাশি ক্ষুদ্র ঘরে আঁটিবে কেন? তাই কোন বড় অট্টালিকা সাজাইবার সামগ্রী হয়েছে—বেস্—বেস্ বিধু, বেস্ সেজেছ ত?'

ইহাতে বোলাকচাঁদ বুঝিল যে মন্ত্রে ভুজঙ্গ মুগ্ধ, সে এই মন্ত্র। অথবা সে মন্ত্রের এই আভাস।

এইরূপ আরও কিয়ৎক্ষণ গত হইল। কালের গতি অনিবার্য্য তুমি আত্মীয় বিয়োগ কাতর, রোদন কর, নয়ন জলে ধরা পরিষিক্ত কর, তোমার শোক দুঃখে অন্য লোকে ব্যাকুলিত হউক; নিষ্ঠুর কাল তোমার সে শোক দুঃখ দেখিয়াও দেখিবে না, তোমার জন্য তিলার্দ্ধও অপেক্ষা করিবে না; যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে। ঘটিকা যন্ত্রের কীলক বিজড়িত ধাতু তন্তুযন্ত্র সহযোগে অনবরত অপসারিত হইতেছে, পুনরপি যন্ত্র কৌশলেই সে তন্তু ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার অপসরণাদি ক্রিয়ায় কালের যে অংশ অপসৃত হইল, তাহা আর ফিরিবে না; যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে। তুমি বিমল-সলিল-ময়ী স্বখাত কল্লোলিনী পরিবেষ্টিত বিবিধ-ফল-কুসুম-শোভিত উদ্যান বিহারী যুবরাজ, তুমি উদ্যান প্রাসাদে বন্ধু বান্ধব লইয়া, প্রমোদপূর্ণ নৃত্যগীতাদি ক্রীড়া কলাপে বিভোর হইয়া সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছ, তুমি সুখে আনন্দে প্রেমে টলমল করিতেছ;

ফলে তোমার সে আমোদ ও ভঙ্গ করিল; তুমি নিবাস-ধীঁ দ্বি-প্রহরের সময় উদ্যানে আসিয়াছ, এখন দিবা অবসান হই-য়াছে, তুমি দেখিলে কাল তোমার অতুল আমোদ-সম্ভোগকে উপেক্ষা করিয়া না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে; তুমি বুঝিলে কাল বসিয়া থাকিবার নয়, কাল যাইবে যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে। যে নিশা প্রভাত হইলেই রামচন্দ্রকে নিয়তি কৌশলে অবশ্যম্ভাবিনী রাজলক্ষ্মী বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী সন্ন্যাসী হইতে হইবে, সে নিশাও ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া যথা সময়ে প্র-স্থান করিয়াছিল, কাল কাহারও অনুরোধ মানে না; যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে। তবে আজ বিধুমুখীর ব্যভিচার সম্বাদ পরিতপ্ত অমলকৃষ্ণের উন্মত্ততা দেখিবার নিমিত্ত রাজকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক কাল কেন আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে? যেমন চিরকাল যায় তেমনি যাইবে। কাল তাই গেল—এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

অমলকৃষ্ণ এখনও বিহ্বল ভাবেই বসিয়া আছেন। কখনও হাস্যের সহিত বাতুল-বৎ বকিতেছেন, কখনও নিস্তব্ধ জড়বৎ বসিয়া রহিয়াছেন। বোলাকচাঁদ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া,অমল-কৃষ্ণকে আহার ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিল, অমলকৃষ্ণ নীরব। বোলাকচাঁদ বাঙ্গলা লেখা কষ্টে স্বষ্টে পড়িতে পারিত; সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া, অমলকৃষ্ণের সম্মুখ-পতিত পত্রখানি ধীরে ধীরে কুড়াইয়া লইল এবং তাহার ছিন্ন কেম্বিশের ব্যাগ হইতে তাহার বাহাদুরীর পরিচয় স্বরূপ চসমা-খানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইল; ধীরে ধীরে দীপ-সন্নিকটে গিয়া পত্র-পাঠ আরম্ভ করিল; অনেক ক্ষণের পর মুখভঙ্গী করিতে করিতে পত্রের ভাবার্থ কতক সংগ্রহ করিল।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বোলাকচাঁদ পত্র পাঠ করিয়া অতীব দুঃখিত হইল; তাহার হৃৎপিণ্ড সবেগে স্পন্দিত হইল; ভাবিল কি সর্ব্বনাশ; অমলকৃষ্ণকে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা স্থির-চিত্ত করিবে ইচ্ছা করিল, তাহার সে ইচ্ছা বিশেষ ফলবতী হইলনা। অমলকৃষ্ণ এখনও পূর্ব্ববৎ অবস্থাপন্ন। ক্রমে রাত্রি সার্দ্ধৈক প্রহর অতীত হইল. গৃহমধ্যে এক পার্শ্বে দীপ জ্বলিতেছে। বোলাকচাঁদ ধীরে ধীরে উঠিয়া অমলকৃষ্ণের শয্যা প্রস্তুত করিল—অমলকৃষ্ণকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিল—অনুরোধ বিফল হইল, অমলকৃষ্ণ শয়ন করিলেন না। উত্তরেই নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট!

অনেকক্ষণেরপরে অমলকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থের ন্যায় একটী কথা কহিলেন; কহিলেন, ' আমি বড় সর্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়াছি'।

বোলাকচাঁদ নিরুত্তর হইয়া থাকিল।

অমলকৃষ্ণ পুনরপি কহিলেন. ' আমার কাছে একখান চিঠি তাহা কৈ ?'

বোলাকচাঁদ কহিল, ' চিঠি আমার কাছে এই আছে, আমি চিঠি পড়িয়াছি।'—এই কথা বলিয়াই, সে কেমন একটু অপ্রতীতের মত হইল। যাহা হউক এখন অমলকৃষ্ণের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, বোলাকচাঁদের অন্তঃকরণে এই বিষয় প্রতীত হওয়ায়, সে পরমাহ্লাদিত হইয়াছে। বিবেচনা করিল এখন সান্ত্বনা বাক্যে ফল লাভ হইতে পারে। এই ভাবিয়া বোলাকচাঁদ কখনও২ দুই একটী ক্ষুদ্র২ কথা কহিতে লাগিল; কিন্তু সে রাত্রে অমলকৃষ্ণের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে চাঞ্চল্য চ্যুত হইল না। ক্রমে ক্রমে নিশার তৃতীয় যামও অতিক্রান্ত হইল!

বসন্ত বা গ্রীষ্ম-কালে কোকিল ডাকিলেই যাঁহারা প্রভাত বুঝেন, আজ তাহারা প্রতারিত হইলেন; বুঝিতে পারিলেন, কুহুরব

প্রভাত বর্ণনের মাত্র সামগ্রী নহে, কারণ এক প্রহর রাত্রি থাকিতেও এখন কোকিল ডাকিল। বোলাকচাঁদ মনে মনে ভাবিল প্রভাত না হউক রাত্রির শেষাবস্থা বটে; কথা কহিয়া বলিল,

'আজকার রাত্রি কি দীর্ঘ?,

এই সময়ে অমলকৃষ্ণের নেত্র-দ্বয় ঈষৎ নিদ্রা ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল; নিকটে শয্যা প্রস্তুত ছিল, তিনি ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন। বোলাকচাঁদ শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, তাল-বৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলকৃষ্ণকে নিদ্রিত দেখিয়া নিজেও একপার্শ্বে শয়ন করিল এবং নিদ্রাভিভূত হইল।

প্রভাত সময়ে অমলকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নে যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, আখ্যায়িকা লেখক যেন মন্ত্র-বলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং পাঠক মহাশয় অগ্রেই তাহা অবগত হইতে পারেন। অমলকৃষ্ণ দেবদাসপুর দেখিলেন, চন্দন নগর দেখিলেন, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী দেখিলেন। আর দেখিলেন, তিনি শ্বশুর গৃহে বৈকালিক শয়নে রহিয়াছেন; আর বিধুমুখী সম্বন্ধে এই নূতন ঘটনার অস্তিত্ব মানিয়া, কত আন্দোলন করিতেছেন, রোদন করিতেছেন, আত্ম হত্যার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন; বিধুমুখী ব্যভিচার দুষ্টা হইয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তিনি কোন্ লজ্জায় তাহার সম্বন্ধে তাহাদের বাটীতে রহিয়াছেন? এই সময়ে দেখিলেন, যেন কোথা হইতে বিধুমুখী আসিয়া শিরোন্যস্ত উপাধান পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া আপনার বিকসিত কমলোপম কোমল কর পল্লব অমলকৃষ্ণের ললাট-তলে সন্নিবেশিত অথচ দুই একবার সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিলেন;—

: তুমি কি ক্ষেপিয়াছ ?:

স্বপ্নে এই কথা শুনিয়াই; অমলকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন। আবার চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন,—কোথায় চন্দন নগর ? কোথায় বিধু-মুখী ? বুঝিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ভ্রান্তির কতক শান্তি হইলেও ভাবিতে লাগিলেন, পত্র মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু রমেশচন্দ্র পত্র লিখিয়াছেন ; তবে মিথ্যাইবা কিরূপে বলেন ? পত্র মিথ্যা নহে। তবে কি সত্য? —বিধুমুখী কি সত্যই ব্যভিচারিণী হইয়াছে ? —দুইটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বোলাকচাঁদকে নিকটে ডাকিলেন ; বলিলেন,

'বোলাকচাঁদ ! এ পত্র কি সত্য বোধ হয় ?,

বোলাক "যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কেমন লোক ?,

অমল ' তিনি অতি ধার্ম্মিক ও ন্যায়বাদী—এবং আমার পরমাত্মীয় ও বিশ্বাসী।,

বোলাক। ' এ লেখা তাঁহার বলিয়া আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন ?,

অমল। যতদূর চিনিতে পারিয়াছি, তাহাতে অবিশ্বাস করা যায় না।,

বোলাক। ' দেবদাসপুর বা অন্য কোন স্থানে আপনার কেহ শত্রু ছিল।,

অমল। ' কৈ—আমি জানিতাম এমন বিশেষ শত্রু দেখিতে পাই না।,

বোলাকচাঁদ নীরবে অঙ্গুল্যগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিল।· অমলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি বোলাকচাঁদ ! ঘটনাকি সত্য বোধ হইল ?,

বোলাকচাঁদ অনেকক্ষণের পর উত্তর করিল,

' কিছু বুঝা যায় না।,

এখন অমলকৃষ্ণের আত্ম ভৎর্সন অপরিহার্য্য হইল। তিনি এত দিন দেশে দেশে কেবল ভ্রমণ করিয়াছেন, বিধুমুখীর কোন সংবাদ লয়েন নাই কেন? এতকালের মধ্যে তিনি বিধুমুখীকে কি একখানি পত্র লিখিতেও অবসর পান নাই? কেন অবসর পান নাই?, তিনি কোন্ কুহকে পড়িয়া বিধুমুখীকে এতদিন ভুলিয়াছিলেন? তিনি সরলা অবলার দুঃখে দুঃখিত হয়েন নাই, এখন আক্ষেপ করেন কেন? তিনি পাপিষ্ঠ—প্রতারক ঘোর দুরন্তের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার পাপের প্রতিফল এই দুর্ঘটনা—তিনি স্বীয় দেহ-পাত দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন। অভিপ্রায় বোলাকচাঁদকে জানাইলেন, বোলাকচাঁদের চক্ষে অমনি জল পড়িল।

বোলাকচাঁদ ক্ষণপরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,

'এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন।,

অমল। প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু বাঁচিয়া সুখত কিছু দেখি না-সমাজে ব্যভিচারিণী বিধুমুখীর স্বামী হইয়া বাঁচিয়া থাকা বড় বিড়ম্বনা! উঃ! বিধুমুখী কি সত্যই ব্যভিচারিণী? কি যন্ত্রণা! কি অন্তর্জ্বালা!

বোলাক। মহাশয়! সংসার যেরূপ ভেল্‌কির জিনিষ, তাহাতে আপনার পরম বন্ধু রমেশ বাবু যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার সত্যতাকেও একেবারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ করিতে হয়। তাই একটা পরামর্শ ভাবিতেছি, এ রূপ করিলে ভাল হয় না?,

অমল। 'কি করিতে বল?,

বোলাক। 'আপনি রমেশ বাবুকে এই ঘটনা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখুন, তিনি তাঁহার পুনঃ পত্রে কি উত্তর লেখেন, তাহার অপেক্ষা করিতে হইতেছে; উত্তর পত্র না পাইলে,

কর্ত্তব্য স্থির হইতে পারে না, এবং আপনিও বিধুমুখী সম্বন্ধে হতাশ হইতে পারেন না।,

অমল। ‘আমি তাঁহাকে কি বলিয়া পত্র লিখিব? তাঁহার প্রতি আমার অনুমাত্র অবিশ্বাস নাই; তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে, বিধুমুখী নিশ্চয়ই ব্যভিচারিণী—সুতরাং বিধুমুখী আমার এ জন্মে আর প্রাপনীয়া নহেন। তবে আর মাথা-মুণ্ড কি লিখিব?—বিধুমুখীর দশা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, যদি পত্র কোন প্রকারে অন্যের হাতে পড়ে, তবে সমাজে উপহাসাস্পদ হইব! আবার বলি বিধুমুখীকে ত আর পাইব না।

বোলাক। “তবে অনুমতি করুন, আমি বাঙ্গালা যাই; যত-শীঘ্র পারি, চন্দন নগরের সত্য সংবাদ লইয়া আসি।,

অম। ‘বোলাকচাঁদ! তোমার আশা বেশ পরিপুষ্ট।—আর এক কথা বলি, বিধুমুখী যে অবস্থাতেই থাকুন, বেঁচে আ-ছেন বোধ হয়?,

বোলা। ‘ঘটনার কথা কে বলিতে পারে? আমরা যত আন্দোলন করিতেছি, হয়ত সকলই কাল্পনিক; হয়ত ইহাও বিচিত্র নহে যে; আমি সকল শুভ সংবাদ আনিতে পারিব তাই বলি আমি যত দিন না ফিরিয়া আসিব, আপনি ততদি নিরাশ হইবেন না; এই স্থানেই থাকিবেন!,

অম! ‘আমি পত্র না লিখিয়া, তোমাকে বিধুমুখীর সংবা আনিতে পাঠাইতেছি; কিন্তু তোমার গমন এবং সংবাদ জানি-বার উপায়াদি ত অপ্রকাশিত থাকিবে না! বিশেষতঃ সে স্থা তোমার অপরিচিত! তুমি কিরূপে কি করিবে?,

বোলা। ‘আমি যদি তথায় ছদ্ম-ভাবে না থাকিতে পা তবে সংবাদ জানিবার চেষ্টা পাইব না।,

পরামর্শ স্থির হইল, তাহার পর দিবসেই বোলাকচাঁদ বঙ্গদেশে যাত্রা করিল।

বাঙ্গালীর গৃহস্থ।

নিজে বাঙ্গালী বলিয়াই হউক, আর বাঙ্গালীর হৃদয় কোমল এবং স্নেহময় বলিয়াই হউক, আমরা বাঙ্গালীর গৃহস্থকে বড় ভাল বাসি পিতা, মাতা, পুত্র, পুত্রবধু, ভ্রাতা, ভগ্নী, কন্যা, জামাতা, খুড়া, খুড়ি, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে একান্নে এক সংসারে দেখিতে আমাদের বড় ভাল লাগে। এরূপ সংসার বাস যে কি সুখ, তাহা যিনি উপভোগ করেন নাই, তিনি জানেন না। স্নেহ, ভালবাসায় যে কি সুখ, আত্ম পরিজনের আসঙ্গে যে কি সুখ, তাহা বাঙ্গালীর গৃহস্থ যেমন জানেন, পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন জাতি সেরূপ জানেন না। আমরা যখন একটী স্নেহময় সুখপ্রদ বাঙ্গালীর পরিবার দেখি, তখন আহ্লাদে আমাদের হৃদয় একবারে উচ্ছ্বসিত হয়। ইহ সংসারে যদি ভালবাসায় পুণ্য থাকে, স্নেহে সুখ থাকে, ভক্তিতে কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে সে সমস্তই বাঙ্গালীর গৃহে।

আজ কাল অনেকে ইহলৌকিক স্বার্থপর পাশ্চাত্য সভ্যতায় সভ্য হইয়া আমাদের এই অপূর্ব্ব স্নেহময় মায়াজড়িত পরিবার বাসের উপর দুই এক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা যখনি তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছি, তখনি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছি। পাঠক পাঠিকাকে আজ সেই কথা শুনাইয়া শান্তি পাইব বলিয়া অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

একান্ন বহু পরিবার বাস যে সম্পূর্ণ দোষ শূন্য, তাহা আমরা

বলিতে প্রস্তুত নহি-কারণ এই সুখ দুঃখময় সংসারে কোন কার্য্যই নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রদ নহে।— কিন্তু তাই বলিয়া কি তাকে নির্ভর করিয়া অর্থদেবীর উপাসনায় শুদ্ধ কেবল আত্মসুখের জন্য আমরা আমাদের মজ্জাগত স্নেহ ও ভাল বাসাকে বিসর্জ্জন দিব? যে জাতি এমন পারে, পারুক, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী হইয়া তাহা পারিব না। আমরা স্নেহ গঠিত কোমল বাঙ্গালী; ভালবাসা আত্ম পরিজন সহ একত্র বাস আমাদের মজ্জাগত সংস্কার।— বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করা আমাদের জীবনের ধর্ম্ম; আমরা প্রত্যহ পিতা মাতার চরণ পূজা না করিয়া, তাঁহাদের পাদোদক গ্রহণ না করিয়া জল গ্রহণ করি না, জেষ্ঠ ভ্রাতাকে আমরা পিতার ন্যায় মান্য করি, কনিষ্ট ভ্রাতাকে আমরা পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি, এবং ভালবাসি; পিতৃব্য গণকে আমরা পিতার স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করি, ভক্তি করি, পূজা করি, এবং সম্মানে তাঁহারা আমাদের পিতৃস্থানীয় বলিয়া জানি। পিতৃব্য পত্নী, মাতৃশ্বসা ও পিতৃশ্বসা আমাদের ভক্তির সমান অধিকারিণী, তাঁহারাও আমাদের পুত্র নির্ব্বিশেষ স্নেহ করেন। ভ্রাতৃজায়া আমাদের সংসারে আনন্দ দায়িনী, স্নেহময়ী লক্ষ্মী স্বরূপা।— আমাদের ভক্তি ও তাঁহাদের প্রতি তদনুযায়িনী। ভগ্নী, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃশ্বস্‌পুত্র প্রভৃতি আমাদের সংসারের অঙ্গ সৌষ্টব— অলঙ্কার স্বরূপ! তাঁহাদিগের অভাবে বাঙ্গালীর গৃহ অঙ্গশূন্য। এমন বাঙ্গালীর গৃহে স্নেহে ও ভাল বাসায় যেমন সুখ, তাহা সংসারে আর কুত্রাপি নাই। তজ্জন্যই যখন আমরা ইহলৌকিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, আমাদের ভ্রাতষ্পুত্র, ভগ্নী, ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্ম পরিবার দিগের প্রতি দূর সম্পর্কের আরোপ করিতে দেখি, তখনই আমাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগে—আমর

ইহার স্বার্থপরতাময় সাংসারিক ভাবে অবাক্ হই, স্তম্ভিত হই। আবার যখন আজ কাল সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সভ্য অস্মদ্দেশীয় স্পন্দিত যুবক গণকে এরূপ ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখি, তখন আমাদের হৃদয় শোকে, দুঃখে, ও ভয়ে বিহ্বল হয়; কি করিতে হইবে, কি বলিতে হইবে, বুঝিতে পারি না। আমরা তর্ক, অর্থ শাস্ত্র এবং বাহ্য চাক্‌চিক্য পরিপূর্ণ সভ্যতা অপেক্ষা হৃদয়ের ভাবের অধীন। তাই বলি ভ্রাতুষ্পুত্র একে দুঃখী ও নিরাশ্রয় দেখিয়া যে সভ্যতায় ও তর্কে আমাদিগকে সুখে পর্য্যঙ্কে শয়ন ও উত্তম আহার পরিতৃপ্ত হইতে বলে, আমরা তেমন হৃদয় জ্বালাকর, স্বার্থপর সভ্যতা চাহি না। আমাদের সুখ আত্ম-পরিজন লইয়া, তাহাদের সুখেই আমাদের সুখ, তাহাদের দুঃখেই আমাদের দুঃখ। আমরা পরিশ্রম করিয়া যে অর্থোপার্জ্জন করি, তাহা কেবল নিজের ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। পর্ব্বোপলক্ষে আমরা আপনাকে নানা বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করা অপেক্ষা আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গকে সুসজ্জিত করিতে অধিক ভাল বাসি। সংসারে যতকেন কষ্ট হউকনা, আমরা ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রকে, ভগ্নী ভাগিনেয়কে, এবং পিতৃষ্বসা মাতৃষ্বসা ও তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা গণকে প্রতিপালন করিতে কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত বা বিরক্ত হই না।

বাঙ্গালীর স্নেহ এত আত্ম-সম্পর্ক লইয়াও পরিতৃপ্ত নহে, আত্ম সম্পর্কে তৃপ্ত না হইয়া আমরা কত নিঃসম্পর্কে সম্পর্ক সৃজন করিয়া আত্মীয়তা করি, আপনাকে সেই সৃষ্ট পরিবারের একটী পরিবার বলিয়া গণ্য করি, এবং সেই সমস্ত পরিবারকেও আপনার পরিবার বলিয়া জ্ঞান করিয়া উভয়ে উভয় পরিবারের উৎসবের, বিপদের, সুখের দুঃখের, ভাগী হই। প্রতিবাসীরাও আমাদের আত্ম পরিবার বিশেষ এবং আমাদের আহ্লাদ

আমোদ, সুখ, দুঃখ পীড়া ও স্বাস্থ্যের ভাগী। প্রতিবাসীর বিপদ্ আমাদের বিপদ্, এবং তাহার নিরাকরনেই আমাদের সুখ। প্রতিবাসীর উৎসব আমাদের উৎসব এবং তাহার সম্পাদনই আমাদের আহ্লাদ। পাঠক পাঠিকা সকলেই বাঙ্গালীর গৃহের উৎসব দেখিয়াছ, যদি হৃদয় খুলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সে উৎসব যে কি আমোদ, কি আহ্লাদ, কি হৃদয় উচ্ছ্বাস এবং তাহা উপভোগ যে কি অভুতপূর্ব্ব সুখ, তাহা অনুভব করিয়াছ। আমিও সেইরূপ উৎসবে মাতিয়াছি, সেই আমোদ অনুভব করিয়াছি এবং সেই আহ্লাদে আমোদে বিভোর হইয়াছি-কিন্তু তাহা বর্ণনে অসমর্থ—সেই আত্ম পরিজনের কোলাহল পরিপূর্ণ প্রাঙ্গন, সেই নবাগত অবগুণ্ঠনবতী কুলকামিনী গণের গৃহমধ্যে একত্র সমাবেশ, সেই প্রৌঢ়া এবং প্রৌঢ় গণের উৎসব তরঙ্গ, সেই উৎসবোন্মত্ত বালক বালিকা গণের ছুটাছুটী, হুড়াহুড়ি, মাতামাতি, যুবক গণের সেই উচ্চ হাস্যরব, সেই কার্য্যের উদ্যম, এবং বৃদ্ধ গণের সেই একত্র জনতা, গম্ভীর কথোপকথন এবং কার্য্য পটুতার গল্প যে দেখিয়াছে, সেইজানে যে, তাহাতে কি সুখ! তাই বলি যে বাঙ্গালীর এমন সংসারের বিপক্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালী হইয়া—যে কথা কহে, আমরা তাহাকে মনুষ্য পদবীতে স্থান দিতে প্রস্তুত নহি। যদি সংসারে আসিয়া আত্মপরিজনকে সুখী না করিলাম, সম্পর্কীয় পরিবার বর্গের ও প্রতিবাসীর উপকারে না আসিলাম, আপনার সুখে ও দুঃখে দশ জনকে ভাগী না করিলাম, তাহা হইলে এ বাঙ্গালী জন্মে কি সুকীর্ত্তি রহিল? কি সুখ হইল?

হৃদয় উচ্ছ্বাস কাব্য অবতরণিকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গভীর ঘর্ঘর ঘোর শব্দ করি,
উঠিল বিমান ভেদী অভ্র স্তর ;
গভীর নিনাদে বাজিল দামামা
ভূর্জ্জ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ঘোরতর !

কোথা বায়ু বেগে উঠিতেছে রথ
শ্বন্ শ্বন্ শব্দে ভেদী বায়ু রাশি,
ঘুড়িতেছে মর্ত্ত্য চক্রনেমি প্রায়
ক্রমে কোথা যাই কিরূপে প্রকাশি ?

ক্রমে গিরি, নদী, প্রান্তর, নগর,
সাগর, কানন, কন্দর প্রভৃতি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আরো ক্ষুদ্র ক্রমে
ক্রমে আর দেখা যায় নাক ক্ষিতি !

এখন কি দেখি ? অপূর্ব্ব সুদৃশ্য
নিম্নে ঊর্দ্ধে পার্শ্বে নানা বর্ণ মেঘ
সমীর তরঙ্গে ভাসিছে কেমন !
দেখি অসম্বর আহ্লাদের বেগ !

ক্রমে যত উঠি ততই সুখদ
ততই গম্ভীর শান্তি নিকেতন,
ততই গম্ভীর ভাবের আধার
ততই গম্ভীর পুলকে মগন !

কোথায় ছিলাম, কোথা আসিলাম ?
কোথায় যে যাব পারি না বলিতে !
গগন গরভে যতই প্রবেশি
ততই অনন্ত; উঠিনু ক্রমেতে

—কতকোটি ক্রোশ, আহা ! কিশোভারে !
ক্ষুদ্র দুই নেত্রে নিরখিব কত ?
কত বায়ু স্তর কত বর্ণ মেঘ
বিদ্যুৎ অশনি দেখিতে অদ্ভুত !

কত উল্কা পিণ্ড কত ধূম কেতু
গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিছে নিয়ত
নিয়মের চক্রে গভীর নিস্তব্ধ !
দেখিয়া অন্তর বিস্ময় স্তিমিত !

হস্তে পদে খেলে তড়িত বিজরি
হস্তে পদে প্রেম করিছে বিহার !

মেঘের সাগরে সুখ স্নান করি
তড়িত বিজরি করি কণ্ঠহার

পরীরা প্রমোদে বহিছে পুষ্পক।
জ্যোতির্ম্ময় যান আলোকি গগন
সমীরের সঙ্গে করিয়া সংগ্রাম
উঠিছে ক্রমেই গর্জ্জিয়া ভীষণ!

কভু অতি গাঢ় কভু লঘুতর
কভু স্থির বায়ু কভু তরলিত,
কখনো উন্মাদ তরঙ্গ প্রাঘাতে
গভীর সমুদ্র ঘোর উদ্বেলিত!

কখনো কোথাও প্রক্ষালি জ্যোতিতে
ছুটে তেজো শিখা ছুটে ধাতু স্রোত!
কোথাও দ্রবিত ধাতুর প্রবাহে
ভাসিয়া যেতেছে বাষ্পের পর্ব্বত!

অন্য কোন স্থানে ছোটে শন্ শন্
ধাতু পিণ্ড উল্কা পিণ্ড ভয়ঙ্কর!
গভীর মন্দ্রেতে আস্ফালে অশনি
দেখিয়া চকিতে কম্পে কলেবর!

ক্রমে—
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনৈশ্চর
রবি সোম আদি অতিক্রম করে ;
ক্রমে সৌর লোক রাখিয়া নিম্নেতে
উঠিছে বিমান অতি বেগ ভরে !

ক্রমে সপ্তঋষি ক্রমে প্রজাপতি
ধ্রুবলোক আদি করি অতিক্রম,
বিষম বেগেতে উঠিছে বিমান
বিদারি গম্ভীর নীলানন্ত ব্যোম্ !

পৃথ্বী হতে নিত্য ফুটিতে যা দেখি
সে সব নক্ষত্র অনন্ত নিম্নেতে
নিভায়ে গিয়াছে ! অন্য সৌর লোকে
প্রবেশিল রথ দেখিতে দেখিতে !

কত সৌর লোক করি অতি ক্রম
উঠি, ক্রমে উঠি অনন্ত যোজন,
যত উঠি তত অভিনব রাজ্য
বিস্ময়ে বিহ্বল মানব জীবন !

প্রত্যেক নক্ষত্র প্রতি সৌর লোকে !
প্রত্যেক গ্রহরা প্রত্যেক অবনী !

প্রত্যেকে স্ফুটিত পার্থিব প্রকৃতি
স্থাবর জঙ্গম ভৌতিক জৈবনী।

প্রত্যেকেই গিরি উদ্ভিজ্জ সরিৎ
সাগর প্রান্তর নগর উদ্যান!
বিহঙ্গ পতঙ্গ দ্বিপদ শ্বাপদ
"জীব রঙ্গভূমি সদা শব্দমান!"

সংসার চক্রের বিকট ঘর্ঘর
শব্দ ঘোরতর স্বপনের প্রায়
প্রবেশিছে কর্ণে! পাছে নিদ্রা ভাঙ্গে
পাছে পাপশব্দে তন্দ্রা ছেড়ে যায়!

অগো
কল্পনে! কোথা যাবে [illegible] ?
কত যে এলাম আর যাব কত?
ক্রমে অনন্ত গম্ভীর শান্তি নিকেতন!
অনন্ত সীমায় হৃদি প্রসারিত

করিয়াও তবু পাই না যে অন্ত, !
আহা! কি বিপুল রাজত্ব ধাতার!

বিনোদিনী।

কি বিপুল ইচ্ছা সুন্দর কৌশল !
যেদিকে নিরখি অপূর্ব্ব ব্যাপার !

কল্পনে ! একি হ'লো গো আমার ?
একি সুখ কিম্বা দুঃখ কিম্বা কি এ ?
বুঝিতে যে নারি ; (কিম্বা বুঝিয়াছি
—যাহা অন্যেরে বুঝায়ে

—বলিতে পারিনা এ নিগূঢ় ভাব !
বলিলেই কেবা বুঝিবে একথা ?
বধির সংসার অন্ধ নররাজ্য
কে দেখিবে ? কেবা শুনিবে এ গাথা

হৃদয়ের মাঝে কত বিশ্বরাজ্য
দেখিতেছি ! দেখ দেখরে মানব
দেখ বাহ্য চক্ষু মুদি-জ্ঞান চক্ষে
আমার হৃদয়ে অমূল্য বৈভব !

মানব !
ঐ দেখ শূন্যে জ্বলে দীপ দীপ
খদ্যোতিকা প্রায় সৌর কেন্দ্রমূলে,

ঐ জ্ঞান রাজ্য জ্ঞানের নিবাস !
চতুর্বর্গ মিলে ঐ স্থানে গেলে !

ঐ স্থানে নিত্য নব অভ্যুদয়
ঐ স্থানে চির অনন্ত উন্নতি ;
ঐ স্থানে চির শারদ পূর্ণিমা
ঐ স্থানে লিখে জীবের নিয়তি !

ঐ স্থানে জন্মে হযনা মরিতে,
ঐ স্থানে নাই বৃদ্ধ জরা জন,
ঐ স্থানে নাই শোক, দুঃখ, ক্লেশ
ঐ স্থানে নিত্য নূতন যৌবন !—

ভোগ করে জীবে, নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আশক্তি বিরাগ,
নাই পাপ তাপ নাই প্রায়শ্চিত্ত,
নাহিক অসত্য অধর্ম্মের নাম !

যোগ তপশ্চর্য্যা উপাসনা আদি
জানে না ওখানে লৌকিক আচার !
কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ও রাজ্যেতে
যাইতে নাহিক কারো অধিকার !

সকলেরি ওথা সমান সম্মান
নাই ছোট বড় দরিদ্র কাঙ্গাল,
নাই রাজা, নয় বাজস্ব কাহারো
সকলের ওথা সম অধিকার!

সকলে ওখানে প্রেমের শৃঙ্খলে
সকলের সঙ্গে চিরকাল গাঁথা!
সকলে ওখানে পূজে সকলেরে
সকলেতে গায় সকলের গাথা!

সকলেই ওথা সর্ব্ব গুণান্বিত
জ্ঞানের পুলকে প্রমত্ত জীবন,
হৃদয় দর্পণে নিরখে ব্রহ্মাণ্ড
অথচ উত্তাপে গলেনা কখন!

জ্ঞান লোক শুদ্ধ জ্ঞানের আধার!
স্থাবর জঙ্গম সব জ্ঞানময়,
জ্ঞানের বাজারে বসি সত্য ধর্ম্ম,
করিছে আনন্দে জ্ঞান-বিনিময়!

জ্ঞানানন্দে যেতে গায় জ্ঞান গীত
জ্ঞানের বিপিনে প্রতিভা বিহঙ্গ,

জ্ঞানের সরসে সন্তরে চৈতন্য
জ্ঞানের আলোকে জীবন পতঙ্গ

দগ্ধ হয় মর্ত্ত্যে ওথা দহে নাক
ও জ্ঞান অনন্ত আকাশের প্রায় !
মর্ত্ত্যের সে-জ্ঞান সঙ্কল্প কেন্দ্রেতে-
পরীক্ষা আকারে ঘুরিয়া বেড়ায় !

ঐ জ্ঞান লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম
মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল মূর্ত্তিমান,
ওথা—বিবেক বাণিজ্য সকলেই ধনি
সকলেরি সুখ অনন্ত প্রমাণ !

জীবন, হৃদয়, বুদ্ধি, বিবেচনা,
ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সরলতা, দয়া,
বীরতা, ধীরতা, নম্রতা, ঔদ্ধত্য,
বশতি করিছে ধরি দিব্য কায়া !

ধরি দিব্য কায়া বসতি করিছে
দর্শন, মীমাংসা, সঙ্গীত, সাহিত্য
দান, ধ্যান, যোগ তপস্যা, সমাধি
প্রকৃতি, নিয়তি, মূর্ত্তিমতী নিত্য !

অগ্নি, জল, বায়ু, বিদ্যুৎ, অশনি,
উদ্ভিজ্জ, পর্ব্বত, সিন্ধু, বালু, বেলা,
বৃহদপি ক্ষুদ্র সব আত্মাময়
সব সচৈতন্য প্রেমেতে বিহ্বলা !

ভারত রাজলক্ষ্মী।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ভয়ঙ্কর নিশি,
ঘোর অন্ধকারে ঢাকা দশ দিশি,
নৈশ নীলাম্বরে নীল কাদম্বিনী,
গম্ভীর গরজে কম্পিত মেদিনী !
হাঁসিছে দামিনী বিকাশি দশন !
ঘোর বজ্র রবে বধির শ্রবণ !
ঝলকে ঝলকে তপ্ত তেজ রাশি
ক্ষরিছে, পুড়িছে সৃষ্টি ; দশ দিশি—
চকিতে চকিছে, পুন অন্ধকার !
শূন্য, জল, স্থল সব একাকার।
কোথা ধরাতল ? কোথায় আকাশ ?
কোথা সৃষ্টি-চিহ্ন মানব আবাস ?
কোথায় কান্তার, কোথায় প্রান্তর ?
কোথায় ভূধর কোথায় সাগর !

ভারত রাজলক্ষ্মী।

কোথা নদ-নদী-তরু-তৃণ দল,
কোথা গ্রাম পল্লী নগর সকল
কোথায় কি ? তাহা না হয় অনুভব,
অন্ধকারে যেন মুছে গেছে সব !

কুটীরে দরিদ্র মঠে যোগীবর,
পান্থালয়ে পান্থ, সৌধে নরেশ্বর,
দুর্গে সেনাপতি বন্দী কারাগারে,
গৃহেতে গৃহস্থ দৌবারিক দ্বারে,
জননীর কোলে সন্তান সন্ততি,
পতি হৃদয়েতে পত্নী গুণবতী,
কোটরে বিহঙ্গ, কেশরী কন্দরে,
শাখে শাখা-মৃগ, ভুজঙ্গ বিবরে,
জলে জল-জন্তু, স্থলে স্থল-চর,
বনে বন-বাসী, আকাশে খেচর,
যেখানে যে আছে সকলে শঙ্কিত,
সকলে বিপন্ন, সকলে স্তম্ভিত !
ভীম ঘন ঘটা ঘোর গরজনে
ঘোর বজ্র-নাদে, ঘন ভূকম্পনে
উথলে সমুদ্র, টলে চরাচর,
খসে তুঙ্গ-শৃঙ্গ, মর্ মর্ মর্—
শব্দে মহীরুহ ভাঙ্গে প্রভঞ্জন

মহা প্রলয়েতে ত্রৈলোক্য ভুবন
গেল রসাতল! গেল এইবার
গেলরে গেলরে স্বষ্টি বিধাতার।
উন্মত্ত প্রকৃতি উন্মত্ত পবন,
উন্মত্ত মেঘের উন্মত্ত গর্জ্জন,
উন্মত্ত করকা বৃষ্টি ঝম্ ঝমে,
উন্মত্ত বিদ্যুৎ চকে চম্ চমে!
উন্মত্ত অশনি উগারে অনল
উন্মত্ত হুঙ্কারে ফাটে নভঃস্থল!

(১)

এ হেন ভীষণ দুর্য্যোগী নিশিতে
কাঁদিতেছে কেবা দক্ষিণ শ্মশানে?
শুন স্থির হয়ে! শুন—ওই শুন
স্বপ্নবৎ শুনা যায় ক্ষণে ক্ষণে?

(২)

ফের শুন! ঘোর বিকট হুঙ্কার
চিৎকার চিত্রাহি হতেছে ভীষণ,
বিশ্ব কম্পবান, বিশ্ব শঙ্কাময়
শঙ্কায় শঙ্কিত হতেছে জীবন!

(৩)

ব্যাপাব কি? চল দেখিগে কম্পনে!
সর্ব্বত্র গামিনী, সর্ব্বত্র দর্শিনী!
তুমি ত্রৈলোক্যের জীবন্ত পুতুল
তুমি ত্রৈলোক্যের আদর্শ রূপিণী!

(৪)

তোমার কৃপায় এ ভব মণ্ডলে
অদৃশ্য, অশ্রুত কি আছে আমার ?
তোমার কৃপায় পৃথিবীর মাঝে
কারে বা ডরাই ? আশঙ্কা কাহার ?

(৫)

চলিনু কল্পনে, শ্মশান উদ্দেশে
হৃদয়-মন্দিরে ব'সগো আমার
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা ক'রো যেন
কল্পনে ! কেবল ভরসা তোমার !

(৬)

শৈশবেতে তুমি ক্রীড়া সহচরী
যৌবনের সখী প্রৌঢ়ে প্রিয়দূতী
বার্দ্ধক্যে বয়স্য মরণের সঙ্গী
জন্মান্তরে তুমি অগতি সঙ্গতি।

(৭)

কল্পনে গো ! ওই শ্মসান সৈকত
দেখে কি যে হ'লো বর্ণিব কি ক'রে ?
নিস্পন্দ হৃদয়, কণ্টকিত দেহ
শিহরিল রক্ত প্রতি শিরে শিরে ?

(৮)

তিমিরে ত্রৈলোক্য গভীর আবৃত
গভীর ভীষণ শ্মশান ভুবন
গভীর ভাবের আধার যেন রে
গম্ভীর হৃদয়ে আনন্দ কানন !

থাণ্ডার মাজানে জ্বালতেছে চিতা

পুড়িছে অনন্ত কোটী প্রাণী তায়,

শৃগাল কুক্কুর করে গণ্ডগোল

কবন্ধ দানাতে নাচিয়া বেড়ায় !

(১০)

শাখিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী, পিশাচী,

চিৎকারে (চিত্রাহি) ছাড়িছে সঘনে

চিতা মাংস লয়ে করে লোফা লোফী

কড মড় অস্থি চিবায় দশনে !

(১১)

কারা কাড়ি করে ছুটে উভয়েতে

হাঁসে, নাচে, গায় আনন্দ অপার

মুখে রক্ত-ধারা হাতে সুরা-পাত্র

দাঁড়ায়ে ভৈরবী কাতারে কাতার ! !

(১২)

লক্ষ লক্ষ ভীম জটা জুটধারী

কপালিক বসি ছিন্ন-শীর্ষ শবে

করিতেছে ধ্যান, ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

খায় চিতা মাংস প্রমত্ত আসবে।

(১৩)

অদূরে ভীষণ দর্শন এ হ'তে

ওই দেখ, হেন দেখ নাই আর,

বসি ব্যাঘ্র চর্ম্মে উলঙ্গ পুরুষ

ঘোর কৃষ্ণ তম প্রকাণ্ড ব্যাপার।

(১৪)

আসব অলসে আরো ভয়ঙ্কর
রক্ত লোল-চক্ষু ঘুরিছে কপালে!
করে সুরাপাত্র, মুখে রক্ত ধারা,
প্রতি কটাক্ষেতে বিদ্যুৎ বিজলে!

(১৫)

বিকট দুর্গন্ধ উঠিছে সর্ব্বাঙ্গে
প্রতি লোম কূপে জীবন্ত নরক!
প্রতি শ্বাসে ক্ষরে অনল স্ফুলিঙ্গ
রক্ত লোল জিহ্বা করে লক্ লক্!

(১৬)

দীর্ঘ জটাভার দীর্ঘ শ্মশ্রু-রাশি
দীর্ঘ-বপুঃ স্পর্শ করিছে গগন
[সম্মুখে হতেছে লক্ষ নরবলি
লক্ষ রমণীর সতীত্ব হরণ!!!]

(১৭)

একি ভয়ঙ্কর! একি নিষ্ঠুরতা!
একি পাপাচার, পৈশাচিক রীতি?
গেল যে জগত রসাতল হ'য়ে
গেল এইবার, গেল সৃষ্টি স্থিতি!

(১৮)

কেও ভীম কায় বসি প্রেত ভূমে?
চেন কি উহারে চেন কি মানব?
নহে যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা
নহে ভূত, প্রেত পিশাচ দানব।

(১৯)

নিষ্ঠুর তান্ত্রিকি রীতি ওর নাম
বড়ই নির্ম্মম বড় পাপাচার,
ওরি অত্যাচারে হ'য়ে উৎপীড়িত
উন্মত্ত প্রকৃতি ছাড়িছে হুঙ্কার।

(২০)

ওই দেখ দূরে অপূর্ব্ব ষোড়শী,
ভারতের রাজ-লক্ষ্মী ওঁর নাম!
ওঁরি উৎপীড়নে হয়ে উৎপীড়িত
ছাড়িয়া যেতেছে আর্য্যদের ধাম!

(২১)

বহুদিন হ'তে ছিল আর্য্য-গৃহে
মমতা বন্ধন কাটিতে কি পারে?
যায় যায় আর চলেনা চরণ
স্নেহের আবেগে কান্দে উচ্চৈস্বরে!

(২২)

রাজ-গৃহ হতে রাজ-লক্ষ্মী যায়
দেখিয়া শোকেতে কান্দিছে প্রকৃতি
ঝরে অশ্রুধারা ক্ষরে শিলা বৃষ্টি
আঁধারিয়া পথ রুধিতেছে গতি!

(২৩)

চমকি বিদ্যুৎ প্রদর্শিছে শঙ্কা,
হুঙ্কারি জলদ, হুঙ্কারি পবন,
জাগাইছে আর্য্যে কিন্তু কে তা শুনে?
ভক্তির কুহকে মুগ্ধ আর্য্য-গণ!

(২৪)

মুক্তির মোহেতে নিদ্রাগত আর্য্য
কোথা কি হতেছে কে দেখে চাহিয়া ?
দুর্দ্দশা সাগরে ডুবায়ে সংসার
রাজ-লক্ষ্মী যায় ভারত ছাড়িয়া।

(২৫)

ঘোর পাপাচার, ঘোর নিষ্ঠুরতা,
কোমল হৃদয়ে সহিতে কি পারে ?
নিরুপায় ভাবি আর্য্য রাজ-লক্ষ্মী
আত্ম সমর্পিল যবনের করে !

পূর্ণিমার চাঁদ।

পূর্ণিমার চাঁদ ! আমাকে তুমি জান আর নাই জান, আমি তোমাকে হৃদয়ের হৃদয় ভরিয়া ভালবাসি! কেন ভালবাসি ? একথার উত্তরে আপাততঃ এই জানি যে, আমি তোমার নামের গুণে ভালবাসি। আর ভালবাসি, তোমা হইতে রাত্রের অনেকটা অন্ধকার দূরীভুত হয় বলিয়া। তোমার উদয়ে এ ভুবন চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, এবং শোভাময়, সৌন্দর্য্যময়, হইয়া মিষ্ট মিষ্ট সোহাগ মাখা আলোক মাখিয়া সাজিত থাকে তোমার কিরণ পাইয়া ফুল বাগানের রজণী গন্ধার বাহার ছুটিয়া বেড়ায়। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে গুলা তোমার পুরুষানু ক্রমিক পৈত্রিক ভাগিনেয়, তাহারা তোমার নিকট টী পাইবার জন্যে চাঁদা মামা চাঁদা মামা করিয়া বিরক্ত করিয়া থাকে।—তা চাঁদ তুমি তাহাতে রাগ করকি ? আমার শঙ্কা হয়, এ দেশের সংস্কারানুসারে নিংসম্পার্কীয় স্থলে মামা বলে বলিয়া হয়ত অবোধ ছেলে

গুলাকে অভিসম্পাত কর। আর এক কথা,—তুমি কি বহুরূপী? কারণ তুমি এ দেশের ছেলেদের মামা এবং ইংলণ্ডের ছেলেদের মামী। কথাটা ইহাদের ভুল কি তাহাদের ভুল? যাহাই হউক একথা লইয়া অনেক বকাবকি হইয়া গিয়াছে; তুমি যে হও, আমি আর কিছু বলিবনা। তবে আমার মামা মামীর কথায় কাজ নাই, আমি প্রথমেই বলিয়াছি, যে কারণে হউক তোমাকে ভাল বাসি, সুতরাং তোমকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করি এস।

ভাই চাঁদ! তোমাকে লইয়া এদেশের কবি মহলের যেরূপ জমজমা বাঁধিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে এক প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয়। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারে অধিকাংশ স্থলেই তোমার একচেটে কেরামত চিরপ্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া নদী হৃদয়ে, সমুদ্র হৃদয়ে, কুমুদিনীতে, বিরহিণীতে যাহাতে তাহাতে কোন না কোন প্রকারে তোমাকে ফেলাইয়া, ছিড়া ছিড়ি কাড়' কাড়ি বহাইয়াছে। তোমার গৌরবের বাড়াবাড়িতে চাঁদ ছাড়া পদার্থ মাত্রেই হেয় হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি শ্রীকৃষ্ণের সকল বাহাদুরী স্বত্বেও তাহাতে চাঁদত্ব না থাকিলে কৃষ্ণ ঠাকুর কাব্যে নিতান্ত ছকড়া নকড়া দরের হইয়া পড়েন, সুতরাং বড় গরজ কাল রঙ্গের উপরেও চাঁদত্ব সমাবেশ করিতে হইবেই বলিয়া, তাঁহাকে কালাচাঁদ উপাধি প্রদত্ত হইল। যাহা হউক আমি তোমাকে ভালবাসি, কাজেই আমি তোমার গৌরবে বড়ই সন্তুষ্ট।—বাল্মীকির সময় হইতে গত পরশ্ব দিবস পর্য্যন্ত তোমার রূপের সৌরভে এ দেশের প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয় মহ মহ করিতেছিল কিন্তু ভাই আজ কাল সে ভাবের ভিতরে কিছু গোলযোগ প্রবেশ করিতেছে। আমার সাধ্য কি যে তোমার সৌন্দর্য্যে সন্দেহ করি? কিন্তু ভাই আমার বল বুদ্ধি আশা ভরসার একমাত্র স্থল পাশ্চাত্য মহাপুরুষেরা তোমার

উপর বড় লাগিয়াছেন ; তাঁহারা তোমার রূপের অস্তিত্ব মানেনা-তোমার চটকে বড় চটা। তাঁহাদের মতে মতদিয়া বলিতে হইল ভাই তুমি গিল্ট্!—তোমার যে বর্ণসৌন্দর্য্য তাহা তোমার নিজের নহে, বড় কর্ত্তার প্রসাদেই আভা মাখিয়া তোমার নাড় চাড় ; তুমি একটা যাহা তাহা ময় শক্ত মক্ত প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড — বর্ণে পোড়া কাষ্টখণ্ড।

যাহাহউক ভাই, তুমি বড় প্রতারক! আমি তোমার নখটী চুলটী সইতে ভালবাসি, আর তুমি আমাকে প্রতারণা কর, এইকি তোমার দেবধর্ম্ম শুনিতে পাই তুমি গ্রহ-মণ্ডলীর মধ্যে একটা প্রধান স্থানের অধীশ্বর এবং দেবতা মহলে মর্য্যাদায় নবগুণ বিশিষ্ট কুলীনব্রাহ্মণ—যেহেতু স্বঘরের অনুরোধে দক্ষ প্রজাপতির সপ্তাধিক বিংশতি কন্যাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া আদম-সুমারীর সময় বৃহৎ পরিবারের পরিচয় দিয়াছ ; সে জন্য পূর্ব্ব-বাঙ্গালার নব্য সমাজে তোমার হুঁকা বন্ধ। আর ছেলেবেলায় পড়া শুনার সময় যে একটা পৌরাণিক দোষের কথা শুনা যায়, তাহাও প্রবীণ বেলায় সারিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক ঐশ্বর্য্যে বল, পাণ্ডিত্যে বল, সৌখিনতায় বল, তুমি দেবতা মহলের একজন বড়লোক ; আবার সর্ব্ব সংহারক জনতারক স্বষ্টি, স্থিতি প্রলয় কারক, ভয়ানকের ভয়ানক, দেবাদিদেব মহাদেবের ললাটে বিষাকতক স্থানে দেবত্ব পাইয়া স্বীয় আধিপত্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছ। তাহাতেই বলিতে ছিলাম, তুমি একজন সর্ব্বতোভাবে বড়লোক বটে, অনেক গুণই হস্তগত করিয়াছ, তবে সত্য-নিষ্ঠতায় কেমন কেমন লাগে যে হেতু তুমি গিল্ট। তবে যদি বল তুমি ঠিক আছ, আমারই ভ্রম ; তাহা হইলে জানিলাম আমার ভাল বাসাটা অসৎ পাত্রে হয় নাই।

আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতে ছিলাম, বেশ মনে পড়িল

য়াছে। আমি অনেক দিন হইতে একখানি অতি সুন্দর-মুখ-মণ্ডল সংগ্রহ করিয়া আয়র্ণ চেষ্টে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। বড়ই ইচ্ছা তোমার সহিত একবার সেই মুখের তুলনা করিব। তবে ভাই, আমার অনুরোধে একবার আমার আয়র্ণ চেষ্ট মধ্যে নামিয়া আসিতে পার কি?—আমার কি রোগ উপমান উপমেয়ের একত্র সমাবেশ ভিন্ন তুলনা করিতে ভাল বাসি না। তাই এক বার নামিতে অনুরোধ করি! আমারবা তোমারসৌভাগ্যক্রমে এ মুখ খানিতে আধুনিক দরের সুগোল নিটোল ললাট প্রান্তে ভ্রমর কৃষ্ণকেশ গুচ্ছ মৃদু পবনে দুলিতেছে নাই, স্থূলাধর সীমায় গোলাপী অপেক্ষাও আলোহিত বাগবিম্ব স্ফূরিতেছে—নাই, স্ফুটিত মল্লিকা রাশির বর্ণোপমা নাই। এ মুখে সেই সে কালের তিল ফুল শণফুল, সজিনা ফুলের ছড়া ছড়ি; কাজেই সে কালের তুমির সহিত একবার এ মুখ মণ্ডলটীর তুলনা করিয়া দেখিব, একবার নামিয়া আইস।

আবার সেই পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে, নামিতে বলিতে ভয় করে, বলি তোমার দেহটী আমার আয়ার্ণ চেষ্টে আঁটিবেত? না যাহা তাহা ময় বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি বিশিষ্ট অতি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড মাথা মুণ্ড নামিয়া আসিয়া পৃথিবী চূর্ণ করিয়া ফেলিবে? তাই বলি অদৃষ্টক্রমে যার তার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমা হেন সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদকেও আহ্বান করিতে ভয় করে। যাহা হউক তাই আমি তোমাকে ভাল বাসিব।

নারী।

প্রথম প্রস্তাব।

জগৎ সৌন্দর্য্যময়, যে দিকেই চাও, প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য

তোমার মনোহরণ করিবে। বসন্ত পবন বিধূতা সুকুমারীলতা, কল কল নাদিনী বীচিমালাময়ী নদী, মধুকর করম্বিত মধুর নিকুঞ্জ, বিহঙ্গ কাকলী লহরী, স্ফুট চন্দ্রতারকা বিভাবরী প্রভৃতি প্রকৃতির কত সুচারু সৌন্দর্য্য চারিদিকে বিরাজমান রহিয়াছে. তুমি নয়ন ভরিয়া দেখিলে, নয়ন, মন চরিতার্থ হইল; কিন্তু আমাদের গৃহাভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য্য-রাশি নয়ন মনোহারিণী শোভা বিকীর্ণ করিতেছে, তাহা কি একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ?-রমণীর সুকুমার বদন মণ্ডলের অনুপমা কান্তি দেখিয়াছ?-তাহার সেই ভ্রমর ভর স্পন্দিত সুনীল লোচন যুগলের ব্রীড়া বিজড়িত স্বর্গীয় প্রেমভাব দেখিয়াছ? সেই সুকোমল অধরের শান্তিদায়িনী সরলতা পূর্ণ হাসি—সেই সমুজ্জ্বল ললাটের কিরূপ শোভা দেখিয়াছ?—দেখিয়া দেখিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ? দাসত্ব শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগ্য বাঙ্গালী! সমস্ত দিন মসিযুদ্ধ করিয়া দিবাবসানে গৃহে আসিয়া যখন সেই প্রেমপূর্ণ হাসি মুখ দেখিতে পাও, সেই সুমধুর কোমল স্বর শুনিতে পাও, যখন সংসারের স্বার্থ পরতা দারিদ্র্য দুঃখ চিন্তা করিয়া পুড়িতে পুড়িতে সেই চাঁদ মুখ দেখ, বল দেখি সে সময়ে তোমার কত সুখ! সেই মুহূর্ত্ত কত মূল্যবান্! সেই এক এক মুহূর্ত্তের কেমন এক অনুপম স্বর্গীয় সুখের নিকট সহস্র দিবসের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কোন্ ছার! তবু বুঝিয়াও বুঝনা। যে দেশে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে এক দিন ও সীতার মুখ সন্দর্শন করেন নাই বলিয়া ঘরে ঘরে প্রশংসাবাদ শুনা যায়, সে দেশের সকলে কিরূপে বুঝিবে? ওই মুখ খানি চাহিয়া দেখায় যে সুখ তাহার অধিক সুখ আর পৃথিবীতে কি আছে? ওই চাঁদ মুখ দেখিলে জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ সব দূর হয়, এ কথা কয়জন বুঝিবে মহাত্মা থিয়োডর পারকার মুহূর্ত্ত মাত্র কোন এক রমণীর বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া তাহার

অন্বেষণে পথে পথে ঘুরিয়া ছিলেন কেন, ইহা কয়জন বুঝিবে? রমণীকে পবিত্র হৃদয়ে ভাল বাসা দেওয়ায় যে কত সুখ তাহা কয়জন বুঝিবে? "রমণীর প্রণয় পবিত্র মুখ দেখিবে না ত বুঝিবে কেমন করিয়া স্বর্গ কেমম—দেবতারা কেমন—দেবীরা কেমন—তাঁহারা দেখিতে কেমন—তাঁহাদের পবিত্রতা কেমন—স্বর্গে সুখ কেমন? রমণীর মুখ দেখিবে না ত শিখিবে কেমন করিয়া, পবিত্রতা কি, ভক্তি প্রীতি কি—সহিষ্ণুতা কি—আত্ম বিসর্জ্জন কি—নিঃস্বার্থ ভাল বাসা কি? ওমুখ দেখিবে না ত জানিবে কেমন করিয়া নন্দন কাননে যে ফুল ফুটে, সে কেমন ফুল—অপ্সরা কিন্নরে যে গায়, সে কেমন সংগীত;—দেবতারা যে আমাদিগকে স্নেহ করেন, সে কেমন স্নেহ, অনন্ত স্নেহ, অনন্ত প্রেম কাহাকে বলে? এ পাপ সংসারে রমণীর মুখ ব্যতীত দেখিবার উপযুক্ত আর কি আছে? রমণীর কণ্ঠ শব্দ ব্যতীত শুনিবার উপযুক্ত আর কি আছে? ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য রমণীর হৃদয়েরন্যায় আদর্শ আর কি আছে?,, * নারী রোগীর শিয়রে বসিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া প্রাণ পণে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন, পর দুঃখে অশ্রু জলে গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইতেছে, এ মুর্ত্তি কি সুমধুর কেমন স্বর্গীয় ভাব ব্যঞ্জক! এ মহত্ত্ব এ সহিষ্ণুতা আর কোথায় দেখিতে পাইবে? নারীর হৃদয়ে যে সমুজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোক সৌভাগ্য সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ জ্যোতির নিকট হীন প্রভ হইয়া রহিয়াছে, কে জানে যে তাহা আপার দুঃখ দারিদ্র্যতার নিবিড় অন্ধকারে দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? সংসারে তীব্র জ্বালাময়ী পরীক্ষার সময় ভিন্ন কে নারীর—আমাদের জীবন তোষিণী দেবীর হৃদয় বুঝিতে পার? সুখের সময়ে আজি যে মুগ্ধ স্বভাবা কোমলান্তঃকরণা রমণীকে দুর্ব্বল হৃদয়া

---

* উদ্ভ্রান্ত প্রেম; ৫৫ পৃঃ

বলিয়া ঘৃণা করিতেছি,কাল যখন অদৃষ্ট নেমির পরিবর্ত্তনে দুর্ভাগ্য সিন্ধুর ভীষণ আবর্ত্তরাশি ভয় প্রদর্শন করিবে, তখন সেই রমণীই আমাদের একমাত্র সঙ্গিনী—বুক বাঁধিবার এক মাত্র ভেলা—উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নক্ষত্র। দরিদ্রের যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্যের মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখরাশি, সুদৃঢ় হৃদয়ে সন্তুষ্ট মনে হাসিতে হাসিতে বহন করিতে নারী ভিন্ন আর কে পারে? এ সংসার উদ্যানে নারী এক সুকুমারী লতা। আজি বিলোল পল্লব সহকার—তরু বজ্রদগ্ধ হউক তথাপি লতা তাহাকে ছাড়িবে না। সুখ সূর্য্যের উদয়ে যেমন নব নব কিশলয় জালে সমাচ্ছাদিত করিয়া শোভিত করিত, দুর্ভাগ্যের আশাতে ভগ্ন শাখ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সেই-রূপ অলঙ্কৃত করিয়া থাকে।

পুরুষ স্বার্থ পরতা ও উচ্চাশার দাস। তিনি যশ, মান, ধন, পদ, কর্তৃত্ব লইয়াই ব্যস্ত। পুরুষের জীবনই পুরুষের সর্ব্বস্ব: কিন্তু প্রীতিই এ সংসারে নারীর সর্ব্বস্ব, প্রীতই নারীর জীবন। হৃদয়ই তাহাদের পৃথিবী, এই স্থানেই সাম্রাজ্যের জন্য তাহাদের উচ্চ আশা, এই স্থানেই গুপ্ত রত্নের জন্য তাহাদের লোভ। স্নেহের সমুদ্রে সমগ্র আত্মা বোঝাই দিয়া সহানুভূতির (Sympathy) সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন। যদি তরি ভাঙ্গিল তবে আর আশা নাই, কেননা হৃদয় একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেল! নারীরন্যায় ভাল বাসিতে কে জানে? পরকে আপন করিয়া ভাল বাসিতে পরের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন দিতে—জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিতে, নারী ভিন্ন কে পারে? নারীর প্রেম অচিন্তনীয়। "একটী গম্ভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধিই আলোক বর্ত্তিকা হস্তে অবরোহন করিতে পারে; একটী উচ্চতা আছে, যেখানে কল্পনাই প্রশস্ত পক্ষে উড্ডীন হইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ গভীরতা—তত্ত্বজ্ঞান, ঐ উচ্চতা—বাঙমহিমা এবং গীত। কিন্তু একটী

গভীর তর গভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধি যায়না একটী উচ্চতর উচ্চতা আছে যেখানে কল্পনা উড্ডীয়মানা হয় না। ঐ গভী-রতা—ন্যায়, ঐ উচ্চতা—প্রেম। উহাই ধর্ম্মের বিশাল প্রশস্ত স্বর্গ। বিবেকই সেখানে আরোহণ করিতে পারে। আত্মা ঐ স্থানেই জীবন লাভ করে, এবং উহাই নারীর যথার্থ স্থান। ন্যায় এবং প্রেমে নারী পুরুষ অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। বিশ্বাসে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়াছে।* বাস্তবিক সৌন্দর্য্যে, প্রীতিতে, দয়াতে নারী জগতে অতুলনীয়া। সেই জন্যই কোন কবি বলিয়াছেন ———

"প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর
দয়ার নির্ঝর, করুনা নদী,
হত মরুময় সব চরাচর
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

কিন্তু স্বার্থপর পুরুষ। সেই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আধার.-- সুখ দুঃখের সঙ্গিনী,—প্রীতির পুত্তলী—সুরলোক বাসিনী দেবী দিগকে কি এইরূপে পদ দলিত করিতে হয়? অহো বিধাতঃ! নিঃস্বার্থ ভাল বাসার কি প্রতি দান নাই?

ক্রমশঃ

শ্রীপঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

ব্রুটস্ ও এণ্টনির বক্তৃতা। আজ একি? বহুকোটী জীব ক্রন্দনাদে অহঃ রহঃ উদ্বেলিত রোম, আজ গভীর নিস্তব্ধ,

---

* থিয়োডার পার্কার্ সিলেক্সনস্ ৫০ পৃষ্ঠা।

গভীর স্তম্ভিত অসীম নীলগম্ভীর গগণে নিবিড় নীল গম্ভীর মেঘ অতি নিস্তব্ধ, নিশ্চল, তাহার দীপ্তি চঞ্চলা-দ্রুত গমনা বিদ্যুদ্দাম রণরঙ্গে নাচিতেছে, তাহাও অতি নিঃশব্দে। বায়ু নিশ্চল, বাপি-সরসা-নদ-নদী নির্ঝর সাগর অতি গভীর নিরব। সাগরে তরঙ্গ উঠেনা, কাননে পত্র নড়েনা, জীব শঙ্কা শব্দ ময়ী-ধরণীতে একটী জীবের ও বাক্য ফুটেনা, জগত অতি গভীর নিরব। হটাৎ সপ্ত-সাগর পাতাল ভেদী জলদ গম্ভীর নাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইল! সকলে স্তম্ভিত হইল।

অতিবর নিষ্ঠুর যড় যন্ত্রকারী দাম্ভিক ব্রুটস্ লোভ পরতন্ত্র হইয়া, রোম রাজ কুলতিলক যুলিয়স্ সিজারকে হত্যা করিয়াছে। আজ মিত্র দ্রোহি নরাধম ব্রুটস্ আত্মপাপ প্রক্ষালন জন্য জলন্ত শিখাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে গোপন রাখিবার জন্য, নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান।

রোম আজ অনাথ, অনাশ্রয়, রোমে আজ শূন্য সিংহাসন, শূন্য রাজভবন, রোমানের হৃদয় আজ শূন্য! রোমান হাসেনা, রোমান কাঁদেনা একবিন্দু অশ্রুকনা রোমানের নয়ন প্রান্তে ঝলসেনা; একবিন্দু হাস্যের রেখা রোমানের অধর প্রান্তে ভাসেনা। রোম আজ নূতন অদৃষ্ট ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে, তাহা-রই ফল প্রতিক্ষা করিয়া চিত্রপুত্তলির মত, চতুর্দ্দিকে নিশ্চল নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান করিয়া অযুত সহস্র হৃদয় যন্ত্রের তন্ত্রিচয় আজ একই সঙ্গীতে একই কারণে লয় হারাইয়া বসিয়াছে। এমন সময়ে মিত্র দ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক ব্রুটস্ বক্তৃতা আরম্ভ করিল আত্মাভিমানী ব্রুটসের প্রতি কথায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়।

'জান উচ্চ বংশে জনম আমার।

জানত আমার গৌরব কেমন,

সভ্যতা আমার প্রত্যেক কথায়,
প্রতি ধর্ম্মে মতী জলদাগ্নি নিভ।

* * * * *

যুক্তি গর্ভ সার পূর্ণ বাক্য চয়
প্রসবিবে যাহা ব্রুটস্ রসনা,
শুনিয়া সে বাণী লভ জ্ঞান জ্যোতি ;

* * * * *

হয় যদি তাহা যুক্তি সুসঙ্গত,
হয় যদি তাহা ধর্ম্ম সুসঙ্গত,
তবে (বন্ধু বধে) লোকত ধর্ম্মতঃ
মহত্ব আমার,-নিশ্চয় মহত্ব,

* * * *

রোমের কলঙ্কহীন নিচাশয় ;
থাকে যদি কেহ রোমের হৃদয়ে
জলুক পুড়ুক মরুক দূরাত্মা,
ভাসিব আমরা আনন্দ সাগরে !

ব্রুটসের এই হৃদয় জ্বালাকর কথা একজন বীরধীর সদাশয় পুরুষের হৃদয়ে সহ্য হইলনা। তৎক্ষণাৎ সেই সমুদ্রবৎ নিস্তব্ধ জনতা মধ্য হইতে——"নাহি রোমে হেন নরাধম কেহ" এই কথা ধ্বনিত হইল। পুল্পিটে দণ্ডায়মান হইয়া, অতি শান্তভাবে, অতি মধুর স্বরে গরল মিশ্রিত অমৃত অমৃত চক্ষে দর দর অশ্রু ধারা গলিতে লাগিল। সেই সুচতুর সুশীল সদাশয় যুবক রোমের ভাবি সম্রাট্ এণ্টনি ! এণ্টনি যাহা বলিল তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, পাষাণ ভষ্ম হয় ; মিত্রদ্রোহি কৃতঘ্ন ব্রুটসের রক্ত ধারায় স্নান করিতে ইচ্ছাহয়। এণ্টনি যাহা বলিলেন তাহা বাহিরে অতি মিষ্ট—সুধা ধারাবৎ হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্ষণমধ্যে হলা-

ছলের ন্যায় দগ্ধ করে! প্রতিক্ষণে শ্রোতার মনে প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রবল হয়। প্রাণ অসহ্য যন্ত্রনায় অধীর হয়। ক্রোধে দুঃখে এবং ঘৃণায় হৃদয় তবকে তবকে দগ্ধ হয়! সংসারের প্রতি অবিশ্বাস হয়।

এই কবিতাটি কবিগুরু সেক্সপিয়রের উদ্দীপনার অনুবাদ মাত্র। আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যা সেক্সপিয়রের জগৎ মুগ্ধ কারী উদ্দীপনাতেই সম্ভবে। অনুবাদক বাঙ্গালা অনুবাদের প্রকৃতিতে স্থানেং স্খলিত হইয়াও অনেক স্থলেই নিজের লিপি কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অনেক স্থলেই— উদ্বোধিত এবং উত্তেজিত হইয়াছি।
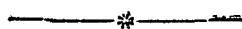
ভারত বন্দিনী। (রূপক) শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক বিরচিত। যে ভারত একদিন জগতের পূজ্য ছিল, যাহার বলে, বিদ্যায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে,-ধনে মানে সমস্ত পৃথিবী একদিন পরাজয় মানিয়া ছিল; সেই ভারত আজ কি হইয়াছে! আজ সেই ভারত, সেই সোনার ভারত যবন পদাঘাতে ছার খার! ভারতে সে বীর নাই, সে বৈভব নাই, সে মান গৌরব যশঃ সৌভাগ্য কিছু নাই। রাজ রাজেশ্বরী ভারত আজ অন্ন বস্ত্রের জন্যে ভিখারিণী! ঘোর মর্ম্ম বেদনায় গুরুতর পীড়িতা, যবনের নির্ম্মম পদাঘাতে জর্জ্জরিতা! হস্তে পদে শৃঙ্খল—হৃদয়ে গুরুভার পাষাণ, যাতনায় প্রাণ অবসন্ন; নাসিকায় শ্বাস পড়েনা, মুখে বাক্য সরেনা, চক্ষের বাষ্পবারি চক্ষেই শুখাইতেছে! মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে। চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবৎ যবন ঘোর রবে আস্ফালন করিতেছে। বলিলে শুনেনা, কাঁদিলে বুঝেনা, নির্দ্দয় নৃশংশ যবন জগৎ রাজ্ঞী জগৎ গৌরব রূপিণী ভারতের বক্ষে নির্দ্দয় পদাঘাত করিতেছে! উঃ! কি সর্ব্বনাশ! যবন ভয়ে

পৃথিবী কম্পিত। ভারত বীরশূন্য, ভারতসন্তান মূর্চ্ছাপন্ন ঘোর অচেতন! এমন সময়ে কোন এক ভারত বীর শিশু শূন্য হস্তে শূন্য গাত্রে দেখা দিল। জননী জন্মভূমী স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী। সেই জন্মভূমি ভারত মাতার এই দুর্দ্দশা। বালকের হৃদয়ে ইহা সহ্য হইল না! বালক শোকে দুঃখে ক্রোধে অধীর উন্মত্ত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। যাহা মনে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। বালক নিরস্ত্র, নিঃসহায়, কিন্তু নির্ভিক! জন্মভূমির জন্য অম্লানে জীবন বিসর্জ্জিতে প্রস্তুত। বারংবার নিজ ভ্রাতৃগণের সাহায্য চাহিল। কিন্তু কে কোথায়? সকলেই মূর্চ্ছাপন্ন, সকলেই অচেতন; বালক ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিল—'জাগরে জাগরে জাগ হিন্দুসুতচয়!

করেতে ধরি কৃপাণ শত্রু রক্তে কর স্নান,
জননীর রক্ষা হেতু মরিতে কি ভয়?
*　　*　　*　　*
"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাঁরা খ্যাত ত্রিসংসার,
নরকুল অবতংশ তোরা যে তাঁদের বংশ-
কেমনে সরমে মুখে বলিবিরে আর?
উঠি-
বীর দর্পে একবার খোল তলওয়ার!
*　　*　　*　　*　　*
"ক্ষত্রগর্ব্ব-ক্ষত্রতেজ করি সংমিলন
ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ি, রোষে সুমেরু উপাড়ি-
শেষে রজ্জু করে করি কর সমুদ্র মন্থন
দেখরে কোথায় আছে স্বাধিনতা ধন?
*　　*　　*　　*　　*
"জাগরে জাগরে আর্য্য বংশের কুমার!

পিতৃ সিংহাসন পরে যবন রাজত্ব করে
থাকিতে তোদের দেহে রক্তের সঞ্চার ?
কেনরে বিলম্ব আর খোল তলওয়ার।"

বীর শিশুর এই উত্তেজক বাক্যে কাহার না নিদ্রাভঙ্গ হয় ? কিন্তু ভারত নিদ্রিত নহে ভারত মূর্চ্ছিত! সুতরাং ভারতের কর্ণে বীর শিশুর বাক্য প্রবেশ করিল না। অবশেষে বালক বীরকুল কুল তিলক অভিমন্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া কুরুসৈন্য সদৃশ সমুদ্রবৎ যবন সৈন্যে ঝম্প দান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে উত্তেজিত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার নাটকাংশে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা ইহার দুই একটী কবিতার কোনং অংশের প্রসংশা করিতেছি। গ্রন্থ খানির দুই একটী কবিতা সুন্দর হইয়াছে উপাখ্যানাংশে "ভারত মাতার„ কিঞ্চিৎ ছায়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার যেভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার ক্রোধোম্মত্ত শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ঐ সকল, হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাব নিচয়কে একটু অস্ফুট ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলে ভাল হইত। গ্রন্থকার নাটকের প্রকৃতি রক্ষা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে স্খলিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে কবিতা লিখিবার কিঞ্চিৎ উপকরণ আছে বারান্তরে নাটক না লিখিয়া যদি কবিতা লিখিবার চেষ্টা করেন তবে বোধ হয় সাধু সাধু পদ্য লেখক হইতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

পকেট অভিধান। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত সঙ্কলিত; মূল্য আট আনা। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস। এই অভিধান খানি আমাদের অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। যিনি অল্পমূল্যে অধিক ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পকেট অভিধান ক্রয় করিবেন।

শোকের ঝটিকা।

(সখি হইতে প্রাপ্ত।)

আজ কেন প্রাণ এত উঠিছে কান্দিয়া।
ভবনের সুখ কিছু পাইনা দেখিতে॥
চঞ্চল হতেছে মন থাকিয়া থাকিয়া।
পূর্ব্ব ভাব সমুদিত হইয়া চিত্তেতে॥

সেই যে পীযূষ মাখা বচন লহরী।
সেই যে সুমৃদু হাসি মাধুর্য্য সহিত॥
সেই যে মুকুতা যিনি দন্ত বিকসিত।
সেই মধুরা মূর্ত্তি আমরি আমরি॥

সেই যে বদন ইন্দু পঙ্কজ নয়ন।
সেই যে রক্তিম ওষ্ঠ অতি মনোহর॥
সেই যে সুচারু কেশ পশ্মি গণন।
সেই যে স্থিরতা মূর্ত্তি স্মৃতির আকর॥

সেই যে সুবর্ণ যিনি অঙ্গের বরণ
সেই সুন্দর দেহ পটেতে চিত্রিত॥
নয় ছোট নয় বড় অতি সুশোভিত।
সেই মৃণাল যিনি বাহুর গঠন॥

ক্রমশঃ—

নিশিথে শশী।

"সদা কাঁদ কাঁদ কিযে ভালবাসি
  এই মুখখানি দেখিতে তোমার;
দেখিলে হৃদয়, কি জানি কি হয়,
  ইচ্ছা হয় দেখি বসে অনিবার।

*   *   *   *

হেন ইচ্ছা মনে, লইয়া গোপনে,
  বলি গলাধরি কথা আছে যত;
কোমল হৃদয়ে মস্তক রাখিয়ে
  পড়ি ঘুমাইয়ে জনমের মত।"

রাত্রি দুইটা, চারিদিক নির্ব্বাত নিষ্কম্প, দীপসকল একে একে নিবিয়া যাইতেছে। সকলেই নিদ্রিত, জগৎ নীরব ও নিস্তব্ধ; মধ্যে মধ্যে কেবল অদুরে কুক্কুর ধ্বনি, বন বিহঙ্গমের ক্বচিৎ পক্ষ শব্দ ও নিশি বিহারী পেচকের ভীষণ রব ব্যতীত কিছুই শ্রবণ গোচর হইতেছে না। অসার মনুষ্যের আর সেই উচ্চ কোলাহল নাই। এই স্থিরা, গম্ভীরা, ভয়ঙ্করী রজনীতে আমি কেবল একা জাগিয়া, চক্ষে নিদ্রা নাই। যে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধনকে বিসর্জ্জন দিয়া পথহারা পথিকেরন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে তাহার আবার নিদ্রা কেন?—এ সংসার—এ শোক তাপ পূর্ণ সংসার—এ স্বার্থ পরতা কুটিলতা পূর্ণ সংসার যাহার নিকট শ্মশান ভুমি তাহার আবার নিদ্রা কেন? এ পৃথিবীতে

যাহার কিছুই নাই,—সঙ্গী নাই, বন্ধু নাই, আমোদ নাই, শরীরে বল নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই প্রাণে প্রাণ নাই, তাহার আবার নিদ্রা কেন?—সুখ শান্তি কেন? আমার কিছুই নাই; জল বুদ বুদেরও সঙ্গী আছে, ইহাতে উহাতে মিশিয়া নাচিতে নাচিতে কেমন ডুবে, কিন্তু আমার কেহই নাই; কুসুম ফুটে, কেমন এ উহার গলা ধরিয়া,—গাল ভরা ভুবন মোহিনী হাসি হাসিয়া অস্ফুটস্বরে গায়িতে গায়িতে, মধুরতালে নাচিতে নাচিতে কেমন শোভা বিকীর্ণ করে; পাদপ নিচয় কেমন দুলিয়া দুলিয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে মনের কথা কয়; মৃদু বাতান্দোলিত ব্রততী কেমন মনের সাধে তরুকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মস্তক তাহার বক্ষে রাখিয়া কেমন আপন প্রেম ভরে আপনি মজিয়া থাকে; সুনীল অনন্ত গগনে তারকা রাজি ফুটিয়া, এ উহার পানে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়; বিস্তীর্ণ হৃদয়া কলনাদিনী স্রোতস্বতীর বক্ষে তরঙ্গ নিচয় কেমন ছুটা ছুটি করে—সৈকতে সৈকতে এদিক্ ওদিকে কেমন আপন মনে ক্রীড়া করে। সকলেরই সব আছে,—আকাশের চাঁদ আছে, সমুদ্রে, নদীতে তরঙ্গ আছে, মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, কুসুমে সৌরভ আছে, কিন্তু আমার কেহই নাই, কিছুই নাই, চারিদিক অন্ধকার, শূন্যময়, ও নীরস! হায়! আমার কেহই নাই; এই ধন জন সমাকীর্ণ আনন্দময় বিপুল সংসারে আমার কেহই নাই; এ কথা কাহাকে বলিব? কে আমার এই হাহাকারপূর্ণ মর্ম্মের কথা শুনিবে? কেই বা বুঝিবে? একা আসিয়াছি একাই যাইব, যাবজ্জীবন এই জ্বলন্ত বহ্নি বক্ষে বহন করিয়া সুখের সমাধির উপর বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একাই যাইব। আহা! আমার ত কেহ নাই।

ওকে ও? কে তুমি? যোগিনীরন্যায় শুভ্রা বসনাবৃতা হইয়া

ছল ছল নয়নে ধীরে ধীরে মুক্ত বাতায়ন পথে আমাকে দেখি-তেছ? কে তুমি? শশী? এস কাছে আসিয়া বস; একি কাঁদিতেছ কেন শশী? তুমি তোমার সুবর্ণময়ী অনুপমা রূপ প্রভার বিমল তরঙ্গ, আনন্দময়ী লাবণ্যচ্ছটা লইয়া সুমধুর হাসি হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া কুমুদিনীর উপর পড়িবে, তোমার সুবঙ্কিম কটাক্ষে তোমার অমৃত ধারা বর্ষণে জগৎ প্রীত ও শীতল হইবে। যখন শুভ্রমুখী রজনী গন্ধা সৌরভ বিস্তার করিয়া প্রস্ফুটিত হইবে তখন তুমি তাহাকে সুবর্ণ বসন ভূষণে ভূষিতা করিয়া রূপবতী কুসুম সমাজে নাচাইবে; যখন গোলাপ যুবতী তাহার সহচরী মল্লিকার সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে রসের ভরে হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া ঢুলিয়া২ পড়িবে, তখন তুমিই মেঘের আ-ড়াল হইতে হাসি হাসি মুখ খানিতে টিপি টিপি হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া তাহাদের রসের দোলনির বৃদ্ধি করিবে, যখন পাপিয়া বকুল-নিকুঞ্জাভ্যন্তরে থাকিয়া কানন ভেদী মধুর কাকলী ছড়াইবে, তখন তুমি তাহার কুহরণে বিমোহিত হইয়া নিঃশব্দে উঁকি মারিয়া তাহার গলা বাজিতে উৎসাহ দিবে! তরঙ্গিনীর তরঙ্গায়িত হৃদয় সুবর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া তালে তালে নাচাইবে, নদী ঢুলিতে ঢুলিতে কুল কুল শব্দে নাচিবে, আর তুমি অনম্বরে সুধা-ভরা হাসি হাসিয়া জগৎ আনন্দ ময় করিবে। তোমার কি এ রোদন ভাল দেখায়? তুমি জগতের শোভ, বন্ধু হীনের বন্ধু, অনাথের সহায়, বালক রাখালের প্রিয় বস্তু, প্রণয়ী যুগলের সর্ব্বস্ব ধন, তোমার এ অশ্রু জলাভিষিক্ত অবনমিত বিষণ্ণ বদন-এ মলিন বেশ ভাল দেখায়? সে কুসুম কুন্তল নাই, রূপ মাধুরী নাই, লাবণ্য ছটা নাই; শশী! কাঁদিও না। তুমি আকাশ আলো করিয়া থাক, তোমার দুঃখ কি? আমিত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গ্রহতারকা পরিশোভিত, তৃণ শষ্প লতা গুল্ম কুসু-

মালঙ্কৃত, কল কল কাকলী পূরিত তরঙ্গময় সংসারের চারিদিকে দুঃখ ; রাজ প্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পথে, ঘাটে, বনে, উপবনে সর্ব্বত্রই দুঃখ ; এ সংসার দুঃখময়, তাই কি তোমার এত দুঃখ ? কত শত লোক এই অভাগার ন্যায় মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আঁতে ২ জ্বলিয়া পুড়িয়া অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া বারম্বার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে এই নিশীথ জাগরণ করিতেছে ইহা দেখিয়াই কি তোমার এত দুঃখ ? না, শশী ; তুমি আমায় বড় ভাল বাস ; তাই আজি এই হতভাগার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশের তীব্র জ্বালাময়ী যন্ত্রণার গভীরতা, এই রক্ত শোষক অশ্রুজল দেখিয়া মলিন বেশে বাষ্পাকুলিত লোচনে সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছ ? আয়, শশী, আয়, একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদ দেখিরে ! তোমার ঐ অশ্রু জল-ভিষিক্ত মুখ খানি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিব। আহা শশী ! পরের জন্য কাঁদিতেছ, কাঁদিয়া জগৎ ভাসাইয়া দেও দেখিরে ! আহা ! এ সংসারে রমণীর মুখ কেমন সুন্দর, কেমন পবিত্র ও নির্ম্মল। এই রোগ শোক-দুঃখ তাপ সমাকুল প্রবঞ্চনা প্রতারণা পূর্ণ সংসারে এত যে জ্বালা ওই চাঁদ মুখখানি দেখিলে সব যেন কোথায় চলিয়া যায়-হৃদয় কি যেন কি ময় হয়। উহা কি দিয়া গঠিয়াছিলে জগদীশ ? যিনিই যাহা বলুন আমি কিন্তু ঐ কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখখানি বড় ভাল বাসি। পরকে আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিতে রমণী ভিন্ন কেহ পারে না, রমণীই কেবল পরের দুঃখে কাঁদে। যখন ঐ দেবী প্রতিমা পরদুঃখে বিগলিত হইয়া দর দর ধারে ভাসিতে থাকেন, আহা ! তখন ওই মুখ খানি কত সুন্দর ! কেমন স্বর্গীয় প্রভায় প্রভাসিত হয় ! এ মর সংসারে ও সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, স্বর্গে আছে কি না জানিনা, রমণী দিতে জানে নিতে জানে না। যে পরকে আপনা ভুলিয়া

ভাল বাসে, যে পরের জন্য আত্ম জীবন দেয় তাহাকে আমি বড ভাল বাসি, কুসুম পরের জন্য প্রস্ফুটিত হয়, পবন পরের জন্য প্রবাহিত হয়, জল পরের জন্য উঠে, তাই তাহারা জগতের এত প্রিয়, তুমি পরের জন্য কাঁদ, তোমার ওই অনুপম সৌন্দর্য্যের মোহিনী শক্তিতে পরকে মোহিত করিয়া সান্ত্বনা কর তাই তোমাকে এত ভাল বাসি। শশী!

"সদা কাঁদ কাঁদ কি যে ভাল বাসি
ওই মুখ খানি দেখিতে তোমারে
দেখিলে হৃদয় কি জানি কি হয়
ইচ্ছা হয় দেখি বসে অনিবার

* * * *

হেন ইচ্ছা মনে, লইয়া গো প্রাণে
বলি গলাধরি কথা আছে যত ;
কোমল হৃদয়ে মস্তক রাখিয়ে
পড়ি ঘুমাইয়ে জনমের মত।"

শশী! একবার আয় দেখিরে, একবার মনের সাধ মিটাই ; আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনেব অবলম্বন, আশার ধন, চিন্তার বস্তু, হৃদয় মরুভূমীর একমাত্র সরসী অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র নক্ষত্র তুমি ; একবার আয় দেখিরে ওই কাঁদ কাঁদ সোণা মুখখানি হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয়ের দশ হাতে চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া সব জ্বালা যন্ত্রণা যুড়াইরে, তোমার ওই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর রশ্মির পরতে পরতে অণুতে অণুতে মিশিয়া ঐরূপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগতে বেডাইব ; গোমুখীর নীরে, স্রোতঃস্বতীর স্রোতো তরঙ্গ, কুসুমের সৌরভে, বৃক্ষের পাতায় পাতায় যেখানে সেখানে মনের দুঃখ গাইয়া বেড়াইব, আর মাঝে মাঝে ঐ অশ্রু জলাভিষিক্ত

সোণা মুখ খানি চুম্বন করিব। আহা! এ সাধ কি মিটিবে? তোমার আমার এক হইয়া মিশিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে পাইব? শশী! এ জগতে যে যাহাকে ভাল বাসে, সে ত তাহাকে পায় না. ঐত ভয়, ঐত দুঃখ, তাইতেইত মরিতে চাই। বাল্যকালে যখন মাতার ক্রোড়ে ছিলাম তখন ও মুখ খানি দেখিয়া কত হাসিতাম, খেলিতাম তখন হইতেই কেমন ভাল বাসিয়াছি।

আহা!

'বাল্যের সে ভাল বাসা—

—অস্থি, মজ্জা, রক্ত, সঙ্গে মিশাইয়া গেছে.,

তবে তোমাকে পাইব না কেন? কেন এক হইয়া মিশিয়া কাঁদিতে পাইব না? এই কি বিধাতার ইচ্ছা! মিশিব বইকি,আজি না হয়,কালি না হয়,এক বর্ষ দুই বর্ষপরে না হয়,যুগযুগান্তরেওত মিশিব তোমায় আমায় এক হইয়া মিশিব, আ মরিরে কি সুখ! আমরা মিশিব আর প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। কুসুমে, কুসুমে, বৃক্ষের পত্রে, পত্রে, বায়ুর হিল্লোলে, নদীর তরঙ্গে, যেখানে সেখানে দুঃখের গীত গাইব বালকের হাস্যে, যুবতীর মনোমোহন নয়ন কটাক্ষে, যুবার আশায় রোদন মাখাইব, দুঃখ মিশাইব। ভারত না কাঁদিলে তাহার উন্নতির উপায় নাই, পরস্পর পরস্পরের জন্য না কাঁদিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। এ শ্মশান ভূমির চারিদিকে পাগলের বিকট হাস্য। যখন সকলে জানিবে তাহারা কি, যখন সকলে জানিবে যে এ কুসুম মালা নহে, এ অস্থি মালা, এ বস্ত্র নহে, তাহারা বস্ত্র হীন, উলঙ্গ,—এ ধন রাশি নহে, পূর্ব্ব পুরুষের ভগ্ন অস্থি পঞ্জর খণ্ড, যখন দেখিবে তাহাদের সকলেরই এক দশা, আর বৃশ্চিক দষ্ট হৃদয়ে নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে "ব্যোম, ব্যোম, রবে আশুতোষ মহাদেবের পূজা করিবে, তখনই ভারতের উন্নতির

সূত্রপাত হইবে। ভারত স্বার্থ পরতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে; প্রেমের পূজা না করিলে আর রক্ষা নাই। ন্যায় দর্শন সাহিত্যাদি রাখিয়া দেও। সকলে একমনে সেই মহাদেবের পূজা কর দেখি, ভারত উন্নত হইবে। প্রেম মনুষ্যের প্রাণ, জাতির জীবন। এই প্রেম লইয়াই ইংলণ্ড সাগরাম্বরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, এই প্রেম লইয়াই রুসীয় দিগের এত বিক্রম, এই প্রেম লইয়াই বৌদ্ধেরা এক সময়ে, তাতার, সিংহল, চীন, জাপানে রাজত্ব করিয়াছিল, এই প্রেম লইয়াই শিবজী চির স্মরণীয় হইয়াছেন,—"চিলিয়ান ওয়ালার,, শীক দিগের এত বীরত্ব। ভারত আবার প্রেম পূজা করুক, পরস্পর পরস্পরের জন্য কাঁদিতে শিখুক আবার, উন্নত হইবে। আবার হাসিবে। আমরাও তখন, শশী! হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীত বিকীর্ণ করিব।

(পাগল শশি প্রিয়)

নারী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

জানিনা কোন্ পাপে নারী এইরূপ পদদলিত হইতেছে!—চিরদিন পুরুষের দাসীত্ব ব্রতে নিযুক্তা রহিয়াছে! জানিনা কোন্ পাপে তাহারা হৃদয়ের অসহ্য বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। তাহাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যই যে সেই পাপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিমান গর্ব্বিত নিষ্ঠুর পুরুষ! তা বলিয়া মনে করিও না যে তাহারা স্বভাবতঃ বলহীন হইয়া তোমাদের দাসীত্ব করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে;—ভরণ পোষণের নিমিত্ত তোমাদের মুখ প্রেক্ষিণী হইয়া থাকিবার জন্য বিধাতা

কর্ত্তৃক আদিষ্ঠ হইয়াছে। বিধাতা এরূপ পক্ষপাতী নন, তাঁহার এ নিয়ম নহে। শৈশবাবস্থায় পরস্পর যখন একত্রে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতে তখন তোমাদের মন কিম্বা শরীর সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিলনা। যৌবনোদ্গমের সময় হইতে শারীরিক বলের বৈভিন্ন্য ও মানসিক ক্ষমতার প্রকার শত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে পুরুষ সাহসী, বলিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠিল। ইহার কি কিছু কারণ নাই? আছে। পিতা মাতার প্রকৃতি যে সময়ে প্রথম তাঁহাদিগতে আশ্রয় লয়, যথাক্রমে পুত্র ও কন্যাতে ও সেই সময়ে, সেই বয়সে, প্রথম আসিয়া উপস্থিত হয়। আর পূর্ব্বকালে মনুষ্যের অসভ্যাবস্থাতে এক জাতিতে কিম্বা বিভিন্ন জাতি মধ্যে নারী লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইত। তৎকালীন পুরুষ গণ একজন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিত; শেষে তাহাদিগের মধ্যে বলবান্ ব্যক্তিই সেই রমণীকে লইয়া যাইত; ইহাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের বল ও সাহস বৃদ্ধি হইত। এবং তাহারা বাল্যকাল হইতেই সমধিক বলবান্ হইবার জন্য যত্ন করিত। অতএব ইহাতেই বোধ হইতেছে যে পুরুষের বল পুরুষানুক্রমিক হইয়া আসিতেছে। বৃহত্তর আকৃতি, বল, বিস্তৃততর স্কন্ধদ্বয়, অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট মাংস পেশী, শরীরের দার্ঢ্য, অধিকতর সাহস ও যুদ্ধ প্রবৃত্তি তাহাদের অর্দ্ধ মনুষ্য পূর্ব্ব পুরুষ গণের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে। কতক প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, কতক যৌন নির্ব্বাচন* জন্য তাহারা সাহস প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত। এইরূপে নারী পুরুষ অপেক্ষা বলহীন হইয়াছে। শুদ্ধ বলহীন হইয়াই তাহারা দাসীরূপে ব্যবহৃতা হইতেছে। যৌবন কাল হইতে উদ্যম ও অবিচলিত

---

* Natural Selection and Sexual selection See ' Darwin's descent of man ,

অধ্যবসায়ে অভ্যাস করিলে এই বলশূন্যা, কোমলাঙ্গী হতভাগিনী দাসীরাও বলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। যতদিন না সেই সকল উদ্যম ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্তা যুবতীগণ বিবাহিত হইয়া সাধারণতঃ অন্যান্য নারী অপেক্ষা বহুসংখ্যক মাতৃগুণ বিশিষ্ট কন্যা প্রসব করিতেছে, যতদিন না সেই সকল প্রসূতা কন্যা আবার মাতার ন্যায় ঐ সকল গুণ অভ্যাস না করিতেছে, যতদিন না তাহারা পুরুষের ন্যায় পরিবার ভরণ পোষণের জন্য দুরূহ সংসার-যুদ্ধে সুশিক্ষিতা না হইতেছে, ততদিন বলে পুরুষের সমকক্ষ হইবার আশা নাই।

নর নারীর মানসিক ক্ষমতা পরস্পর প্রকার গত বিভিন্ন; সমষ্টি গত একই। তোমার চারিটী সিকি আছে তুমি যেরূপ ধনী, আমার আটটী দুআনি আছে আমিও সেইরূপ ধনী: কিন্তু মনে রাখিও এক একটী সিকি আবার এক একটী দুআনির দ্বিগুণ। এ বিভিন্নতা তাহাদের স্বভাব জাত নহে, অবস্থার বিভিন্নতাতে ঐ তাহাদের মানসিক ক্ষমতার ও প্রকার গত বৈভিন্ন্য ঘটিয়াছে। সেই জন্য নারীর এক প্রকার গুণ পুরুষের আর এক প্রকার। পুরুষের বিবেচনা শক্তি আছে, নারীর অনুভব শক্তি আছে। পুরুষের নির্ভীকতা আছে নারীর বিচক্ষণতা আছে। পুরুষের সাহস আছে; নারীর সতর্কতা আছে। পুরুষ যুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত, নারী আশা মন্ত্রে দীক্ষিত। নর নারীর মানসিক ক্ষমতার কেবল এই মাত্র বৈভিন্ন্য। চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই তাঁহাদের দৈনিক কার্য্য কলাপ স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন যে নারী তাঁহাদের পদ দলনের ও ঘৃণার পাত্রী নহে। এ সংসারে পুরুষ ও যেমন নারীও তেমনি। পুরুষের যে স্বত্ব নারীর ও সেই স্বত্ব। জ্বলন্ত সংসার বহ্নিতে পুড়িতে পুড়িতে পুরুষ যেরূপে বিলীন হইবে নারীও তদ্রুপ। নারী তোমাদের অধীন-

তায় মন্দ বলিয়া মনে করিও না যে মানসিক ক্ষমতায় তোমাদের অপেক্ষায় হীন। রাজ্যে দুইজন অধ্যক্ষ থাকিতে পারে না, একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ চাই; একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলে অপর ব্যক্তিকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে তাঁহা অপেক্ষা মানসিক ক্ষমতায় ন্যূন বলিতে সাহসী হইব না। রাজা রাজ্যের কর্ত্তা; বিজ্ঞান ও দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা, রাজনীতি কুশল বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহার শাসনাধীন। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে রাজা অপেক্ষা ন্যূন বলিব না। পুরুষ! নারী তোমাদের সংসারে বন্ধু বিপদে সহায়, রোগে স্নেহময়ী দারিদ্র্যে ও শোকে মূর্ত্তিমতী শান্তি, তোমাদের আঁধারের আলো জীবনের সর্ব্বস্ব; তথাপি তোমরা স্বার্থ পরতায় অন্ধ হইয়া— আপনাদের দাসী বিবেচনা করিয়া জ্ঞানালোক বিহীন করিয়া— তাহাদের সুখের দিকে একটু মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া পদে পদে উৎপীড়ন করিতেছ, ইহা কি তোমাদের অধর্ম্ম নহে। ইহা যদি অধর্ম্ম না হয় তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে জানি না।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ইহা কোন সময়ে সাধারণের এমন কি উন্নত মনা ব্যক্তিগণের ও অন্তঃকরণে উদিত হইয়াছিল যে অল্পসংখ্যক প্রভু এবং বহু সংখ্যক দাস এই দুই শ্রেণী বিভাগ মনুষ্য জাতির মধ্যে স্বাভাবিক; স্বভাবতঃ কেহ বা প্রভুত্ব করিবার যোগ্য আর কেহ বা দাসত্ব করিবার উপযুক্ত। গ্রীকেরা স্বাধীন প্রকৃতির এবং থ্রেসীয় ও এসিয়া বাসীরা দাস প্রকৃতির জাতি; পণ্ডিতবর এরিষ্টটল ও বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সেই পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইউ-নাইটেড্ ষ্টেটের দক্ষিণ ভাগস্থ দাস ব্যবসায়ীরা ঐ মতাবলম্বী

ছিলেন। কৃষ্ণবর্ণের উপর শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্ব স্বাভাবিক, কৃষ্ণবর্ণ জাতি স্বভাবতঃ স্বাধীনতা রক্ষণে অপারগ, তাহারা দাসরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ কথা তাঁহারা গম্ভীর ভাবে উল্লেখ করিতেন। অনেকে বলেন সামান্য শ্রমজীবি দিগের পক্ষে স্বাধীনতা অস্বাভাবিক, আবার জেতৃজাতি বিবেচনা করেন, যে বিজিতগণ তাঁহাদের আজ্ঞা বহন করিবে অর্থাৎ দুর্ব্বল নিরীহ জাতি, সাহসী যোদ্ধৃ জাতির অধীন হইবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম। এইরূপ যাহা সাধারণতঃ ঘটে তাহাই স্বাভাবিক আর যাহা রীতিবিরুদ্ধ তাহাই অস্বাভাবিক বলিয়া প্রায়ই প্রতিপন্ন হয়। নারী পুরুষের অধীন, ইহা স্বাভাবিক নহে, পৃথিবীর রীতি; প্রকৃতির নিয়মানুসারে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে মানব চক্ষে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর দুর দেশ বাসি ব্যক্তিগণ যখন প্রথমে ইংলণ্ড বিষয়ে অবগত হয়, যখন তাহারা জানিতে পারে উহা স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত, তখন তাহারা কতই না চমৎকৃত হয়! ইহা তাহাদের পক্ষে এত অস্বাভাবিক যে তাহারা সহসা বিশ্বাস করেনা। ইংরাজ জাতির পক্ষে ইহা কোন অংশেই অস্বাভাবিক নহে কারণ তাহাদিগের নিকট ইহা প্রচলিত। নারী যোদ্ধ্রী বা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইবে, ইহা তাহাদের চক্ষে অস্বাভাবিক, কেননা উহা তাহারা সাধারণতঃ দেখিতে পায়না; উহা তাহাদের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু ফিউড্যাল সময়ে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শাস্ত্র নারী সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইত না ক্ষমতাপন্ন শ্রেণীর নারীগণ, তাহাদের স্বামী বা পিতৃগণ অপেক্ষা শারীরিক বল ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হীন হইতেন না; এসকল তাঁহাদের নিকট স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইত। পুরাণ প্রথিত আমেজন এবং স্পার্টার নারীগণ দৃষ্টান্তে গ্রীক কামিনীগণ অনেকাংশে স্বাধীন ছিলেন। স্পার্টার

রমণীগণের বৃত্তান্ত ইতিহাস বেত্তৃদিগের নিকট অবিদিত নাই। যদিও তাঁহারা গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের রমণীগণের ন্যায় একই প্রকার রাজ শাসন বদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ স্বাধীন ভাবাপন্ন ছিলেন এবং পুরুষ দিগের ন্যায় শারীরিক ব্যায়ামে সুশিক্ষিতা হইয়া বীরধর্ম্মা গ্রীকদিগের নিকটে বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের অনুপযুক্ত বা স্বভাবতঃ নির্গুণ নহেন। বিখ্যাতনামা প্লেটো এই স্পার্টা রমণীগণকে দেখিয়াই তাঁহার মত সমূহ (Republic) মধ্যে এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন যে পুরুষ ও নারী সমাজনীতি এবং রাজনীতি সম্বন্ধে উভয়েই এক।

যদি নারী স্বভাবতঃ অধীন না হইল তবে তাঁহারা আপনাদের অবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেনা কেন? পুরুষ তাঁহাদিগকে যেরূপ নিয়ম দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা আপত্তি করিবে কিরূপে? এপর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় অনেক নারীরত্ন মনের দুঃখ কেবল লিখিয়াই প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এক্ষণে দিন দিন বহুসংখ্যক নারী তাঁহাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, অল্পদিন হইল, বহু সহস্র নারী কতকগুলি রমণী কুলরত্ন প্রমুখ হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের অনুমতির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষের ন্যায় সমানরূপে শিক্ষিত হইবেন, সমানরূপে সমাজে উন্নত হইবেন এই স্বত্ব রক্ষার্থে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেক সভা আছে, শুদ্ধ ইংলণ্ড, বা আমেরিকায় যে তাহারা তাঁহাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছেন এমন নহে। ফ্রান্স, ইটালী ও সুইট্‌জার্লণ্ডেও ঐরূপ উদাহরণের অপ্রতুল নাই। কত রমণী যে ঐরূপ ইচ্ছা মনোমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া হৃদয়ের বহ্নি, হৃদয়ে চাপিয়া বাস করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে? নারী জাতি তাঁহাদের গুণনিচয় দমন করিতে যদি শিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেন,

তাহা হইলে কত রমণী যে গুণগ্রামে জগৎ অলঙ্কৃত করিতেন তাহা বলা যায় না। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে দাস শ্রেণী একেবারেই স্বাধীন হইতে পারে না। যখন সাইমন ডিমণ্টফোর্ট (Simon demont fort) প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণকে (deputies of the commons) পার্লিয়ামেণ্ট সভায় আসন গ্রহণের জন্য প্রথম আহ্বান করেন তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ছিলেন যে, তাঁহারা শাসন কার্য্য বিভাগ গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্ হইবেন? তাঁহাদের মধ্যে উচ্চাশা-শালী ব্যক্তির মনোমধ্যে ও একেবারে ঐরূপ আশার উদয় হয় নাই। যথেচ্ছা করস্থাপন, এবং রাজকর্মচারি গণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেই তাঁহাদের যথেষ্ট। যাঁহারা প্রাচীন কাল হইতেই কোন জাতির ক্ষমতান্তর্ভূত, তাঁহারা তাঁহাদের পীড়ন বা দুর্ব্ব্যবহারের কথা ব্যতীত আর কিছুতেই আপত্তি করেন না—কখনই প্রথমে স্ব স্ব ক্ষমতার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, ইহা প্রকৃতির নৈতিক ব্যবস্থা। সর্ব্বত্রই এমন কোন নারীই দেখিতে পাই না যিনি স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন না।

যাঁহারা বলেন যে প্রকৃতিই নারীদিগকে বর্ত্তমান কর্ম্ম ও অবস্থোপযোগী করিয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে আর একটী কথা বলিব যে যদি সমাজ নারীহীন বা পুরুষ হীন হইত, যদি সমাজে নারীগণ পুরুষের অধীন না হইত তাহা হইলে তাঁহারা নরনারীর মানসিক ও নৈতিক স্বাভাবিক বিভিন্নতা বিশদরূপে দেখিতে পাইতেন। এক্ষণে যাহা নারীদিগের প্রকৃতি বলিয়া থাকি, তাহাত কৃত্রিম—তাহা বল ও অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফল। ইহা নিঃ সংশয়রূপে বলা যাইতে পারে যে অন্য কোন পরাধীন শ্রেণীর স্বভাব এত সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় নাই।

বিজিত এবং দাস জাতি বিলক্ষণ বল সহকারে দলিত হয়, কিন্তু তাহাদের যাহা লৌহ খণ্ডের দ্বারা ও পেষিত না হইল তাহাকে প্রায় মুক্তি দেওয়া হয় এবং যদি পরিপুষ্ট হইবার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা পাইল, অমনি তাহার নিয়মানুসারে পরিপুষ্ট হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু নারীদিগের দুর্ভাগ্য আরো অধিকতর। যেরূপ এক প্রকৃতির বৃক্ষাদি অন্যপ্রকৃতিতে আনীত হইয়া কৃত্রিম তাপ প্রভৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত করাণ হয়, পুরুষের উপকার ও সুখের জন্য নারী দিগের প্রকৃতি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে ও তদ্রূপ। পুরুষ নারী দিগকে আজ্ঞাপালিকা দাসী করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের সমুদয় শিক্ষা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সমুদয় নারীই বাল্যকাল হইতে এইরূপ বিশ্বাসে শিক্ষিতা হইয়া আসিতেছে—যে তাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পুরুষের বিপরীত তাহারা আত্মশাসন শাসিত নহে;—পরের আজ্ঞাবহ ও পরশাসন বশীভূত। তাহারা পরের, পরের জন্য জীবন ধারণ করিবে, তাহারা পরার্থ সর্ব্বস্ব এই তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই তাহাদের প্রকৃতি। তাহারা যেরূপ অপ্রাকৃতিক অবস্থায় রক্ষিত, তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রকৃতির বিকৃতি হয় এবং ছদ্মভাব ধারণ করে। কেহই নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারেন না যে যদি নারী-প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ দিকে গমন করিতে পাইত, মানব সমাজের অবস্থার আবশ্যকতা ব্যতীত যদি কোন কৃত্রিম বল তাহাতে যুক্ত না হইত অথবা নর নারী উভয়েই সমভাবে ভাবে রক্ষিত হইত, তাহা হইলেও নারীর চরিত্র ও ক্ষমতায় পুরুষের সহিত তুলনায় বাস্তবিক কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত। এখন যে যৎ-সামান্য বৈভিন্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল তাহাদের অবস্থা বৈগুণ্যের ফল, উহা প্রাকৃতিক ক্ষমতার বিভিন্নতা নহে। আমরা

নারী চরিত্র সম্বন্ধে যতদূর জানি তাহাতে ইহা বলা যাইতে পারে, যে নারী জাতির মানসিক ক্ষমতার গতি ব্যবহারিক বিষয়ের দিকে। ইহা অতীত ও বর্ত্তমান সময়ে নারীতিহাসে সুদৃঢ় প্রথিত। সামান্য দৈনিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ও বিলক্ষণরূপে জানিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রী প্রঃ—

অসুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মীর বিলাপ।

১

এস, সুর বাসি, প্রাণের সোদর !
এস প্রাণ ভরে করি আলিঙ্গন !
এস ভাই ! এস এক প্রাণে মিলি,-
এক দুঃখে করি অশ্রু বিসর্জ্জন !

২

এক সুখে ভাসি এক মুখে হাসি
এক বাক্যে সব প্রকাশি বেদনা,
এক মর্ম্মে গলি এক প্রেমে চলি
এক মন্ত্রে হই, দীক্ষিত সাধনা—

৩

এক প্রতিজ্ঞায় ; একই উদ্দেশে
একের উদ্বেগে অপরে বিকল,

একের কারণে সহস্র পরাণে
সাধিব প্রতিজ্ঞা সাধিব মঙ্গল!

৪

এস ভাই! এস এক মদে মাতি
এক পথে সবে করি বিচরণ;
এক উৎসাহেতে হই উৎসাহিত,
এক বাক্যে করি প্রতিজ্ঞা সাধন।

৫

এক বলে বলী এক দম্ভে চলি,
এক হুহুঙ্কারে হুঙ্কারি সকলে,
এক পরিণাম এক পথে গতি,
এক পরকাল নিয়তি শৃঙ্খলে—

৬

শৃঙ্খলিত নিত্য, এক পরমাণু
এক রক্তে মাংস এক বীর্য্যে বল,
একই সঙ্কল্প সাধিব সাধিব,
গাইব গাইব বিজয় মঙ্গল।

৭

লভিব লভিব বাঞ্ছা কল্প ফল,
উপাড়ি সুমেরু ভাসাব সাগরে,
বজ্র বৃষ্টি শিলা বাত উল্কা পিণ্ড,
বক্ষস্থল পাতি সব অকাতরে।

৮

এস ভাই! দেখ অন্তর্ভেদী দৃষ্টে
মরমে মরমে জ্বলে কি দহন?
দেখ ভাই! দেখ হৃদয় ভিতরে
অনলের কালি পড়েছে ক্যামন?

৯।

এস ভাই! মথি অদৃষ্ট সাগর
উঠিবে উঠিবে অমৃত আধার;
এস, সুধা পানে হইয়া অমর
জয় জয় শব্দে কাঁপাই সংসার!

১০

সাগরে গরল উঠিতেও পারে,
উঠুক গরল ভয় কি তাহাতে?
দেবের অমৃত দেবতারা পাবে
অসুরের ভক্ষ্য লবে অসুরেতে

১১

বাঁটিব অমৃত নিজ হস্তে, আমি,
এক বিন্দু নাহি হবে অপচয়;
অসুরে অর্পিব গরলের ভাণ্ড
কৌশলে নাশিব দৈত্য সমুদয়।

১২

এই পাগলিনী এলাইয়া বেণী

বসিল শ্মশানে শব সাধনায়,
যা করে করালী যা করে মা কালী,
সাধিব মঙ্গল স্থির প্রতিজ্ঞায় !

১৩

যত দিন এই অদৃষ্ট জলধী
লঙ্ঘিতে না পারি ততদিন আর
ফিরিবনা গৃহে বাঁধিবনা কেশ ;
আহার বিহার বিলাস ব্যভার—

১৪

করি পরিহার রহিব শ্মশানে !
সন্ন্যাসিনী বেশে সাধিব সাধনা,
ত্যজিয়া বসন পরিব বল্কল
মাখিব বিভূতি করিছি বাসনা !

১৫

ত্রিশুল সম্বল সহায় শ্মশানে !
নিশা দ্বি-প্রহরে ঘোর অন্ধকারে !
মহা ঘোরে মাতি গম্ভীরে গাইব
হেরিব সুনীল নিরদ অম্বরে,-

১৬

নিরদ বরণী আলুয়িত বেণী
উলঙ্গী অধরে হাসি বিকশিত

স্থির, শান্তি-মাখা সদা নন্দময়ী
স্থির সৌদামিনী (সুধাংশুজড়িত।,,)

১৭

নীলাব্জ বদনে সুধার আঘ্রাণে
প্রমত্ত ভ্রমর ভ্রমরি ঝঙ্কারে !
মুক্ত মেঘ কেশী শান্তি ময়ী শ্যামা
বরাভয় দিয়া তুষিবে আমারে !,,

১৮

উঠ ভাই ! বুক বান্ধ ধৈর্য্যগুণে
আশ্বাসে শীতল হইয়া সকলে !
এক দুঃখে গলি করে গলাগলি
এস ভাই ! সবে কান্দি প্রাণ খুলি ?

১৯

ত্যজ আত্মপর বিদ্বেষ মূঢ়তা
ত্যজ অভিমান ভীরুতা আলস্য
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করি ফেল
কারা মুক্ত হও ত্যজিয়া ঔদাস্য !

২০

এস কার্য্য ক্ষেত্রে হই অবতীর্ণ
সত্য ক্ষেত্রে বুনি বিবেকের বীজ
সাহস সলিল সিঞ্চি অবিরাম
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম করি সজীবিত !

২১

দেবের সন্তান দেবতা আমরা
আমাদের তুল্য আছে কে সংসারে ?
আমাদের সঙ্গে সমকক্ষতায়
জিনেছে কে কবে ভুবন ভিতরে ?

২২

এত কোটী দেবে একে একে যদি
খসায়ে সুমেরু প্রস্তর কেবল
সাগরেতে ফেলি, হবে সমভূমি
সুমেরুর শৃঙ্গ সাগরের জল !

২৩

আকাশের তারা একে একে যদি
গণি সকলেতে, কুলায় কি তবে ?
সাগরের জল এক এক গণ্ডুস
পান করি যদি, সাগর শুকাবে !

২৪

প্রত্যেকে যদ্যপি দীর্ঘ মরু ক্ষেত্রে
তুলি মুষ্টি মুষ্টি বালুকা, তাহলে
মরুভূমি হয় গভীর নিখাত !
প্রত্যেকের বিন্দু বিন্দু অশ্রু জলে

২৫

পূর্ণ হ'য়ে যায় সিন্ধু গোদাবরী !

প্রত্যেকের দীর্ঘ নিশ্বাসে নিশ্বাসে
প্রলয়ের ঝড় সৃষ্টি হয়ে, সিন্ধু
সুমেরু, মেদিনী কাঁপয়ে সন্ত্রাসে।

২৬

উঠ ভাই! চক্ষু মেল প্রিয়তম!
কতকাল রবে মোহ নিদ্রাগত?
কতকাল হৃদে পুষিবে বৃশ্চিক?
কতকাল বিষে রবে জর্জ্জরিত?

২৭

কতকাল বক্ষে লুকাবে অনল?
কতকালে হবে অমৃত উদ্ধার?
কতকালে সবে হবে সঞ্জীবিত?
কতকালে নিদ্রা ভাঙ্গিবে তোমার?

২৮

কতকালে চক্ষু পাবে দৃষ্টি শক্তি?
কতকালে শ্রুতি হবে সচেতন?
কতকালে নিজ অস্তিত্ব বুঝিয়া
জাতীয় উৎসাহে ঢালিবে জীবন?

২৯

কতকালে আর মানস আকাশে
রবে চন্দ্রসূর্য্য তিমিরে মণ্ডিত?
কতকালে রাহু চণ্ডাল নির্ম্মম

দেব বজ্রাঘাতে হইবে দণ্ডিত ?

৬০

কতকাল হিংসা বিদ্বেষ রাক্ষসী-
করিবে আপন প্রভুত্ব বিস্তার ?
কতকাল আর আলস্য জড়িমা
জড়িত থাকিবে জীবন তোমার ?

৬১

কেবা অসুর আছে বা সংসারে ?
কি করিতে পারে দানবে দেবের ?
আত্ম বিস্মৃতিতে আচ্ছন্না দেবতা,
তাই এদুর্দ্দশা ভাই ! আমাদের !

৬২

এক মাতৃ গর্ভে জনমিয়া সবে
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হইয়াছ ?
সোদরে সোদরে নাহিক সম্প্রীতি !
হিংসি পরস্পরে অধঃপাতে গেছ !

৬৩

এক রক্তে জন্ম এক বীর্য্যে তনু
এক উদ্দেশেতে জন্মেছি সকলে।
এক অদৃষ্টেতে আদৃষ্ট হইয়া
অন্ধ পথে গিয়া ডুবিলে ? ডুবালে ?

৩৪

ছি ছি দেব! মনে হয় নাকি ঘৃণা

ভুলি ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া আপনা!

স্বর্গবাসী হয়ে ডুবিছ নরকে?

সহিছ দৈত্যের নিষ্ঠুর তাড়ন?

৩৫

দেখ দেখি স্মরি পূর্ব্বের কাহিনী

কি ছিলে কি হলে কি হ'বে কালেতে?

গোটা কত দৈত্য কেড়ে নিল স্বর্গ

সুরের ঔরস সংসার থাকিতে?

৩৬

এক বিন্দু রক্ত থাকিতে হৃদয়ে

কে পারে দেখিতে হেন অত্যাচার?

ধিক্ ধিক্ দেব! ধিক্ সুর বংশে!

জানি না কি ইচ্ছা ইথে বিধাতার।

৩৭

জানি না এরূপে কত কাল রবে?

হক্ স্বর্গপুরী হক্ রসাতল!

যাক্ বিশ্ব হতে দেব নাম ধুয়ে

চাহি না চাহি না চাহি না মঙ্গল!

৩৮

ছি! ছি! একি কথা? এই কি নিয়তি?

স্বর্গের শাসন অসুরের করে ?
বৈজয়ন্ত ধামে অসুরে বিহারে
দেবতারা বন্দী দৈত্য কারাগারে ?

৩৯

ছি ! ছি ! রে বিধাতা ! তোমার লিপির
এত বিচিত্রতা ? এত বিড়ম্বনা ?
রাজত্ব ত্যজিয়া দাসত্ব তথাপি !
পাপাত্মা দৈত্যের আশা মিটিল না ?

৪০

আর কি বলিব ? বলিতে কি আছে
বলে বলে কণ্ঠ হয়েছে বিফল !
দীর্ঘ নিশ্বাসেতে শুকায়েছে বক্ষ
কেঁদে কেঁদে আর চক্ষে নাই জল !

হৃদয় উচ্ছাস কাব্য

অবতরণিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪১

হে জ্ঞানলোক অধিশ্বরী দেবী-
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ প্রদায়িনী-

সৃষ্টি প্রাণ ময়ী-সর্ব্বার্থ সাধিকে
সাহিত্য দর্শন শাস্ত্র প্রসবিনী।

৪২

জ্ঞানের জননী জ্ঞানানন্দ ময়ী
বাঙ্ময়ী বরদে ; সঙ্গীতে রাগিণী
দর্শনের চিন্তা বিজ্ঞানে ধীশক্তি
নির্ব্বাণের পথে আলোক রূপিণী।

৪৩

কবিতার প্রাণ ভাব উদ্বোধিনী
কল্পনা সুরুচি শব্দ তাল লয়,
দর্শনের আত্মা অনন্ত ধারণা
অনুমান, অনুমেয় মনোময়

৪৪

মীমাংসা, বিতর্ক, আত্ম নির্ভরশা,
অন্ত জগতের অর্চ্চনা সমাধি,
সকলের সব, সকলের প্রাণ,
চৈতন্য, চরমে গতি মুক্তি বিধি—

৪৫

বিধাত্রী ; বিশ্বাস সর্ব্ব প্রকৃতিতে,
সর্ব্ব ঘটে পটে প্রীতি প্রদায়িত্রী,
শান্তিদা জ্ঞানদা জ্যোতির্ম্ময়ী শুভে !
নিত্য তত্ত্ব মসি জগজ্জন ধাত্রী,—

৪৬

বেদ তন্ত্র শ্রুতি পুরাণ প্রভৃতি,
সকলের তুমি জীবনে জীবনী,
নিরখে যা নেত্র বলে যা রসনা,
হৃদয়ে যা ভাবে শ্রবণে যা শুনি,—

৪৭

সমস্ত তন্ময়। মাতর্ভগবতি।
তোমার মহিমা জীবন্ত জগতে
তুমি বিশ্বময়ী বিশ্ব সুখকরী,
গুরোর্জ্ঞান গুরু; অনন্ত তোমাতে,—

৪৮

রয়েছে নিহিত, অনন্ত অসীম
নভঃ তব দিব্য রাজ সিংহাসন,
স্থাবর জঙ্গম ভৌতিক যা কিছু,
সকলের তুমি জীবনে জীবন।

৪৯

তোমার রাজত্বে করে যে বসতি
সে কি চাহে নর সংসারের রাজ্য?
লৌকিক সম্মান লৌকিক সম্পদ
ধন অর্থ রাশি করে সে কি গ্রাহ্য?

৫০

সে কি গণে স্বার্থ ক্ষতি লাভ আদি।

সে কি মিশে লোক সংসারের সনে?
সে কি গণে রাজ্য রাজাধি রাজেরে?
সে কি দগ্ধ হয় দুঃখের আগুনে?

৫১

রাজা কোন্ ছার, রাজ্য কোন্ তুচ্ছ?
কালের ভ্রূক্ষেপ করেনা সে জন,
লোকে যারে মানে, মানে না সে তারে
উন্মুক্ত হৃদয় উন্মুক্ত জীবন—

৫২

সদা; তার চক্ষে মুক্ত বিশ্বধাম
নাহিক বন্ধন নাহি পৃষ্ঠ টান
মায়া মোহ জয়ী সদানন্দ শিব
অন্তরে বাহিরে শান্তি, সমজ্ঞান,—

৫৩

বিশ্ব চরাচরে; মন প্রাণ তার
মার্জ্জিত দর্পন সম স্বচ্ছ ময়,
অনন্ত প্রসর আকাশের মত,
তাহাতে বিম্বিত বিশ্ব সমুদয়।

৫৪

জ্ঞানে গদ্‌গদ জ্ঞান মাত্র জ্ঞান,
জ্ঞান গত প্রাণ মন সমুদয়,

সদা শান্তি সুখ অমৃত পানেতে
বিবেকের ভোরে বিশ্ব প্রাণ মন!

৫৫

সংসারের ক্ষুদ্র আমোদ প্রমোদ,
বিলাস বিশ্রাম কর্ম্ম কাণ্ড যত
বুঝে কি সে তাহা? জানেকি পারিতে?
মানে সে কি তাহা যে সব লোকতঃ?

৫৬

যে সকল বিধি লোকেতে আচরে
সে তাহা কদাপি করে না পালন
যে সুখে দুঃখেতে হাসে কাঁদে লোক
সে তাহে হাসে না কাঁদে না কখন।

৫৭

সে যে সুখে ভাসে সে যে সুখে হাসে
সে যে দুঃখে করে অশ্রু বরিষণ
তার সুখ দুঃখ সংসারের প্রাণী
বুঝিতে পারে না; বিষয়ী যে জন—

৫৮

বিষয় বাসনা বিষ কণ্ডুয়নে
সতত বিব্রত, কৃমির কামড়ে
কুষ্ঠগ্রস্থ রোগী বিব্রত যেমতি
সেই মত জীব ভুগিছে সংসারে!

৫৯

সম্রাট্ ভিক্ষুক কিবা মধ্যবিত্ত
কিবা ধনী মানী সম্ভ্রান্ত সকলে
সংসার নরকে কৃমির দংশনে
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে, পড়িয়া অকুলে—

৬০

ভেসে যায় হয়ে বল বুদ্ধি হীন
কভু ডুবে কভু উঠে মাথা নেড়ে,
বিবেকের ভেলা ধরে উঠে কেহ
কেহ পড়ে রয় অকুল পাথারে!

৬১

হেন দুস্থ জীব কিরূপে বুঝিবে
জ্ঞান রাজ্য বাসী, সংসারের কথা?
কি রূপে বুঝিবে হাসি কান্না তার?
কিরূপে বুঝিবে বিবেক বারতা?

৬২

মাতর্ভগবতি! বিনা পাণি দেখি!
কি গুণে সন্তানে লয়েছ কোলেতে?
কি গুণে করুণা করিলে অধমে?
মা তব মহিমা কে পারে বলিতে?

৬৩

কারে কর দয়া কারে কর কোলে?

কারে ভাব প্রিয়? কখন কি থাক?
কাহারে অভয় কারে বিভীষিকা
কারে শত্রু কারে পুত্র বলে ডাক?

৬৪

মা মোরে কি গুণে করিলে উদ্ধার?
হাঁ মা! আমি যে গো কিছুই জানি না
অপ্রাপ্ত ব্যভার দুগ্ধ পোষ্য শিশু
করিনাই কভু তব উপাসনা।

৬৫

খেলার বয়স খেলা ধূলা করি-
বেড়াতাম পথে বালকের সনে,
অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলাম,
জ্ঞানের আলোক আছে কেতা জানে?

৬৬

পথে পড়ে পেনু পরশ পাথর
স্পর্শে-স্পর্শে লৌহ হইল কাঞ্চন
দেখিনু হৃদয়ে লুকান অনল
সহসা উজ্বল হইল ভুবন।

৬৭

অন্ধকার গৃহে জ্বলিল মাণিক
ভাতিল হৃদয়,-বিশ্ব চরাচর

দেখিনু তাহাতে; মজিলাম সেই
সকল প্রকৃতি দেখিনু সুন্দর।

৬৮

মাতর্ভগবতি! তোমার কৃপায়
অন্ধকারে আমি পেয়েছি রতন
দেখ মা রেখ মা পাদপদ্মে যেন
না হারাই কভু এ অমূল্য ধন!

৬৯

মাতর্ভগবতি! বিশ্বসুখ ময়ি!
তোমার মহিমা কে পারে গাইতে?
দস্যু রত্নাকর মূঢ় কালীদাস
তোমার কৃপায় দেবতা জগতে!

৭০

হাঁ মা! কি কারণে এত কৃপা মোরে?
এত কৃপা পাত্র কিসে হইলাম?
শিক্ষা দীক্ষা মোর কিছুই ত নাই
কি গুণে তোমার ক্রোড়ে উঠিলাম?

৭১

তোমার কৃপায় কি না হতে পারে?
জীবে উদ্ধারিতে কে আছে এমন?
তোমার কৃপায় অমৃত সিঞ্চনে
পল্লবিত হয় দাবদগ্ধ বন।

৭২

"তোমার কৃপায় শুষ্ক লতিকায়
ধরে ফুল ফল, ঘোর মরুভূমে
সুধা প্রবাহিনী হয় প্রবাহিত ;
হয় মধুরাশি অমধু কুসুমে।

৭৩

তোমার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়
মুকে কথা কয় পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি
বধির যে জন পায় সে শ্রবণ
মূষিক মার্জ্জার মৃগেন্দ্র কেশরী।—

৭৪

গৃহে কি অরণ্যে বিদেশে প্রবাসে
তব প্রিয় পুত্র যেখানেতে রয়
সেই স্থান স্বর্গ সুখ শান্তি রাজ্য
সেই স্থান তার সুখের আলয়।

৭৫

সাগরে ভূধরে আকাশে পাতালে
কল্পনা বিমানে করে বিচরণ,
প্রেমের পুলকে ভাসে সুধাস্রোতে
উন্মত্ত হৃদয় উন্মত্ত জীবন;

৭৬

সুধার পাথারে সতত সন্তরে

সতত আপন ভাবেতে বিহ্বল,
সতত আপন প্রাণময় গীতে
স্তম্ভিত করিয়া তুলে ত্রিভুবন।

৭৭

শান্তিপূর্ণ হৃদি, সুখপূর্ণ প্রাণ
সঙ্কল্প উৎসাহ প্রতিজ্ঞা প্রবল
প্রেমে ঢল ঢল দৃষ্টি সুগভীর
বাক্য আশাপূর্ণ গম্ভীর শীতল।

৭৮

নির্ভীক নিশ্চল প্রেমপূর্ণ হৃদে
ছোট বড় সবে করে আলিঙ্গন,
একসম প্রাণে তোষে সর্ব্বজনে
সকলের স্নেহে বিক্রীত জীবন।

৭৯

সকলের তরে করে অশ্রুপাত
সকলের সুখে সম অংশভাগী
সকলেই ভাবে প্রাণের সোদর
কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সংসার বিরাগী।

৮০

মাতর্ভগবতি! অধম সন্তানে
বর্ণিত এ গুণ কিছুমাত্র নাই

বালকের মতি নাহিক সঙ্গতি
আসে যা মনেতে তাইমাত্র গাই।

৮১

ক্ষেমঙ্করি! ক্ষমা কর নিজ গুণে
বল মা কি আজ্ঞা সাধিবে সন্তান?
অন্ধ অশিক্ষিত দুর্ব্বল শিশুর
তব স্নেহ-ঋণে বদ্ধ মনঃ প্রাণ।

মেঘ।

ঐ যে তুলা রাশিবৎ শুভ্র জলদমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে, অনিলপ্রবাহের উপর শরীর পাতিয়া ক্রীড়াশীল জীবজন্তুর ন্যায় অন্তরিক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, কখন পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিবিড় তমস মালায় জল স্থল পর্ব্বত কানন প্রভৃতি সকল আবৃত করিতেছে, আবার নিমিষ মধ্যে পবন বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উহারা কি? কি ধাতুতেই বা নির্ম্মিত কি নিমিত্তই বা অহর্নিশি এই প্রাণি সমাগম শূন্য অনন্ত শূন্য মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, আমরা নিম্নে যথা শক্তি এই প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা করিলাম।

আমরা প্রত্যহ যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ সূর্য্য কর্তৃক প্রবর্ত্তিত। সূর্য্যই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের দ্বারা পৃথিবী কতক অংশে পরিচালিত হয় সত্য, কিন্তু সূর্য্যের সহিত তুলনায় তাহা অতি সামান্য। সূর্য্য জগতের প্রাণ স্বরূপ। কি চেতন কি অচেতন—সূর্য্য না থাকিলে কোন পদার্থই জীবন ধারণ করিতে

পারিত না। আপাত-দৃষ্টিতে কি প্রকারে সূর্য্য, জগতের এই হিত সাধন করিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সকলেই জানেন, একটী পাত্র জলপূর্ণ করিয়া সূর্য্য কিরণে রাখিয়া দিলে, সেই জল ক্রমশঃ উষ্ণতা লাভ করে এবং পরিমাণেও কমিতে থাকে। কিরণ অত্যন্ত প্রখর হইলে অল্পক্ষণেই সমস্ত জল শুকাইয়া যায়। সেই জল শুখাইয়া কোথায় যায়? জল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হয়; উষ্ণতা নিবন্ধন সেই বাষ্প তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা লঘু-সুতরাং সহজে উপরে উত্থিত হইতে থাকে। আবার উপরে উঠিতে২ সেই বাষ্প, অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুর সহযোগে ক্রমশঃ শীতল হয় ও গুরুত্ব লাভ করে এবং পরিশেষে পার্শ্বস্থিত বায়ু-স্তরের সহিত সমভার হইয়া তাহার সহিত মিশিয়া যায়। এই রূপে সকল স্থলেই জলীয় বাষ্প অদৃশ্য-ভাবে বায়ুর সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে। যে স্থলে অধিক জল সে স্থানে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। আবার যে স্থানে জল নাই সেস্থানে অতি অল্প পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে, ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা সাগর বক্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়। সুতরাং সাগরের উপরস্থ বায়ু পৃথিবীর উপরস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করে। এই বাষ্পরাশী বায়ু কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। এবং সাগর সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আসিতেছে। এইরূপ বাষ্পময় উষ্ণ বায়ু প্রবাহ, উপর কোন শীতল বায়ু প্রবাহের সংশ্রবে আসিলে, তখনি মেঘের উৎপত্তি হয়। শৈত্যজন্য বাষ্পক্রমে সূক্ষ্ম২ জলকণায় পরিণত হইয়া যায় এবং দেখিতে দেখিতে নানাবিধ বিচিত্র আকৃতি ধারণ করিয়া নভোমণ্ডল ঝাঁপিয়া ফেলে।

বাষ্প কি প্রকারে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

একটী কাচের গ্লাস জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে এক খণ্ড বরফ নিক্ষেপ করিলে, কিঞ্চিত পরেই গ্লাসের গায় ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণা পরিদৃষ্ট হয়। ঐ জল কোথা হইতে আসিল? অনেকে মনে করিবেন, বরফের এমন কোন সঞ্চালনী শক্তি আছে যাহার প্রভাবে সে অনায়াসে কাচের অঙ্গ ভেদ করিয়া বাহিরে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তাহা নয়। প্রকৃত কারণ এই:—বরফের সংযোগে কাচ অত্যন্ত শীতল হয়। শৈত্যজন্য তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বাষ্প জমিয়া যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কনা রূপে গ্লাসের গায় সংলগ্ন হয়।

বায়ু কি পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ তাহা সকল সময়ে ঠিক থাকে না। অবস্থা ভেদে দণ্ডে ২ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ফলে, তাপের উপরই এই ন্যূনাধিক্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকেরা একটী যন্ত্র দ্বারা (Hygrometer) বাষ্প পরিমাণ নিরূপিত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বুঝাগেল, মেঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকনার সমষ্ঠি মাত্র। সাগর বক্ষে প্লবমান ফেন রাশীর ন্যায় বায়ু প্রবাহে ভাসিতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক্ হাউয়ার্ড সাহেব মেঘ সমুদায় চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। যথা (১) অলক (২) স্তুপ (৩) স্তর (৪) বর্ষপ্রদ। উপরি উক্ত তিন জাতীয় মেঘের মিশ্রণে আর তিন প্রকার সঙ্কর মেঘের উৎপত্তি হয়। তাহারা যথা ক্রমে অলক-স্তুপ,* অলকস্তর + ও স্তুপস্তর ‡ শব্দে অভিহিত হইয়া

•(১) Cirrus (২) cumulus (৩) Stratus
(৪) Nimbus or Rain cloud.
* Cirro cumulus × Cirro Stratus
‡ cumulus Stratus.

থাকে। এতদ্ব্যতীত বর্ষপ্রদ নামক আর এক শ্রেণীর মেঘ দৃষ্ট হয় বৃষ্টির পূর্ব্বে যে নিবিড় ধূসর কায় মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করে-তাহাকে বর্ষপ্রদ বলে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মেঘ একক সংমিলিত হইয়া, ঘনীভূত হইলেই এই মেঘের জন্ম হয়। আমরা এক্ষণে উল্লিখিত মেঘ সমূহের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিব।

অলক-এই মেঘ পৃথিবী হইতে সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে দেখা যায়। ইহার আকৃতি অলক অথবা চূর্ণকুন্তল সদৃশ। সচরাচর বর্ষাকালে ইহা কুঞ্চিত কেশজালের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই মেঘ সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম তুষার কনিকার সমবায়ে উৎপন্ন হয়। ইহার বর্ণ অমল শুভ্র, সুতরাং আকাশের নিলিম গাত্রে অতি বিচিত্র শোভা সম্পাদন করে। কখন কখন এই মেঘের মধ্যে হইতে প্রচণ্ড জ্যোতিষ্মাণ্ কিরণ বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়। উহা দেখিতে অতি সুন্দর, হটাৎ দেখিলে সূর্য্য বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা পৃথিবী হইতে অন্যূন ৩ মাইল ঊর্দ্ধে আবির্ভূত হয়; কিন্তু সময় বিশেষে তদপেক্ষা আরও ঊর্দ্ধে লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় অলক মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। নিদাঘকালে এই মেঘ অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্য কর্ত্তৃক বিবিধ রাগ রঞ্জিত হইয়া, অতি মনোহর ও রমণীয় আকৃতি ধারণ করে। অলক-মেঘ প্রায়ই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায়। কখন কখন এইরূপ দুইটী শ্রেণী পরস্পরের বিপরীত দিকে বিস্তৃত থাকে। স্তূপ মেঘের সহিত মিশ্রিত হইলে, ইহা অলক-স্তূপাকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যখন অলক মেঘ অত্যন্ত সান্দ্রতা লাভ করে এবং শ্রেণী বদ্ধাকারে নভোমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়, তখন ইহাকে অলকস্তর বলে। ইহা কার্পাস রাশির ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। উপরিভাগ প্রায়ই গোলাকার স্তূপ আকৃতি ও প্রকৃ-

ত্তিতে এই মেঘ পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয় মেঘ হইতে অনেক বিভিন্ন। ইহা পৃথিবীর অতি সন্নিকটে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যত বেলা বৃদ্ধি হয়, ততই ক্রমে ক্রমে উপরে উত্থিত হয়। সূর্য্যোদয়ের পর, বেলা ৭। ৮ ঘটিকার সময় এই মেঘ দলবদ্ধ হইয়া আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে দেখা যায়। সূর্য্যের উত্তাপ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ইহারা ততই নিবিড়তা লাভ করে এবং সংখ্যায় ও বাড়িতে থাকে। এইরূপ সমস্ত দিবস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আকাশে লীন হইয়া যায়। পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া, ইহার উৎপত্তি ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, হৃদয় আনন্দ ও কুতুহলে যুগপৎ আপ্লুত হইয়া যায়। অলক্ষ মেঘের ন্যায় স্তূপমেঘ ও প্রায় স্তরাকৃতি প্রাপ্ত হয়।

বর্ষপ্রদ। প্রকৃত বর্ষপ্রদ মেঘ পৃথিবী হইতে অধিক উচ্চে দেখা যায় না। ত্রি সহস্র কিম্বা চতুঃ সহস্র হস্তই ইহার চরম সীমা। পৃথিবীর সান্নিধ্য বশতঃ ইহা অপরাপর মেঘ অপেক্ষা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এই জন্যই ইহারা পবন কর্ত্তৃক একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হইলে অনায়াসে দেখা যায়। এবং গিরিশিখরের ন্যায় ইহাদের উপরিভাগের নিম্নোচ্চতা লক্ষ্য হইয়া থাকে।

আপাত-দৃষ্টিতে জলদ-সমূহ-অনিল বেগে ব্যস্ত, বিপর্য্যস্ত, ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা প্রবল-প্রবাহের অংশমাত্র; যেখানে শৈত্য অধিক-সেই খানে চক্ষের গোচরে আইসে-কিন্তু কোন উষ্ণ-প্রদেশে জন্মাইলেই, অমনি পুনর্ব্বার আপনাদের স্বাভাবিক, অলক্ষ্য ও বাষ্পাকার প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর উপরে যেদিক হইতে বায়ু চলুক না কেন, মেঘের গতি তাহাদ্বারা অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে যে দিকে বায়ু বহে-তাহার ঠিক বিপরীত দিকে

মেঘের গতি দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্ন-গতি-বিশিষ্ট হইলে, মেঘের আকৃতি অত্যন্ত বিচিত্রতা লাভ করে এবং মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হয়। আবার কখন কখন এই মেঘের উপর-শুভ্রকায় বহুদূর ব্যাপ্ত অলকস্তর দেখা যায়। এতদ্ ব্যতিত আকাশের স্থানে স্থানে অলক, স্তূপ, স্তর প্রভৃতি বিমিশ্রিত নানা জাতীয় মেঘ প্রকাশ পায়। এরূপ ঘটিলে ঝটিকা কিম্বা বৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত হয়। ইহা পৃথিবী হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে, ভিন্ন ভিন্ন গতি-বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহের অস্তিত্ব এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে।

মেঘের আকৃতি যেমন পরিবর্ত্তনশীল উহার বর্ণও অবিকল তদনুরূপ। দিবসের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ঐ বিভিন্নতা সূর্য্য রশ্মীর বিচ্ছেদ বশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। নিউটন, উলাস্টন, নাইম প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সকোন কাচ ফলকের* সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহা ৭ টী পৃথক বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ ৭ টী বর্ণের সংযোগে সূর্য্যরশ্মীর স্বাভাবিক শুভ্রতা উৎপাদিত হয়। জলকনার মধ্যদিয়া গমন কালে রশ্মি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি বর্ণ বক্র ভাবে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং রশ্মির অবশিষ্টাংশ যে বর্ণের হয়, মেঘের ও সেইবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্রী মোঃ—

জোসে কাইন।

প্রেম দুই প্রকার। পার্থিব ও স্বর্গীয়। পার্থিব প্রেম স্বর্গীয় প্রেমের বিকৃতি মাত্র। ভক্তি দয়া, মায়া, বাৎসল্যাদি উহার

* Prism.

অঙ্গ। " সে আমাকে বড় ভাল বাসে ,, ইত্যাদি যাহা প্রতি-নিয়তই আমাদের কর্ণগোচর হয়, উহা সেই পার্থিব প্রেম, উহা বাস্তবিক প্রেম নহে। এ প্রেম স্বার্থপরতায় কলুষিত, যে প্রেমে বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতার ছায়া আছে, তাহাকে কখন প্রেম বলিব না। এ প্রেম তড়াগের জল, এই আছে, এই নাই; সূর্য্যের প্রচণ্ডতাপে শুষ্ক হইয়া যায়, আবার অপরিমিত বারিবর্ষণ না হইলে পরিপূর্ণ হয় না। উহা কর্দ্দম ময় ও পঙ্কিল, তবে উহাতে সমাজের উপকার হয় বলিয়া সামাজিক ব্যক্তি ব্যূহের নিকট কথঞ্চিৎ আদরণীয়; কিন্তু যথার্থ প্রেমিকের নিকট নহে, তিনি উহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। স্বর্গীয় প্রেম বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহা মহাদেব সমুৎপন্ন; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বহুকাল হইতে সঞ্চিৎ হইয়া একেবারে উচ্ছসিত হইয়া উঠে, দৃক্‌পাত শূন্য হইয়া কত দেশ কত গ্রাম উর্ব্বরা করিয়া, অনন্ত আবর্ত্তরাশি হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া কলকলনাদে সমুদ্রে গিয়া বিলীন হয়। যথার্থ প্রেমিকের হৃদয়ে অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ আবার অনন্ত অতৃপ্তি। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বজীবময়,— কেবল প্রণয়ী বা প্রণয়িনীতে আবদ্ধ থাকে না। তিনি স্বার্থপরতার লেশ মাত্র ও জানেন না; তিনি পরার্থ সর্ব্বস্ব, তাঁহাতে আত্ম বিস্মৃতি চির বিরাজমানা; তাঁহার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়ের আবিলতা নাই, তিনি কাম, ভোগ, স্পৃহাশূন্য; তিনি নিরিন্দ্রিয়, যোগী ও উদাসীন। সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার আপনার, তিনি আপনা ভুলিয়া আপনার সুখ, দুঃখ, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পরের হস্তে তুলিয়া দিয়া, পরের সুখে হাসিতে হাসিতে, পরের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে সাগর জল বিম্ববৎ অদৃশ্যভাবে চলিয়া যান। এরূপ প্রেমিক জগতে অতি বিরল। সকলেই স্বার্থপরতাময় পার্থিব প্রেমে সমাচ্ছন্ন। মনুষ্য প্রেম ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, প্রেম মনুষ্যের

প্রাণ প্রেম হীন মনুষ্যমনুষ্যই নহে, এইসংসার বা সিংহ শ্বাপদসমাকুল বন ভূমিত তাঁহার আবাস যোগ্য নহে। সকল মনুষ্যের হৃদয়েই প্রেম অলক্ষিতভাবে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রেমময়ী রমণীর সহচর্য্যে ও প্রেম উহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কেহবা সংসার কুহকে মুগ্ধ হইয়া প্রেমকে উপেক্ষা করে, সংসারের স্বার্থপরতা শিক্ষা করিয়, ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া অবশেষে এক হৃদয় শূন্য পশুভাব ধারণ করে। কেহবা সংসারকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র প্রেমেরই আশ্রয় লয়; অল্পে অল্পে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, হৃদয় প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়া তাহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলে, ক্রমে উহা প্রশস্তভাব ধারণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন একজন, দুইজন, বা সহস্র জনকে হৃদয়াভ্যন্তরে পোষিয়াও অতৃপ্তি হয় না,—তখন সে হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তি তখন সে হৃদয় প্রেমে উন্মত্ত। প্রেমে উন্মত্ত হইতে না পারিলে সুখ হয় না, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে ক্ষমতা হয় না। প্রেমময়ী রমণীই এই সমস্তের অভ্যন্তরীণ মূল। রমণী হইতেই আমরা প্রেম শিক্ষা করি, রমণীই আমাদিগকে প্রেমের নিকট পরাভব স্বীকার করায়। শুষ্ক হৃদয় সন্ন্যাসী হইতে কঠিন চেতা দস্যুরাজ কনরাড্ (Conrad) * বীরবর নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত সকলকেই প্রেমের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে রমণী মহাবীর নেপোলিয়নকে প্রেমানুরক্ত করিয়াছিলেন আজি সেই জোসেফাইনের (Josephine) বৃত্তান্ত পাঠক পাঠিকা সমক্ষে বিবৃত করিব।

জোসেফ গ্যাস্ পার্ড টাস্‌কার ডি লা পেজিরির (Joseph Gaspard de la Pagerie) ঔরসে রোজ্ ক্লেয়ার ডেস্ ভার্জিস্ ডি স্যানয়ের (Rose claire des Verges de Sanois) গর্ভে

* বায়রণের করসেয়ার (corsair) কাব্য দেখ।

•১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন দিবসে মার্টিনিক্ (Martinique) দ্বীপে ※ জোসে ফাইনের জন্ম হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই ইনি ঐ দ্বীপ ত্যাগ করিয়া মার্কুইস্ ডি বোহার্ণের গৃহ পরিচারিকা রেলডিন্ নাম্নী ইঁহার কোন এক আত্মীয়ার তত্ত্বাধীনে কিছু কালের জন্য প্যারিস নগরে গিয়ে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে জোসে ফাইন, সুদীর্ঘ সুন্দরাকৃতি, ক্ষুদ্র চরণা,-কিন্তু আবার সরলা, লজ্জাবতী, এবং মধুর সৌম্যপ্রকৃতি ছিলেন।

মার্কুইস্ বোহার্ণের দ্বিতীয় পুত্র আলেক জাণ্ডার বোহার্ণে সহসা ক্রিয়োল যুবতী জোসে ফাইনের প্রতি আসক্ত হইলেন। জোসে ফাইনও তাঁহার যুবক প্রণয়ীর সুমধুর বাক্য ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে নয়সি লি গ্রাণ্ড (Noi-yle Grand) নামক স্থানে পরস্পর উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। নবপরিণীতা জোসেফাইন ফরাসী রাজ্ঞী হতভাগিনী মেরি আণ্টোনিটির (Marie Antoinette) সখী সমাজে পরিচিতা হইয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রসিকতা গুণে অত্যল্প দিবস মধ্যেই তথাকার একটী রত্নরূপে পরিগণিতা হইয়া উঠেন। ইহাই আবার শেষে তাঁহার দুরদৃষ্ট রূপে পরিণত হইয়া ছিল ; ইহাই তাঁহার উপর লঘু হৃদয়ত্বের কলঙ্ক আরোপ করে।

এই বিবাহ তাঁহার পক্ষে মঙ্গল জনক হয় নাই, যোসেফাইন তাঁহার স্বামীর উপর কোন কারণে সন্দেহ যুক্ত হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে চান, কিন্তু বিচারকগণ এই দুরূহ ঘটনার যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায়, পতি পত্নীকে পুনর্মিলিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অনতি বিলম্বেই বোহার্ণের কার্য্যকলাপে জোসে ফাইন নিতান্ত ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হইয়াছিলেন প্রথমে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীর নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন। যখন দেখিলেন যে

※ ওয়েষ্ট ইণ্ডিস বা কারিব সাগরীয় দ্বীপ শ্রেণীর মধ্যে ছোট এণ্টিলিসের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ।

স্বভাব সংশোধিত হইল না, বরং প্রকাশ্যভাবে তিনি তাঁহার সুখ বিঘ্নকারিণী সেই দুশ্চারিণীর প্রতি দুর্দ্দম আসক্তি অম্লান বদনে জানাইলেন তখন আর থাকিতে না পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিতলোচনে সেই রাক্ষসীকে কতকগুলি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; ইহাতে তিনি তাঁহার স্বামীর অবশিষ্ট প্রণয় হইতে বঞ্চিত হয়েন, ইহাতেই আবার পরস্পরের পার্থক্য প্রয়োজন হয়।

রাজ্যবিপ্লব ঘটিল। বোহার্নে ইতিপূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য সেনানী পদভুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সংভ্রান্ত ও ধনশালী বলিয়া ক্রমে তাঁহার সৈন্যদল তাঁহাকে নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, তাঁহাকে কর্ম্মভার হইতে অপসৃত করিয়া, কার্মিলাইটিসের (carmelites) কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। জোসেফাইন শুনিবামাত্র স্বামীর উদ্ধারের নিমিত্ত বন্ধুদ্বারা ও স্বয়ং প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বোহার্নে, পত্নীর ঈদৃশ অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। কিছুকাল পরে তিনি যে কেবল হতভাগিনী পত্নীর সঙ্গজনিত দুঃখ-বিমিশ্রিত সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন এমন নহে, তাঁহাকে তাঁহার স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

কিয়ৎ সপ্তাহের মধ্যে হতভাগ্য বোহার্নে বিচারক সম্মুখে নীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই দিবসে তিনি বিলক্ষণ সাহসিকতার সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করেন। যে দিবসে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হয়, তাহার পূর্ব্ব দিবসের সন্ধ্যাকালে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে একখানি স্নেহসূচক পত্র লিখিয়া যান।

এই দুঃখ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া জোসেফাইন অধীরা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন; শোকে অজ্ঞান ও অভিভূত হইয়া কিয়ৎকাল শয্যাশায়িনী রহিলেন। কারাগার রক্ষককে চিকিৎসক আনাইয়া

চিকিৎসা করণের জন্য প্রার্থনা করায় সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল যে আর চিকিৎসক আনাইবার প্রয়োজন নাই, কল্য তোমাকে তোমার স্বামীর অদৃষ্টানুসারিণী হইতে হইবে। জোসেফাইন তাঁহার কথায় এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই নিতম্বস্পর্শী-সুবর্ণ বর্ণ অতুল কুন্তলরাশি শেষ ও একমাত্র চিহ্ন স্বরূপ পুত্র ও কন্যাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া কর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ছয় দিবসের মধ্যে রবস্‌ পেরির (Robes pierre) মৃত্যু হওয়ায় কারামুক্ত হইয়া পুনঃ স্বাধীনতা পাইলেন।

জোসেফাইন প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়া আবার এক প্রকার নূতন দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। ইউরোপের পরিবার বর্গের

যাঁহারা রক্তবর্ষণে সন্তুষ্ট হইতেন, ইঁহারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। প্রচলিত শাসন প্রণালী যাঁহাদিগকে হত্যার্থ ইচ্ছুক হইত, ইঁহারা তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন।

ব্যারাস্ নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে জোসেফাইন তাঁহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে ম্যালমেসন্ নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হন। তিনি উদ্ভিজ্জ বিদ্যার বড় আদর করিতেন। তথায় গিয়া নানাবিধ বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ্ দ্বারা উদ্যান সমলঙ্কৃত করিয়া এবং নানাবিধ ব্যবহার্য্য জ্ঞানোপার্জ্জনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিরূপে নেপোলিয়ন প্রথমে জোসেফাইনের সহিত পরিচিত হন, তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরমাসে একদা তিনি প্যারিসনগরে সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার অব্যবহিত পরেই এক দ্বাদশ বর্ষীয় সুন্দর যুবা, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পিতা সাধারণ তন্ত্রাধীনস্থ জনৈক সেনানী ছিলেন এবং রবস্ পেরি কর্ত্তৃক নিহত হন বলিয়া,—পিতৃ তরবারি ভিক্ষা করিলেন। ইনিই সেই জোসেফাইন তনয় সূত্রধর শিক্ষানবিশ [illegible] প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

চিকিৎসা করণের জন্য প্রার্থনা করায় সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল যে আর চিকিৎসক আনাইবার প্রয়োজন নাই, কল্য তোমাকে তোমার স্বামীর অদৃষ্টানুগামিনী হইতে হইবে। জোসেফাইন তাহার কথায় এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই নিতম্বস্পর্শী-স্বর্ণ বর্ণ অতুল কুন্তলরাশি শেষও একমাত্র চিহ্ন স্বরূপ পুত্র ও কন্যাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া কর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ছয় দিবসের মধ্যে রবস্‌ পেয়ির (Robes pierre) মৃত্যু হওয়ায় কারামুক্ত হইয়া পুনঃ স্বাধীনতা পাইলেন।

জোসেফাইন প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়া আবার এক প্রকার নূতন দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। ইউরোপের পরিবার বর্গের ধনরাশি বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া বাসিদের মধ্যে গৃহ দাহন, নরহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর কার্য্য কলাপ আচরিত হইতে লাগিল। জোসেফাইন আর তথা হইতে কোন দ্রব্যেরই সাহায্য পাইলেন না। তিনি এরূপ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র ইটালীর ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তা ইউজিন এক সূত্রধরের নিকট শিক্ষানবিশ রূপে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার ভগিনী হলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজ্ঞী হরটেন্সিয়া; সূচি ব্যবসায়িনীর কার্য্য শিক্ষার্থে প্রেরিতা হইলেন।

জোসেফাইন তাঁহার কারাবাসের সময় থেরেসা ক্যাবেরস্‌ নাম্নী রমণীর সহিত সখীত্ব সংস্থাপন করেন। যখন থেরেসা টেলিয়ান্‌কে বিবাহ করেন, তখন জোসেফাইন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন সুযোগে বিলক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের তৎকালীন গ্রীসীয় পরিচ্ছদের নিমিত্ত সকলেই চিনিত। তাঁহারা দুইজনে এই পরিচ্ছদ ধারিণী হইয়া নাগরিক আহারীয় উৎসবে, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইতেন। তাঁহারাই প্রথমে বৈপ্লবিক আচার ব্যবহারের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হন।

যাঁহারা রক্তবর্ষণে সন্তুষ্ট হইতেন, ইঁহারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। প্রচলিত শাসন্ প্রণালী যাঁহাদিগকে হত্যার্থ ইচ্ছুক হইত, ইহাঁরা তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন।

ব্যায়াস্ নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে জোসে-ফাইন তাঁহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে ম্যাল্‌মেসন্ নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হন। তিনি উদ্ভিজ্জ বিদ্যার বড় আদর করিতেন। তথায় গিয়া নানাবিধ বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ্ দ্বারা উদ্যান সমলঙ্কৃত করিয়া এবং নানাবিধ ব্যবহার্য্য জ্ঞানোপার্জ্জনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিরূপে নেপোলিয়ন প্রথমে জোসেফাইনের সহিত পরিচিত হন, তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরমাসে একদা তিনি প্যারিসনগরে সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার অব্যবহিত পরেই এক দ্বাদশ বর্ষীয় সুন্দর যুবা, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পিতা সাধারণ তন্ত্রাধীনস্থ জনৈক সেনানী ছিলেন এবং রবস্ পেরি কর্ত্তৃক নিহত হন বলিয়া,—পিতৃ তরবারি ভিক্ষা করিলেন। ইনিই সেই জোসেফাইন তনয় সূত্রধর শিক্ষানবিশ ইউজিন বোহার্ণে। বোনাপার্টি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সেই খড্গ দেখিয়া পিতৃস্মৃতি জনিত বালকের সেই অশ্রু-জল নেপোলিয়নকে দয়ার্দ্র করিল। নেপোলিয়ন তাঁহার প্রতি এত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, একদা ইউজিন মাতা দুঃখিনী জোসেফাইন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য প্রাসাদ দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার আশ্চর্য্য শিষ্টাচার-সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই কোমল মমতাপূর্ণ সম্ভাষণের সুফল ফলিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে

মার্চ্চ মাসের ষষ্ঠ দিবসে নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

ভিখারিনী, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট্‌ ২৮ নং ভবন হইতে শ্রী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১৷০।

ইহার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংখ্যায় সাতটী প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে অভ্যাস এবং 'স্বার্থপরতা, নামক দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি ঐ দুইটী প্রবন্ধ বেস সারবান ও ইহার লেখা বেশ প্রাঞ্জল। ভিখারিনীর অন্যান্য প্রবন্ধও মন্দ নহে। 'ভিখারিনীর, লেখক দিগের বেস লিপি কুশল এবং চিন্তাশীল বলিয়া বোধ হইল। আমরা আশা করি ভিখারিনী দীর্ঘজীবিনী হইয়া জাতীয় অভাবের আংশিক ক্ষতি পূরণ সংকল্পে দৃঢ় ব্রতি রহুন।

শোকের ঝটিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫

সেই যে নম্রতা আহা না হয় তুলনা।
তেমন মনুষ্য কেহ আছে এ জগতে ?
বোধ নাহি হয় ইহা করি আলোচনা।
তুলনা তুলিতে হয় অবনী সহিতে।

৬

অভিমান ছিল আহা এতই প্রবল,
কাহারো বচন কভু সহেনি অঙ্গেতে।
রুষ্ট বাক্যে অশ্রু ধারা ঝরিতে চক্ষেতে।
ভাসিত বদন যেন জলেতে কমল।

৭

সেই যে ধীবতা বুদ্ধি অতি চমৎকার।
কে দেখেছে সেই মত অমূল্য রতন?
তেমন বিবেক বুদ্ধি আছেরে কাহার?
ভুলেনা যে একবার করেছে দর্শন।

৮

আহা! ঈশ্বরের কিবা আশ্চর্য্য লিখন।
সেই যে রতন সম অপূর্ব্ব কুসুম
ছিঁড়িয়া অকালে তাহা চণ্ডাল অধম
দলিত করিয়া কৈল অনলে অর্পণ!

৯

যে রত্নের যোগ্য স্থান রাজ মস্তকেতে,
যে পুষ্প বিশদ ছিল বিভু পায় দিতে!
সে রত্ন পড়িল কিনা পিশাচের হাতে?
ছিন্ন ভিন্ন হল বৃন্ত পামর স্পর্শেতে!

১৭

সেই সে কারণে চিত্ত এতেক অস্থির।

সেই সে কারণে প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া
চঞ্চল হতেছে মন থাকিয়া থাকিয়া!
এই সে কারণে বহে নয়নের নীর।

১১

কেনরে মানস এত হইলে চঞ্চল?
এ জনমে এ যাতনা যাবে নাত আর,
তবে আর মিছা মিছি ভাবিয়া কি ফল?
জুরাবে যখন পুড়ে হইবে অঙ্গার।

১২

আবার মানসে ইহাঁ হইল উদিত।
সেই যে শোচনা পূর্ণ ঘটনা সকল?।
জানিত তাহা মানব সকল?
তাহলে বেদনা বুঝি যাইত কিঞ্চিৎ।

১৩

অতেষ বাসনা পূর্ণ করিব মনের
জানাব বেদনা যত সবার অগ্রেতে!
তা হলে থাকিবে স্মৃতি বান্ধব গণের।
দুরাত্মার অত্যাচার আদ্যন্ত হইতে।

ক্রমশঃ—

সংসার বৈচিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি, আকাশে নিবীড় মেঘ। একে কৃষ্ণপক্ষের রজনী তাহাতে আবার গগণে ঘন ঘটা; এইজন্য অন্ধকার অধিক গাঢ়তর হইয়াছে! মেঘ গম্ভীর গর্জ্জনে ঘন ঘন বিদ্যুৎ উদ্গীরণ করিতেছে! অতি ক্ষব-ধারে বৃষ্টি হইতেছে। অবিরাম বৃষ্টি, অবিরাম বিদ্যুৎ গর্জ্জন, অবিরাম বাত্যা! ঘূর্ণন, শব্দে সংসার স্তম্ভিত! অবণী কম্পিত! প্রকৃতি যেন সৃষ্টি সংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

এহেন ঘোর দুর্য্যোগের সময়ে রামগোবিন্দ পুরাভিমুখে কে যেন কোন ভয়ঙ্কর যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! শব্দ সুস্পষ্ট নহে অস্পষ্টও নহে অথচ উৎকট যাতনা সম্ভূত শব্দ বলিয়া শ্রুত মাত্রই অনুভব হইল। এ কিসের শব্দ? সম্মুখে ঐ দেখ রামগোবিন্দপুর, রামগোবিন্দপুর, মহামারীর জ্বরে প্রায় ধ্বংস হইল গ্রামে এত লোক মরিয়াছে যে মৃতদেহ স্থানান্তর করে এমন লোক নাই! যে, গৃহে মরিয়াছে সে গৃহেই রহিয়াছে, পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, জলে, স্থলে, যে মৃতের ছড়াছড়ি! গ্রামে মনুষ্য শব্দ নাই, শৃগাল কুকুরে জীয়ন্ত মনুষ্য টানিয়া খাইতেছে। দুই এক জন যাহা জীবীত আছে তাহারাত জীবন্মৃত প্রায়। সকল গৃহ সকল বাটীই শূন্য সম্মুখে ঐ দেখ বংশারণ্যের মধ্যে এক জরাজীর্ণ ইষ্টক গৃহ, গৃহের ভগ্ন গবাক্ষ পথদিয়া ক্ষিণ আলোক জ্যোতিঃ বাহিরে আসিতেছে। গৃহমধ্যে একটী রোগী

রুগ্ন শয্যায় শয়িত, শয্যাপার্শ্বে একটী পূর্ণ-গর্ভা রমণী প্রসব বেদনায় অধীর হইয়া মৃত্তিকায় লুটিতেছে। রমণীর বয়ঃক্রম অল্প, এই অল্প বয়ঃক্রমে গর্ভাবস্থা ঘটিয়াছিল পার্শ্বে রুগ্নশয্যায় রুগ্ন স্বামী, স্বামীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতির অদূরবর্ত্তী। যুবকের নাম রাধামাধব মুখোপাধ্যায় রাধামাধবের পত্নীর নাম বিন্দুবাসিনী। রাধামাধবের চারি দিবসের জ্বরে বিকার হইয়াছিল। সেইরূপ বিকারে প্রতিবাসিদের সকলের মৃত্যু হইয়াছে। উঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি সকলেই সেইরূপ দুর্ব্বিকারে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বিধাতার কেমন ইচ্ছা কে বলিতে পারে রাধামাধব আর তাহার পত্নী এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, বিকার প্রচ্ছন্ন যুবক প্রাণ প্রিয়তমা পত্নীর অসহ্য গর্ভবেদনা দেখিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। নিজে বিকারে প্রায় অচৈতন্য, পত্নীর যাতনা দেখিয়া চৈতন্য পুনরুদ্দীপ্ত হইল। জীবনের সঙ্গিনী, সংসারের আশা। কামিনী বিকারে অতি গুরুতর প্রসব বেদনা, যুবকের যাতনা যে অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিল রাধামাধব শয্যায় বসিয়া "কি হইবে,, ভাবিতে লাগিলেন। "কি হইবে?,, বলিয়া রাধামাধব দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। আবার বলিলেন "কি করিব।,, রাধামাধবের মাথা ঘুরিল, শয্যায় পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন রাধামাধব মূর্চ্ছিত হইলেন, বিন্দু গর্ভযন্ত্রণায় চৈতন্য হারাইয়াছিল সে স্বামীর দশা দেখিল না। বিন্দুর মুখমণ্ডল ক্রমে নীলবর্ণ হইল, চক্ষু কপালে উঠিল, সেইসঙ্গে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল! কি সন্তান হইল তাহা কে দেখে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই জননী কে হারাইল। বিন্দুর দেখিবার শক্তি থাকিলে দেখিত তাহার একটী অপূর্ব্ব পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া রোদন করিল সেই রোদনের সঙ্গে অভাগা রাধামাধবের চেতনার পুনঃসঞ্চার হইল রাধামাধব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সন্তান কাঁদিতেছে

কিন্তু প্রসৃতি আছে কি নাই। বিকার প্রচ্ছন্ন যুবক আত্মার ব্যাকুলতায় আবার উঠিল। বসিলেন, সহজ ব্যক্তির মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সিন্ধুবাসিনী যথায় তথায় গেলেন. সিন্ধুর আপাদ মস্তক স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ, নিশ্চল, নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন শ্বাস বহে না, নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন নিশ্চল, নিস্পন্দ, গাত্রে হাত দিয়া দেখিলেন সর্ব্বাঙ্গ শীতল। চক্ষু স্থির অপলক। ওষ্ঠে, কপোলে, নাসিকায়, কর্ণে, সর্ব্বাঙ্গে মৃত্যুর কর লক্ষণ পতিত হইয়া আছে। যুবক বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন বহুক্ষণ পরে একটু মৃদুহাস্য করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন পাঠক। এই হাস্যের কি অর্থ কি তাৎপর্য্য তাহা বলিতে পারি না তুমি কি বুঝিয়াছ?

এই সময়ে বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছিল, আকাশ মেঘ ছিল না, সর্ব্বত্র নির্ম্মল, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি। যুবক সহজ মনুষ্যের মত ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহের বাহিরে গেলেন আবার কি ভাবিয়া ফিরি-লেন। যুবক ভাবিলেন "এতদিন এই ভাবের হাটে যাহার আশ্রয়ে অতিথী হইয়া ছিলাম, সে চলিয়া গেল তাহার কায়া-টুকু ভাগিরথীর নীরে ভাসাইয়া দিয়া আমার কর্ত্তব্য আমি করি।" এই ভাবিয়া রাধামাধব সংসার প্রতিমা পত্নীকে বলবানের মত বক্ষে তুলিলেন। যেব্যক্তি ক্ষণপূর্ব্বে বিকারা-চ্ছন্ন ছিল, কখন কোন উপসর্গে মূর্ত্ত হইবে এইরূপ। যাহার চিন্তার বিষয় ছিল, যদি মরি 'তবে আমার সিন্ধুর কি হইবে?" এইরূপ যাহার হৃদয়ের একমাত্র প্রশ্ন ছিল, সে এক্ষণ আর এক রকম তাহার দৈহিক ও মানসিক ভাব এখন আর এক রকম। এখন সে উৎকট শোকে বিবেকি, অগাধ বন্যায় পবিত্র হৃদয়। রাধামাধব এখন নিষ্পাপতন্ত্র নির্ব্বিকারী মহাযোগী রাধামাধব মত্ত হস্তীর বলে মৃত। পত্নীকে বক্ষে লইয়া ভাগিরথী তীরাভিমুখে

চলিলেন। গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া ইহজন্মেরমত সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলেন অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়না যাইতে যাইতে দুই এক বার পদ স্খলন হইয়া ভূপতিত হইলেন। প্রিয় পত্নীর দেহ ভার বহন করিয়া কোনরূপে ভাগিরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণ প্রতিমা পত্নীকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া, রাধামাধব অগতির গতি দায়িনী, অপবিত্র পবিত্র কারিণী জাহ্নবী সলীলে স্নান করিলেন। স্নান করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে আর্দ্রবস্ত্রে আর্দ্র দেহে রাধামাধব, একাকী অনন্য পরিচিত পথে আপন মনে চলিলেন। কে রাধামাধবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়? রাধামাধব যে দিগে ইচ্ছা সেই দিকে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধামাধব সেই রাত্রিতে কোথায় গেলেন বিশবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ রহিল না। পর্ব্বতে, বনে, তীর্থে, শ্মশানে যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বিশবৎসর পরে একবার জন্মভূমি দেখিবার জন্য, আর সেই সদ্য প্রসূত বালকের ভবিতব্য পরীক্ষার জন্য রাধামাধব একবার রামগোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে রামগোবিন্দপুরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়াগিয়াছিল। মহামারী জ্বরে গ্রাম সমভূমি হইয়া যায়, তারপর মৃত্তিকা চিহ্ন ভাগিরথী গ্রাস করিয়া ছিলেন। সুতরাং রাধামাধবের উদ্দেশ্য সফল হইল না। দুই ক্রোশ অন্তরে যে সকল গ্রাম ছিল তথাকার প্রাচীন প্রাচীন লোক দিগকে রামগোবিন্দপুরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন রামগোবিন্দপুরের চিহ্ন

পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছে। রাধামাধব অভিভূত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন বালক যে বাঁচিয়া নাই ইহা নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন তথাপি সন্দেহ হইতে লাগিল, রাধামাধবকে বিংশবৎসর পরে দেখিয়া তাঁহার পরিচিত কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। রাধামাধব প্রচ্ছন্নভাবে, গ্রামান্তরে তাঁহার যে সকল আত্মীয় বন্ধু ছিল তাঁহাদিগে দেখিবার জন্য কিছু দিন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে গমন করিলেন না। রাধামাধব দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণ তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। গুরু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন মোক্ষদানন্দ নিরাশ্রমি। আমরা রাধামাধবকে এক্ষণ হইতে মোক্ষদানন্দ বলিয়া ডাকিব।

মোক্ষদানন্দ অনেকরূপ অনুসন্ধান করিয়াও বালকের কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে পুনর্ব্বার কাশীধামে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হইল। প্রাদোব গগনে বৈশাখের কাল মেঘ ভাবিল! মেঘ ক্ষণ মধ্যে শূন্য ছাঁইয়া ফেলিল। বৈশাখের মেঘকে বিশ্বাস করে কে? মোক্ষদানন্দ দীর্ঘ এক প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, নিকটে গ্রাম ছিল না আশ্রম ছিল না, সম্মুখে একটি অনতি বৃহৎ বন ছিল, বনমধ্যে একটি বহুকালের প্রাচীন অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল, মোক্ষদানন্দ তদভিমুখে চলিলেন, কিন্তু বনভূমি পাইতে না পাইতেই ঘোর রবে ঝটিকা বৃষ্টি আসিল শিলা বৃষ্টি ঝড় মস্তকে করিয়া মোক্ষদানন্দ গৃহ সন্নিকটস্থ হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহটী অতি বৃহৎ প্রাচীন গৃহ,—প্রস্তরের বিলক্ষণ কৌশল পরিলক্ষিত হইতেছিল, কক্ষ সমাবেশ চাতুর্য্যে বিশেষ পারিপাট্য ছিল। মোক্ষদানন্দ কৌতুহলি হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। গৃহ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বহুপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সর্ব্ব প্রধান প্রকোষ্ঠে এক প্রস্তর

ময়ী দেবী মূর্ত্তি সংস্থাপিত। সে প্রান্তরে বন মধ্যে, নিভৃত মন্দিরে শ্যামা মূর্ত্তি কে স্থাপন করিল মোক্ষদানন্দ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবীর সম্মুখে একটী মাত্র আলোক লম্বীত, হইয়া গৃহকে উজ্জল করিতেছিল। মোক্ষদানন্দ মন্দিরে শ্যামা মূর্ত্তি দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন তিনি দেবী পার্শ্বে প্রস্তরময় মূর্ত্তি-রত হইয়া জপে বা ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতে ছিলেন সহসা গৃহ মধ্যে মনুষ্য কণ্ঠ শব্দ শুনিয়া মোক্ষদানন্দের চৈতন্য হইল। মোক্ষদানন্দ চক্ষু মেলিয়া দেখি-লেন, সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটি রমণী, ভীতা সঙ্কুচিতাভাবে দাঁড়াইয়া। রমণী প্রৌঢ় বয়স্কা, আবার পরম সুন্দরী, প্রৌঢ় বয়সেও শরীরের সর্ব্বত্রে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উঠিতেছিল; অপর পার্শ্বে একজন প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ; আকার প্রকারে তাহাকে যবন জাতির বলিয়া অনুমিত হয়। যবন সুন্দরীরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, গৃহে যে আর কেহ মনুষ্য ছিল, তাহা তাহারা জানিত না দেবীর নিকটবর্ত্তি ধ্যান মগ্ন ব্রহ্ম-চারীকে প্রস্তরের মূর্ত্তি বলিয়া তাহাদের অনুমিত হইয়াছিল। বস্তুত ব্রহ্মচারীর অটল চিত্ত, অসামান্য গাম্ভীর্য্য, এবং কর্ত্তব্যে দৃঢ় মনঃসংযোগ এরূপ যে তাঁহাকে দেখিলে সহসা প্রস্তরের মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

যবন রমণীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, রমণী কখন ভীত সঙ্কুচিতা কখন বিপদ বিহ্বলা আবার কখন মহাতেজস্বিনী হইয়া যবনকে তিরস্কার করিতেছেন। যখন যবনের আক্রমণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল তখন রমণী অনন্যোপায় হইয়া, কায় মনঃপ্রাণে, বিপদে ত্রাণ কর্ত্রি, অগতির গতি দায়িনী, সাক্ষাৎ শ্যামা মূর্ত্তিকে ভাবিল। 'মা রক্ষা কর, বলিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিল, সেই চীৎকারে মোক্ষদানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল। মোক্ষদা-

নন্দ উপস্থিত ব্যাপার দৃষ্টে ক্ষণকাল কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন 'ভয় নাই, 'ভয় নাই 'আমি আছি, যবনের হাতে তরবারী ছিল, সে হঠাৎ প্রতিবন্ধক দেখিয়া কোষোন্মুক্ত তরবারী আস্ফালন করিল মোক্ষদানন্দ কোনদিকে উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শ্যামার হাতের তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ গ্রহণ করিয়া মহাতেজে অগ্রসর হইলেন! মোক্ষদানন্দ বাঙ্গালী কিন্তু বাঙ্গালীর মত ভীরু ও দুর্ব্বল ছিলেন না, বয়ঃক্রম পঞ্চাশতের নিকট হইয়াছিল তথাপি মত্ত হস্তির বল ধারণ করিতেন। কামান্ধ যবন অতি খরবেগে মোক্ষদানন্দের গাত্রে তরবারি প্রহার করিল, মোক্ষদানন্দ কৌশলে আত্মরক্ষা করিলেন তথাপি তরবারীর অগ্রভাগ তাঁহার স্কন্ধে লাগিয়া দরদর বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। যবন পুনর্ব্বার তরবারী তুলিল, মোক্ষদানন্দ তরবারী হস্তে ক্ষিপ্ত সীংহেরন্যায় গর্জ্জন করিয়া যবনের শিরে খড়্গাঘাত করিলেন, সেই আঘাতে যবন দুইখণ্ড হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্দিরের পুরোহিত রাত্রি প্রভাত হইলে আশিয়া দেখিল, দেবীর গৃহ রক্তে ভাসিতেছে। সম্মুখে ছিন্ন শির্ষ শব পতিত রহিয়াছে। দেবীর এক পার্শ্বে মোক্ষদানন্দ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। অন্য এক প্রকোষ্টে বিপন্না রমণী বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া শয়িত ছিল। রমণী সচেতন অবস্থায় ছিল. পুরোহিতকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্তে উঠিয়া বসিল, পুরোহিত বিস্ময়ান্বিত হইল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া যসমন্ত পুরের ডেপুটী মাজি-

ষ্ট্রেটকে সংবাদ দিল। ক্ষণমধ্যে পোলিস, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আসিয়া মোক্ষদানন্দ এবং রমণীকে লইয়া গেল। শব ও খর্গ তরবারাদি তৎসঙ্গে প্রেরিত হইল।

বিচারপতি বাঙ্গালি,—বয়স নিতান্ত অল্প, বিংশবৎসরের অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শারীরিক ও আন্তরিক সৌন্দর্য্যে যুবা সুন্দর, অশিতি পরের গাম্ভির্য্য শৈশবের প্রসন্নতার সহিত মিশাইয়া যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হয় সেই স্বর্গীয় ভাবে বিচারপতি যুবাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিতী জন্মাইতেছিল। উচ্চাসনে সমাশীন শান্ত-রুদ্র বিমিশ্রিত গম্ভীর প্রকৃতি যুবক স্থীরভাবে কি ভাবিতেছিলেন। বিচারালয় বাদী প্রতিবাদী প্রতিনিধি পদাতি ও দর্শক প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সকলে নিরব, সর্ব্বত্র অতিগভীর নিস্তব্ধ! সন্নাসী কালীর নিকট নর বলি দিয়াছে তাহার ভৈরবীকে শুদ্ধ ধরিয়া আনিয়াছে ., এই জনরবে কত লোক তাহাদিগে দেখিতে আসিয়াছে। সকলেই কৌতূহলী। বিচারপতি. মোক্ষদানন্দ নিরাশ্রমির এবং তাঁহার সঙ্গিনীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন! যুবকের তীক্ষ্ণ অন্তর অন্বেষী দৃষ্টি তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। কে জানে কি জন্য রমণী, উদাসীন, এবং বিচারপতি এই তিন জনে তিন জনের হৃদয়ে মিশাইয়া গেল। কেন? এরূপ হইল কেন? বিচারপতি প্রবোধ বাবুর অটল হৃদয় কেন আজ টলিল? প্রবোধ বাবুর হৃদয়ে কি ভাবের ঝটিকা, রক্ত মাংশ জড়িত দেহ পঞ্জর ভেদ করিয়া আর দুইজনের অস্থি পঞ্জরে প্রবেশ করিল; এই সময়ে একজন অন্তর অন্বেশি ভাবুক থাকিলে দেখিত সন্ন্যাসী রমণী এবং বিচারক এই তিনেরই হৃদয়ে এক প্রবাহ বহিতেছে। শোক হর্ষ স্মৃতি আশা নৈরাশ্য হাহাকারে জড়িত হইয়া যে এক তরঙ্গায়িত ভাবের সৃষ্টি হয় সেই ভাব

তিনেরি হৃদয়ে। এমন কেন হইল? তিন জনেরি যেন কি ছিল তাহা হারাইয়াছে, আবার কি ছিল না তাহাই মিলিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। মোক্ষদানন্দ নিরাশ্রমির সৌম্য মূর্ত্তি, অটল অচল চিত্ত আজ মহা উদ্বেলিত! কিন্তু তথাপি অন্তরের অতি গুঢ় প্রদেশে সে ভাবকে লুকাইত রাখিয়া ছিলেন।

গৃহের এক পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত, ব্রিড়া বিজড়িত স্নেহ গঠিত দেবী মূর্ত্তি অশ্রু জলে সিক্ত হইতেছিল। রমণীর এ অশ্রু ধারা উপস্থিত বিপদাশঙ্কায়, তাহা কে বলিবে? তবে কি তাহার আর কোন কারণ আছে? তাহাইবা এখন কেবলিবে?

প্রবোধ বাবুর বহুক্ষণ উৎকট হৃদয় বেগে ধারণা শক্তি ভাসিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ পরে চিন্তা স্থির হইল। বিবেক সংযত হইল। পাছে কর্ত্তব্যে স্খলিত হইয়া ন্যায়কে বিকৃত করেন, এই আশঙ্কায় মনকে দৃঢ় করিলেন। হস্তে লেখনি লইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

—"আপনার নিবাস?,,

উত্তর। "নিবাস স্থিরতা নাই, আপাততঃ উদাসীন।,,

প্রশ্ন। "কত দিন হইতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন?,

উত্তর। "বিষ বৎসর হইবে?,,

প্রশ্ন। "সাংসারিক অবস্থায় কোথায় নিবাস ছিল?,,

উত্তর। "রামগোবিন্দপুর।, রামগোবিন্দপুর শুনিয়া প্রবোধ বাবুর সংশয় দৃঢ় হইল, আগ্রহ দ্বিগুণতর হইল কহিলেন—

—"মহাশয়ের নাম?,

উত্তর। "পূর্ব্ব নাম রাধামাধব, আমি বন্দ্যো বংশীয় ছিলাম। এইক্ষণ গুরু দত্ত নাম মোক্ষাদানন্দ উপাধি নিরাশ্রমি।,,

এই সময়ে রমণী অবগুণ্ঠন একটু বেসি টানিয়া একটু বেসি শঙ্কুচিত ভাবা হইয়াছিল।

আবার প্রশ্ন হইল

আপনার সঙ্গিনার পরিচয় আপনি কতদূর জানেন ?,,

উত্তর। "কিছুই জানিনা।,,

প্রশ্ন। "হত্যা কি আপনি করিয়াছেন ?,,

উত্তর। "আমিই করিয়াছি।,,

প্রশ্ন। "কেন করিলেন ?,,

উত্তর। আমার সাক্ষাতে সতীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছিল, বাধা দেওয়াতে আমাকে আক্রমণ করিল আমি আততায়িকে বিনাশ না করিলে নিজে হত্যা হইতাম, আর এই রমণীরও কোন উপকার হইতনা, বলিয়া ইহা করিয়াছি।

প্রবোধবাবু সেদিন সেই পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলেন। মোক্ষদানন্দের স্কন্ধদেশে গুরুতর ক্ষত তজ্জন্য তাঁহাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। কহিলেন "আমি যে ঔষধ জানি তাহাতেই আরাম হইবে।,,

প্রবোধবাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া বাসায় গেলেন। যাইবার সময় মোক্ষদানন্দের হাতকড়ি মোচন করিবার আজ্ঞা দিয়া গেলেন। পরদিন কে জানে কি কারণে নিজের বাসাবাটীতে কাছারি করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে সকলে বাসাবাটীতেই উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসির বিচার দেখিব বলিয়া অনেকে কৌতুহলী ছিল, কিন্তু আজ কাহারও ভিতরে যাইবার অনুমতি ছিলনা বলিয়া সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

প্রবোধবাবু কি বিচার করিবেন পূর্ব্বদিবস হইতে গুরুতর মনশ্চাঞ্চল্যে একেবারে কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি মোক্ষদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভূ! যদি বাধা না থাকে তবে আমার দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন।,, মোক্ষদানন্দ কহিল "কি প্রশ্ন?,, প্রবোধ, আর কিছুনহে

আপনি কিজন্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? যখন সংসারে ছিলেন তখন আপনার পুত্রাদি কেহ ছিলকি? আপনার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছাকরি।„

মোক্ষদানন্দ অনেক্ষণ নিরবে রহিলেন, অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার নয়ন প্রান্তে একবিন্দু অশ্রুকনা ভাসিল। অতিকষ্টে হৃদয় বেগ সম্বরণ করিয়া অতি ধীরে, ধীরে, আবার ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, “সেকথা আর কি বলিব? সংসার পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমার সকলি ছিল। আমি যে বৎসর নিরাশ্রয় আশ্রম গ্রহণকরি সেই বৎসর রামগোবিন্দপুরে মহামারি হইয়াছিল। রামগোবিন্দপুর আমার প্রকৃত জন্মভূমি নহে, ভাগিরথীর তীরে মাধাইপুর নামে একখানি গ্রাম ছিল সেই গ্রামে আমার জন্মস্থল। পিতা সমৃদ্ধিসালি ছিলেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন এমনি বিপর্য্যয় পিতৃদেবের মৃত্যু হইল। যে বৎসর পিতা পরলোক গতহন সেই বৎসর হইতে আমি নানা-দিগে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলাম। গ্রামের জমীদারের সঙ্গে কলহ উপস্থিত হইল। জমীদারের সঙ্গে অশেষবিধ বিবা-দের পর আমার অর্থ সঙ্গতি ক্রমে সমস্তই নষ্ট হইল। পিতৃত্যজ্য সম্পত্তি যাহাছিল তাহা কোনদিকে কি হইয়া যে গেল তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আবাসের জন্য অতি মনোহর প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল। অদৃষ্টক্রমে তাহা ভাগিরথী গ্রাস করিলেন। আমার অবস্থা এমনি হইল যে দিনান্তে মুষ্টি-মের আহার্য্য যুটা ভার হইল। অন্ন বস্ত্র আশ্রয় পর্য্যন্ত হিন হইয়া অগত্যা মাধাইপুর ত্যাগ করিলাম। এই সময়ে আমার গর্ভধারিনী, একটী বিধবা ভগ্নি এবং একটী কনিষ্ঠ সহোদর আর আমার সপ্তম মাস গর্ভবতী পত্নী সঙ্গে ছিলেন। আমি মাধাই-পুর হইতে আসিয়া রামগোবিন্দপুরে আশ্রয় লইলাম। রামগো-

বিন্দপুরে তৎকালে লোকসংখ্যা কম হইয়াছিল, অনেক বাড়ী অমনি পড়িয়াছিল আমি খাই না খাই আশ্রয়ত পাইব এই ভাবিয়া একটী ভগ্ন বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। তথাকার লোকেরা আমাদিগে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাহইলে কিহয়? ক্রমে গ্রামে ভয়ানক মরক উপস্থিত হইল। সেই গ্রামে অগ্রে অনেক বসতি ছিল কিন্তু একমাসের মধ্যে সমস্ত গেল। আমার প্রতিবাসিরাও কেহ রহিল না। ক্রমে আমার মাতৃদেবী, কনিষ্ট ভ্রাতাটী বিধবা ভগ্নিটী প্রভৃতি সকলের মৃত্যু হইল। বিধাতার ইচ্ছায় ক্রমের মধ্যে আমি এবং আমার পত্নী এই দুইজনে জীবিত রহিলাম। সেই সময়ে আমার পত্নীর পূর্ণগর্ভাবস্থা। ক্রমে আমার হুতাসে জ্বর হইল। ২।৪ দিনের মধ্যে ভয়ানক বিকার উপস্থিত হইল।

পরাধীনের প্রণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাণের ভিতরে অতি যত্ন করে,
লুকায়ে রাখিব অমূল্য নিধি,
অপরের হাতে, কভু কোন মতে,
দিবনা দৈবাৎ দেই হে যদি,—

২

—শূন্য প্রাণ ধরে, যাহারে তাহারে
দিব না; যে জন রতন চিনে,
হৃদয়ের ধন রাখিতে যে জন
আমার মতন যতন যানে;—

৩

—তাহারেই দিব, কিন্তু ফিরে নিব
তখনি আবার ; দিনেক তরে,
রাখিতে নারিব, যখন লইব
কশিত কাঞ্চনে কশিব ফিরে।

৪

ওজন করিব, পরীক্ষি দেখিব,
হৃদয়ে লুকায়ে রাখিব নিধি,
দরিদ্রের ধন, অমূল্য রতন,
কত পুণ্য ফলে পেয়েছি যদি,

৫

অতি নিরজনে, অতি সঙ্গোপনে,
হেরিব একাকী সতর্ক ভাবে,
শব্দ মাত্র পেলে লুকাব অঞ্চলে,
পাছে কে কোথায় দেখিতে পাবে।

৬

এ নিধির তরে যা আছে সংসারে
অকাতরে তাহা ত্যজিতে পারি,
বিলাস বিভব, সম্পদ, গৌরব,
এর কাছে তুচ্ছ গণনা করি।

৭

যেখানেই থাকি, যদি চক্ষে দেখি

যদি একত্রেতে থাকিতে পারি
দারিদ্র্য যন্ত্রণা দাসত্ব বেদনা,
রোগ, শোক, ক্লেশ মনে কি করি?

৮

অন্ধ কারাগারে, দুর্গম কান্তারে
দেশান্তে দ্বীপান্তে যেখানে রই,
যে কোন যন্ত্রণা, যে কোন বেদনা
নিগ্রহ নিরাশা যতই সই,—

৯

নিদাঘ তপনে, তৃষিত পরাণে
মরুভূমে যদি পড়িয়া থাকি,
কিসের নিরাশা, কিসের পিপাসা
নাথেরে যদ্যপি নয়নে দেখি,

১০

আশ্রয় বিহনে, বিনা আবরণে
হেমন্তে অসহ্য হিমালয় স'য়ে,
বরিষার বারি, মাথা পেতে ধরি
হৃদয়ের নিধি হৃদয়ে লয়ে,

১১

চির দিবানিশি অকূলেতে ভাসি,
[illegible]য়েতে যত হইব সুখী,

প্রাসাদ বাসিনী, সৌভাগ্য শালিনী,
মম সম সুখী হইবে সে কি ?

১২

মৃত্যু শয্যোপরে, যন্ত্রণা পাথারে
সহস্র ভুজঙ্গ দংশিবে যবে
তখনও এ ধনে হেরিলে নয়নে,
অমৃত প্রবাহ হৃদয়ে রবে !

১৩

জীবিত ঈশ্বর ! প্রাণ সহচর
কোথা যাবে তব দাসীরে ফেলে ?
করি যোড় হাত, ফিরে এস নাথ !
অধিনীরে একা ফেলায়ে গেলে—

১৪

—অবলার প্রাণ কুসুম সমান—
বজ্র সম তব বিরহানল,
সহিতে নারিবে, দহিবে দহিবে
দেহ, মনোবৃত্তি হৃদয় বল !

১৫

তোমার বিহনে মরিব পরাণে,
মরিব নিশ্চয়, দেখিও পরে,
এক তিল ছাড়ি থাকিতে যে নারি,
শূন্য গৃহে এ করিব কি করে ?

১৬

তোমার কারণে সংসার ভবনে
খেলা ধুলা লয়ে রয়েছি বসি
তোমার লাগিয়া, সকল ত্যাগিয়া
জ্বলন্ত অনল মাঝারে পশি,

১৭

খুঁজিতেছি সুধা শান্তি নিকেতন,
মরুভূমে খুঁজি কমল দল
তোমারি কারণে নিরেট পাষাণে
খুঁজিছি সুখদ শীতল জল

১৮

তোমারি কারণে সাগর জীবনে
পশেছি রতন লাভের তরে
তোমারি কারণে অসাধ্য সাধনে
হয়েছি নিযুক্ত পৃথিবী পরে

১৯

তোমারি কারণে হৃদয় গগণে
এক মাত্র আশা নক্ষত্র ভাতে
তোমার কারণে সংসার কাননে
বেঁধেছি কুটীর থাকিব তাতে,

২০

তোমারি কারণে হৃদয়ে গোপনে

পুষেছি বৃশ্চিক আদর করে,
তোমারি কারণে পাগলের সনে
হাসি, কাঁদি, গাই হৃদয় ভরে,

২১

তুমি অভাগীর মনের উৎসাহ
তুমি এক মাত্র প্রাণের প্রাণ
তুমি সর্ব্ব সার জীবন আধার
তোমাভিন্ন দাসী জানে না আন ;

২২

তুমি আশা তুমি ভরসা আমার
তুমিই উৎসাহ হৃদয় বল,
তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পাদপ
তুমি পিপাসুর শীতল জল !

২৩

তুমি অন্ধকারে উজ্জল আলোক
সংসার সাগরে তরণী মম
তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভবে
আমার কি আছে তোমার সম,

২৪

ভবে তুমি মোর উপাস্য দেবতা
তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান সাধনা আদি,

যোগ, উপাসনা, তপস্যা সমাধি,
তব পাদ পদ্মে সকলি বিধি

২৫

তুমি সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান মুক্তি গতি
তব ব্রহ্ম বাক্যে অটল জ্ঞান
তব আজ্ঞা মম নিয়তি লিখন
তুমি ইষ্টানিষ্ঠ ধারণা ধ্যান

২৬

জাগ্রতে নিদ্রিতে শয়নে স্বপনে
তব চিন্তা বিনা জানি না আর,
যে দিকে যা দেখি, যে দিকে যা শুনি
সকল পদার্থে তুমিই সার

২৭

এস নাথ! যেতে হবে না বিদেশে
চল ত্যজি গৃহ অরণ্যে যাই
কি ছার সংসার, ছার পরিবার
আমার বলিতে কেহই নাই।

২৮

মনুষ্য সংসারে কি হবে থাকিলে?
শোক, তাপ জরা দরিদ্রা নলে
দিবানিশি যথা হাহাকার শব্দ
দিবা নিশি যথা জীবন জ্বলে

২৯

যথা স্বার্থ সিদ্ধি এক মাত্র কার্য্য
যথা সত্য ধর্ম্ম বিবেক নাই,
যথা বিষয়ীর ঘোর আর্ত্তনাদ
নিষ্ঠুরাভিনয় দেখিতে পাই।

৩০

যথায় কালের ঘোর আস্ফালনে
যথায় পাপির চীৎকার রবে
মুহু র্মুহু ভয়, ঘৃণায় অস্থির
ছি! ছি! ছি! তথায় কি রূপে রবে?

৩১

মিথ্যা রঙ্গ লীলা মিথ্যা খেলা ধূলা
মিথ্যা ময় সব বিচিত্রতা ময়!
ছি ছি! এসংসারে;—এ হেন নরকে
-মূহুর্ত্তেক আর থাকিতে কি হয়?

৩২

সকলেই এক—ঈশ্বরের জীব;
কিন্তু পরস্পরে-সাম্যমাত্র নাই!
(একজনে এথা অযুতের প্রভু!)
কেহ হাসে—কেহ কাঁদিছে সদাই!

৩৩

কোটি কোটি প্রাণী একের সেবায়,

একের আজ্ঞায় সৃষ্টি রসাতল !
একের শাসনে কম্পিত জীবনে
কোটি কোটি প্রাণী ঘুরিছে কেবল !

৩৪

একজন যেন মন্ত্র মুগ্ধ করি,-
-রেখেছে সংসারে-(একি বিড়ম্বনা !)
একের অসিতে সংসার নাশিতে-
কি জন্য আদিষ্ট হ'ল এক জন ?

৩৫

একের সাক্ষাতে অনন্ত মাথে-
রয়েছে সংসার-একি বিচিত্রতা ?
একের কারণে অযুত পরাণে
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে-দেয় কেন হেথা ?

৩৬

একের জন্যেতে অযুত জনেতে-
-কেন করে হৃদে রুধির সঞ্চার ?
একের সেবায় কেন রক্ত দেয়-
-বক্ষঃস্থল চিরি জীব সমুদয় ?

৩৭

একে এথা করে অপরে পীড়ন,
একের আদেশ অদৃষ্টের মত-
-মানে সবে এথা—এ হেন সংসারে—
—আছে কি থাকিতে কিঞ্চিৎ মুহূর্ত্ত ?

৩৮

ছি, ছি, নৃশংসতা-স্বার্থের লাগিয়া
-ঘৃণিত দৈহিক, সম্ভোগ কারণে
-নর রক্ত পাত ? রুধিরের নদী-
-বয়ে যায়, ক্ষণে, সম্মুখ সমরে !

৩৯

স্বার্থের কারণে এত নিষ্ঠুরতা ?
মনুষ্য হইয়া দৈত্যের ব্যাভার ?
স্বার্থের কারণে মিত্র দ্রোহী নর—
যে সংসারে ; এই সেইত সংসার ?

৪০

পিতা পুত্রে হেথা-স্বার্থের বিচার !
জননীর স্নেহে স্বার্থের গরল !
দম্পতির প্রণয়ে—স্বার্থের ভুজঙ্গ !
স্বার্থ সিদ্ধি মাত্র উদ্দেশ্য কেবল

৪১

শঠের সাম্রাজ্য নৃশংসের থান-
কাপট্য নিবাস-স্বার্থের রাজত্ব
-এই সে সংসার ? (এ যে ছায়াবাজী !)
মিথ্যা নাট্য ভ্রম—অসার—অনিত্য।

উন্নতি।

আজ কাল লোকের মনে উন্নতির আশা নিতান্ত বলবতী, কি স্বাধীন, কি পরাধীন, কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি নবম বর্ষীয় বালক কি অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ সকলেই উন্নতি লইয়া মহা বিব্রত।

স্বাধীন আমেরিকা মহাদুঃখিত যে উন্নতি হইল না; কিন্তু আমরা দিব্য দেখ্‌তে পাচ্ছি যে তাঁহারা যাবৎ সভ্য জাতীর শিরোমণি, এপ্রকার উন্নত আসন পাইয়াও তাঁহাদের দুঃখ, কারণ আজও ভারত বাসীরা ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করে, সুতরাং তাঁহারা শরীরের উষ্ণ শোণিত শীতল করিতেছেন, ভারতবাসীদের বস্ত্র দানার্থ। এদিকে আবার ম্যাঞ্চেষ্টার কায়মনোচিত্তে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে লইয়া মহা টানাটানি করিতেছেন যে যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে আমাদের অন্ন না উঠে; যাহাতে অন্য কোন জাতী ভারতের মুখাবৃত করিতে না পাবে। এই সকল দেখেশুনে নিশ্য ভারতবাসীরা মহা আড়ম্বরের সহিত দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সভা করিতেছেন, উন্নতি সাধন করিব, স্বজাতীর মুখোজ্জ্বল করিব, দেশের কুসংস্কার দুর করিব। এইরূপ যে যেখানে যে ভাবে আছে সে তাহার মধ্যেই দুই এক বার চতুরতার ছাপাই হাত দেখাইয়া বাহাদুরী করিতেছেন। এমন কি পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তু উন্নতি শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সুখের কথা বটে। উন্নতি শব্দটী কেমন মধুময়, ইহাতে লোকে আশক্ত হবেনা কেন? সভ্যজাতী মাত্রেরই উন্নতি হইতে বাসনা, এবং আন্তরিক যত্ন থাকিলে হয়েও থাকে?

ইহা স্বীকার্য্য যে স্বাধীন আমেরিকা বাসীরা উন্নতি বলিয়া

মহা উৎকণ্ঠিত এবং তাঁহাদের হওয়াও কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহারা উচ্চমনা, উন্নতবোদ্ধা, প্রচুর, বলশালী, উত্তেজিত ধর্ম্মে দীক্ষিত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রভূত অর্থশালী এবং স্বাধীন, সুতরাং তাহাদের উন্নতির দ্বার খোলা, মনে করিলেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন এমন সুযোগে কেন না করিবেন। "মার হাতী লোট ভাণ্ডার,, একথা বলিবার তাবৎ উপকরণ তাঁহাদের বর্ত্তমান আছে, তবে ছাড়িবেন কেন! তাঁহাদের সবই উত্তেজক সকলই উগ্রমূর্ত্তি বিশিষ্ট সুতরাং কার্য্যও তদ্রূপ! ইচ্ছা ও তদনুযায়ী তাঁহাদের সকল কার্য্যই সম্ভবে।

ম্যাঞ্চেষ্টার ও কিছুতেই কম নয়, প্রচুর অর্থ ও প্রধান সহায়, প্রশস্ত মন, একাগ্র বুদ্ধি, এবং রাজবংশ সুতরাং তাঁহারা কেন চেষ্টা না করিবেন! যাঁহাদের পাঠ্য বীর রসাস্পদ কাব্য, আলোচনা বিজ্ঞান, খাদ্য একপ্রকার অপক্ব মাংস, পর্ব্বের দিন, বাসস্থান বহুজনাকীর্ণ নগর, তাঁহারা কেন উন্নত হইতে চেষ্টা না করিবেন। যাঁহাদের ধর্ম্ম তেজোময়, বুদ্ধি প্রতিভাময়, প্রতিজ্ঞা পৃথিবীময়, তাঁহারা কেন আত্মোন্নতিতে বিরত থাকিবেন, আমার বলিতে যাঁহাদের সবআছে তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট থাকাই কাপুরুষতা। এপ্রকার সুবিধা যাঁহাদের তাঁহাদের সমুদায় যত্নই যে কার্য্যকারী, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

কিন্তু বঙ্গবাসিগণ! তোমরা এত ছুটাছুটী করিয়া ক্ষুদ্র জীবনের অল্পবুদ্ধির ক্ষয় কর কেন? তোমাদের কি আছে! তোমরা আশৈশব যাহা ২ দেখিয়া আসিতেছ এবং যাহা করিতেছ তাহার একটীও উন্নত প্রকৃতি নহে, সমুদায়ই অধোগতি ও নির্ব্বাণ মূলক, তবে তোমাদের উন্নতি হইবে কিসে? তোমাদের পাঠ্য শান্তি রসাস্পদ কাব্য, আহার্য্য অতি লঘুপাক তণ্ডুলকণা, ধর্ম্ম অহঃরহ সংসারে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছে, বাণিজ্যের মধ্যে

তোমাদের প্রধান, তোমাদের উন্নতি কিসে হইবেক, তোমরা ভালবাস কোকিল কূজন, সহস্রমুখে ব্যাখ্যাকর মলয় সমীরণের; অতি সামান্য কারণেই মহা আহ্লাদিত হও, কাযে কাযেই তোমাদের উন্নতির আশাও আকাশ কুসুম সদৃশ, তোমাদের শরীর বায়ুভরে হেলেপড়ে চাঁপাফুলের গন্ধে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হয়, কাক, বিড়াল, প্রভৃতি পশু পক্ষীদিগের রবে অমঙ্গল আশঙ্কা কর, সুতরাং তোমাদের উন্নতিও তদনুযায়ীণী, তোমরা অল্পেই হাঁস, অল্পেই কাঁদ, অল্পেই রাগকর, আবার অল্পেই থাম, সবই শীঘ্র শীঘ্র, সকলই সাধারণ কারণে উদয়, সাধারণ কারণে লয়, এ অবস্থায় কার কবে উন্নতি হইয়াছে? অব্যবস্থিত চিত্তশালীদের কোন কার্য্যই দৃঢ়তর নহে। আজ একজনের প্রতি কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একজন প্রধান সুহৃদের মত বিবেচনা করিলে কাল আবার অন্যকোন লোকের নিকট তাহার একটু বিরুদ্ধাচরণের কথা শুনিয়াই একেবারে তাহাকে দশহাত জলের নীচে নামাইলে; কিন্তু বিবেচনা করিলেনা যে এটা কতদূর সত্য; এই প্রকার যাহাদের হৃদয়ের চঞ্চলতা তাহারা যে কোন বিষয়ের উন্নতি করিবেক আদৌ তাহাই স্থির করিতে পারেনা; যখন কিসে উন্নতি হইবে তাহা স্থিরকরা এবং দৃঢ় হইয়া তাহার হিতাহিত বিবেচনা করা যাহাদের ক্ষমতাতীত তাহারা যে কেন উন্নতি বলিয়া পাগল হয় এই আশ্চর্য্য। লোকে সাধারণ কথায় বলে "মাথানাই তার মাথার ব্যথা,, বাঙ্গালিদের তাই, বাঙ্গালি-দের ঢাল নাই তরওয়ার নাই খামচা মারেঙ্গা,, এইটি স্থির করে তাহারা মনে মনে নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করেন। একথা তাঁহারা বলিতে পারেণ যে কাঠবিড়ালেও সাগর বেন্ধেছিল? আমরাও প্রত্যেকে ৩।। সাড়ে তিন হাত মনুষ্য এবং বিদ্যাবুদ্ধিও কিঞ্চিৎ আছে, তাহা ঠিক, কিন্তু মন কোথায়? যদি বল, মন ভিন্ন

কি চেতনের জীবন সম্ভবে? তাওঠিক, মন আছে এবং মনের কার্য্যকারিতা ক্ষমতা ও যৎকিঞ্চিৎ আছে কিন্তু সেই ক্ষমতার দ্বারা যে অন্য উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টাকরা সেটা দুরাশা মাত্র।

সম্প্রতি বঙ্গবাসীগণের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা যে প্রকার চেষ্টাই কেন না করুন, তাহা সুসিদ্ধ হইবে না। এখনও বাঙ্গালীদের সে সময় উপস্থিত হয় নাই। এখনও বাঙ্গালীদের তেমন অবস্থা ঘটে নাই যে, দুই একটী মুখের কথা বিতরণ করিয়া জগৎ কিনিতে পারেন। যেসকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইলে বঙ্গবাসিদের উন্নতি হইবে, অদ্যাপিও সেসকল সামগ্রীর অভাব ঘটে নাই। যখন বাঙ্গালীরা পাষাণে বুক, কপাল, কুটিয়াও একমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে পারিবে না, যখন দাসানুদাসত্ব গ্রহণ করিলেও রজতখণ্ড দেখা ভার হইবেক, দিবারাত্রি সমান পরিশ্রম করিয়া শরীরের রক্ত জল করিলেও, সন্তোষের সহিত উদর পূর্ত্তি হইবে না; লজ্জা নিবারণ করিতে যে সময়ে বৃক্ষের বল্কল পাওয়াও কষ্টকর হইবে, তখন মনে করিলে বাঙ্গালীরা উন্নতি করিতে পারিবে। যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জীবনকে ক্ষুদ্রবোধ হইবেক, যখন সভ্যতার অনুরোধে, অনাবশ্যক বিষয়, আর আবশ্যক বলিয়া বোধ থাকিবে না, যখন অন্য উন্নতিশালী জাতি হের, যঘন্য ইতর জঙ্গলা জাতী বলিয়া ঘৃণা করিবেক, সেই সময়ে ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালীরা উন্নতি করিতে পারিবেক।

সে দিনের অনেক দিন বাঁকি, এখনও স্বচ্ছন্দে দাসত্ব পাওয়া যাইতেছে, এখনও দুইবেলা অনায়াসে আহার্য্য মিলিতেছে: এখনও সকল স্থানে ছায়াবাজির পুতুলের মত মান রহিয়াছে; এখনও কলমবাজিতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে; এখনও জাতীয় গৌরবে হৃদয় পুর্ণ রহিয়াছে; সুতরাং উন্নতির

কাল উপস্থিত হয় নাই। যখন কেঁড়ে, ছিঁড়ে খেতে পারিবে, আত্মপর বোধ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবেক, মান, অপমান, স্বর্প নির্ম্মোকের মত ত্যাগ করিতে পারিবে, তখন উন্নতির চেষ্টা করিও সহজেই সিদ্ধকাম হইতে পারিবে!

দৃঢ়তাই উন্নতির মূল, বঙ্গবাসিগণ! তোমাদের দৃঢ়তা কোথায়? তোমাদের সব শিথিল, আহার্য্য, পরিধেয়, মন প্রাণ শরীর, সমাজ বন্ধন, জাতী তোমাদের আপনার বলিতে যা কিছু আছে তাবতই শিথিল, তাবতই কমজোর, বিসে তোমরা এই যৎসামান্য উপকরণে একটী প্রকাণ্ড কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা কর? যে দেশের লোক, কোকিলের ডাকে ব্যাকুল হয়, কুকুরের শব্দে ভীতহয়, টিক্‌টিকিতে যাদের গতি বন্ধকরে; সেদেশের আবার উন্নতি? সেদেশের লোকের আবার চেষ্টা? রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ লইয়া, যে দেশে মহা দ্বেষভাব রয়েছে, মেঘ গর্জ্জনে যে দেশে বিদ্যার চর্চ্চা বন্ধ থাকে; অন্যের জলস্পর্শে যে দেশের লোক অশুচি হয় সে দেশের আবার উন্নতি কি মুখের কথায় হয়? তা হবার যো নাই? সে এক প্রকার স্বতন্ত্র রোগ, স্বতন্ত্র শিক্ষা; এপ্রকার মৃদুপ্রবাহে তার কিছু হইবেনা। একথা স্বীকার্য্য যে, তোমরা অনেক জান, কিন্তু আবার একথাও স্বীকার্য্য যে কিছু বোঝনা; যেমন সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেই প্রথমে যে গান বাজাতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন হৃদয় তন্ত্রীর সহিত সেতারের মিল থাকে না, তোমাদেরও তাই, তোমাদেরও হৃদয়ের সহিত কোন বিষয়ের মিল নাই; যাকিছু বাহিরে, ভিতরে সব আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ, তোমরা ডাকের সাজের প্রতীমা, সম্মুখে বেশ সজ্জিত পিছনে খড়, দড়ি। তোমরা যোড়াসুতায় বুনান, দেশি কাপড়ের মুখপাত; কিন্তু ভিতরে জেলা ফেলা। এই ভাব দূর হইয়া যখন তোমাদের সকলদিক্; অর্থাৎ ভিতর বাহির সব সমান, সব নিটল

হইবেক তখন উন্নতিও হইবে। যখন একজনের দুঃখে সকলের চক্ষে জল পড়িবে, যখন একের ক্ষুধায় সকলের শরীর অবসন্ন হইবে; যখন একের বিপদে সকলের হৃদয় বিচলিত হইবে, তখন অল্প চেষ্টায় মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। অতএব এখন স্থির চিত্তে এই প্রাণায়াম শিক্ষা কর যে, একদুঃখে যেন সকলে কাঁদি; একসুখে যেন সকলে হৃদয় খুলে হাঁসি। আর ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা কর যে একসূত্রে সকলের মন গাঁথা হউক, সকলের হৃদয়ে এক প্রকৃতির প্রবাহ প্রবাহিত হউক। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ে কিছু হইবে না।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।

আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার প্রণীত "ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের" এক খণ্ড আমাদিগকে স্নেহোপহার প্রেরণ করিয়াছেন। কৈলাশ বাবুর গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা করিতে আমাদের অধিকার আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, সুতরাং এ প্রস্তাবে তাঁহার গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা করিতে আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, "ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত" পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা এই উপলক্ষে আরও দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।

আমাদের মাতৃভাষা এবং আমাদের শিক্ষা দীক্ষা কেবল নভেল নাটকে পর্য্য বসিত হইলে, ভাবা অর্থ করি এবং আমরা অন্তঃসার সম্পন্ন জীব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না।

* শ্রীকৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য আট আনা।

ভাষার পরিবর্দ্ধন ও জীবনী শক্তির সহিত জাতীয় জীবনের পরিবর্দ্ধন ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাদের ভাষা যেমন নিস্তেজ-কোমল অবলা প্রকৃতিকা, আমরাও তদ্রূপ নিস্তেজ-কোমল অবলা প্রকৃতি সম্পন্ন জীব। ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের কার্য্যকারী কঠোর বৃত্তি সকল পরিচালিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাষায় এমন কিছু নাই যাহা পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয় নিহিত অমূল্য শক্তি নিচয় কঠোররূপে পরিচালিত হইতে পারে তদ্রূপ কঠোর বৃত্তি পরিচালনার প্রকৃত উপায় বিধান হইতে পারে এমন কিছু করিতে হইলে, আমরা এইক্ষণ কৃত বিদ্য সমাজ হইতে কি প্রার্থনা করিতে পারি? জগতে যখন যে জাতি প্রকৃত উন্নতির পথে পদার্পণ করিয়াছে যে জাতীর ভাষা সমধিক অর্থকরি ও জীবনী শক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, সেই জাতীর মধ্যেই সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এই উভয়েরই বহুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সাহিত্যে মনুষ্যকে দেবতা করিতে পারে, যে বিজ্ঞানে মনুষ্যের আত্মাকে সত্যের সুধাময় জ্যোৎস্না ধৌত করিয়া আকাশের মত পরিসর করিতে পারে, তদ্রূপ সাহিত্য বিজ্ঞানের সমান আলোচনা ব্যতিত জগতে কোন জাতি, কোন কালে উন্নতির প্রসস্ত বক্ষে অবাধে বিচরণ করিতে পারে নাই, এইক্ষণ পারিতেছে না এবং কখনও পারিবেও না। বিজ্ঞানে সমাজের সর্ব্বাঙ্গিন স্বাধীনতা সংসিদ্ধ হয়, সাহিত্যে জাতীয় স্রোত সংযত করিয়া এক অপূর্ব্ব পথে প্রবাহিত করায়, বিজ্ঞানে সমাজকে গঠন করে, সাহিত্যে সেই গঠিত মূর্ত্তিকে বিবিধ অমূল্য অলঙ্কারে সাজাইয়া দেয়; নহিলে মূর্ত্তিপ্রতি আশক্তি জন্মে না। বিজ্ঞানে মনুষ্যকে অত্যুন্নত প্রদেশের অতি দুর্গম বর্ত্মে বিচরণ করায় সাহিত্যে সেই আতপতাপে পরিক্রান্ত, পথিকের মস্তকে শীতল স্বর্গীয় সুধা শিঞ্চন করিয়া

শান্তিদান করে। নাহলে বৈজ্ঞানিক চাহতে পারেন না, কিয়দ্দূর গমন করিয়াই উন্মাদ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিজ্ঞানে চিন্তার অনন্ত জগতে লইয়া গিয়া সমস্ত ভুলাইয়া দেয়, কোনদিকে কি করিতে হইবে তাহার স্থিরতা থাকে না, যে দিকে যাও কোন দিগে তাল পাওয়া যায়না, তখন সাহিত্য সঙ্গের সঙ্গী হইয়া মধুর বাক্যে পথ প্রদর্শন না করিলে, বৈজ্ঞানিক স্থির থাকিতে পারেন না। বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের এতই নিকট সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অপরের কার্য্যকারী ক্ষমতা লোপ হইয়া যায়। সুতরাং আত্মাকে উন্নত করিতে হইলে, সমাজকে কার্য্যকারী শক্তি প্রদান করিতে হইলে, এবং ভাষাকে জীবন্ত করিতে হইলে, সাহিত্য বিজ্ঞান উভয়েরই আবশ্যক। আমরা কৃত বিদ্য সমাজ হইতে এই উভয়ের জন্যই প্রার্থনা করি।

সাহিত্য বিজ্ঞান অতি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। এরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ কোথায় হইবে? ইতিহাসের বিশাল বক্ষে ইহার ভিত্তি মূল সংস্থাপন না করিলে, মূল দৃঢ়তর হয় না। ইতিহাস ভূত ভবিষ্যতের একমাত্র কীর্ত্তি নিকেতন। সুতরাং সাহিত্য বিজ্ঞানের মূল প্রবর্ত্তক। আমাদের ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান এবং ইতিহাস এই তিনেরই অভাব। আমাদের উন্নতির কথা এখনও অতিদূরে। আমাদের যাহা হইবার তাহা একবার হইয়া বহিয়া গিয়াছে। এইক্ষণ আমরা নিতান্ত শিশু আমাদের ভাষার নিতান্ত শৈশবাবস্থা। এ অবস্থায় আমরা আপন ক্ষমতায় যতদূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি ততদূরই ভাল। অন্যের দেখিয়া বেসি আস্ফালন করি—অত্যূর্দ্ধে উঠিলে আমাদের নবীন শৈশব কোমল পক্ষ ব্যথিত হইবে। সুতরাং আমাদের অবস্থা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলা উচিত কৃত বিদ্য সমীপে ইহাও একটী প্রার্থনীয়। আমরা এইক্ষণ দীন দরিদ্র; অন্যের দ্বারে ভিক্ষা

করিলে, দরিদ্রের তাহাতে লজ্জা করিবার কারণ নাই। আমাদের এক্ষণে নিজের বলিতে কিছুই নাই, অন্যদীয় রত্ন ভাণ্ডার হইতে ধীরে ধীরে রত্ন সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করুন, তাহাতে অপমান বোধ করিতে নাই। আমাদের কিছুই নাই, তবু যাহা আছে, তাহাই লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করায় হানি কি? দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরইত স্বভাবিক,—অট্টালিকা সাজিবে কেন? বঙ্গীয় কৃতবিদ্য! অপনারা এখন এ অবস্থায় উন্নতি, উন্নতি করিয়া চিৎকার করিবেন না, এই ভগ্ন কুটীরে বসিয়া যখন দেখিবেন প্রাসাদ বাসিকে পদতলে আনিতে পারিয়াছি, তখন উন্নতির কথ. মুখে আনিবেন, তখন ভাষা পূর্ণাবয়ব ধারণ করিবে সামান্য তরঙ্গে অঙ্গ চ্যুত হইবে না,তখন নভেল নাটক লিখিবেন।

এখন কৃতবিদ্য! আপনি তদ্রূপ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য একটু কঠোর অনুষ্ঠান করুন। কঠোর কামনা সুসিদ্ধ করিতে হইলে একটু কঠোর সংকল্পও চাই। সেই অনুষ্ঠানের মূল অতৃপ্তি, আত্মানু সন্ধান এবং আত্মশাসন, সেই সংকল্পের মূল আত্ম সংযম, আত্ম প্রসাদ, আত্ম বিনিময়. এবং আত্ম বিসর্জ্জন। এই সকল ঘটিলে হয়তঃ কখনও আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টতা এবং ভাষার সজীবতা সম্পাদিত হইবে।

এইক্ষণ আমরা সকল দিকেই অপ্রাপ্ত ব্যবহার। আমাদের চক্ষু ফুটে নাই, কর্ণের শ্রবণ শক্তি জন্মে নাই, চক্ষু কর্ণকে সজীব করিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তদ্রূপ ইতিহাস আমাদের নাই। আমাদের এই অভাব দুর করিবার জন্য যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। যে সকল মহাত্মারা মাতৃভাষায় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া স্বদেশের কথঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তাঁহাদের সংগৃহীত ইতিহাসের দ্বারা

...শানুরূপফল পাওয়া যায় না। আমাদের যেরূপ অবস্থা এ অবস্থায় যাদৃশ ইতিহাসের আবশ্যক, তদ্রূপ ইতিহাস লিখিতে কেহই প্রকৃষ্ট পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। ইতিহাস কেবল রাজ চরিত্র মাত্রে পর্য্য বসতি হইবে, এমন কথা নহে, ইতিহাস জাগতিক ঘটনা মাত্রেরই আধার স্বরূপ। তদ্রূপ ইতি-হাস লিখিতে আমাদের দেশের কয়জন মহাত্মা চেষ্টা করিয়া-ছেন? অগ্রে আপনার, তারপর প্রতিবাসীর, তারপর স্বদেশের ও স্বজাতীয় সাধারণের; শেষে ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন জাতীগত ঘটনা লইয়া ইতিহাস লিখিতে হয়। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা ভারতের ইতিবৃত্ত লিখিবার পূর্ব্বে জন্ম ভূমী বঙ্গের ইতিবৃত্ত লিখা আবশ্যক! এই ভারত এই বঙ্গ আজ না হয় পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছে, এক দিন ইহা জগৎ গৌরব রূপিণী রত্ন প্রসবিনী বলিয়া পরিচিতা ছিল। ইহার গর্ভে কত রত্ন জন্মিয়া, কত বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া কালের অনন্ত আবর্ত্তে আপনা আপনি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কে জানে? সেই সকলের উদ্ধার সাধন না করিয়া বিদেশীয় ও বিজাতিয় রাজ চরিত্র মাত্র অনুবাদ করিলে বালক শিক্ষার উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। আমরা যেরূপ ইতিবৃত্তের প্রয়োজন স্বীকার করি তাহার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় ও পণ্ডিতবর রামদাস সেন মহাশয় সকলের অগ্রণী। অন্যান্য কয়েক ব্যক্তিও আমাদের লক্ষ স্থল, তন্মধ্যে "ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত„ প্রণেতা কৈলাশ বাবু একজন।

"ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, আমাদের সমধিক আদরের সামগ্রী! ত্রিপুরা আমাদের গৌরব চিহ্ন, এই জন্য বিবরনাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিব।

"চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। বৈবস্বত মনু একবংশের পিতামহ, অন্যবংশের মাতামহ। মনুপুত্র ইক্ষাকু

সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ। মনু কন্যা ও বুধের সহধর্ম্মিনী ইলা চন্দ্রবংশের আদিমাতা। মনু হইতে সাতান্নজন নৃপতির পর রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হন। বুধ হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৫৪ পুরুষ দেখা যাইতেছে। যুধিষ্ঠির ঋষিগণের নিকট "রামোপাখ্যান" অতি প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরের বহুকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। কিন্তু পুরুষানুক্রমে গণনা করিলে এই উক্তি কোনমতে সত্য বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রাচীন সময়ের সমস্ত উপরোক্ত ২ টি বংশ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে। এটি কেবল ভারতবর্ষে নহে। ইজিপ্ত চীন তাতার প্রভৃতি দেশে প্রাচীন রাজবংশ সকল ও চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। সকলে অবগত আছেন, মিথিলাপতি জনক শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর। ইক্ষাকুর অন্যতর পুত্রের বংশজ চতুর্ব্বিংশতি নৃপতি জনক। কিন্তু ইক্ষাকু হইতে সাতান্ন নৃপতির পর রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ত্রিপুরার রাজ মালারমতে যযাতির প্রপৌত্র ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদিকে যযাতি হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত গণনা করিলে ৫০ পুরুষ হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ত্রিপুরার চতুর্থ নৃপতি পৌরব বংশের পঞ্চাশত্তম নৃপতি সম সাময়িক। পৌরবেরা যে অল্পায়ু হইয়াছিলেন, তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারিনা। কারণ পুরাণে দেখা যাইতেছে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ অপেক্ষা পৌরবেরা সকলেই দীর্ঘায়ু হইয়া ছিলেন। বিশেষত পৌরবেরা অল্পায়ু হইলেও ত্রিপুরার প্রত্যেক নৃপতি যে ১৬ জন পৌরব নৃপতি হইতে অধিক আয়ুলাভ করিয়া ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়না;

কিন্তু ব্রহ্মার ত্রিষষ্টিতম উত্তর পুরুষ রামচন্দ্র ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সম কালিক-ইহা বিশ্বাস করিলে আমাদের এই আপত্তিটি সহজে মীমাংসা হইয়া যায়। আমরা প্রবাদের উপর নির্ভর করিব; তথাপি এ যুক্তিটি বিশ্বাস করিব না। দুই বংশের আদি পুরুষ দুইটি পৃথক যযাতি হইলে আমরা কোন গোলে পতিত হই না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে একটি কিম্বদন্তী আছে। সেটি বিশ্বাস করিলে আমাদের উভয় দিক রক্ষা হয়। উক্ত কিম্বদন্তী অনুসারে একই যযাতি উভয় বংশের আদি পুরুষ; ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সম সাময়িক "ত্রিপুর দ্রুহ্যুর পুত্র নহেন, কেবল উত্তর পুরুষ মাত্র। দ্রুহ্যু হইতে দ্বাত্রিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন"। আমরা এই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া বংশাবলিতে অঙ্কপাত করিলাম। তবে যযাতির এক পুত্রের পঞ্চত্রিংশ উত্তর পুরুষ অন্যতর পুত্রের চতুঃপঞ্চাশং উত্তর পুরুষের সাময়িক হইতে পারেন। জনকরাজ কুশধ্বজকে রামচন্দ্রের সম কালিক বলিলে ত্রিলোচনকেও যুধিষ্ঠিরের সম কালিক বলা যাইতে পারে। রাজপুতনার বিখ্যাত বংশগুলি যেরূপ যুক্তি দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য বংশজ বলিয়া স্থিরকরা হইয়াছে, যদি তাহা বিশ্বাস্য হয় তবে ত্রিপুরা পতিগণও যে চন্দ্রবংশজ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। যাহা হউক চন্দ্র সূর্য্য বংশ লইয়া বাদানুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, ত্রিপুরার রাজবংশ অতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করাই আমাদের অভিপ্রায়।

ইহা একরূপ নিশ্চিত, যে ত্রিপুরাপতি ত্রিলোচন রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সম কালিক। ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির হইতে পৃথুরাজ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বংশজ হইলেও ক্রমে ১০০ নৃপতি অভিষিক্ত হইয়াছেন। উড্ সাহেবের পুস্তকে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এই ১০০ নৃপতির রাজত্ব কাল ২২৫০ বৎসর স্থির হই-

য়াছে। তাহাতে প্রত্যেকের রাজত্ব কাল গড়ে ২২॥ সাড়ে বাইশ বৎসর হইতেছে। রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক সময়ে একটি শাক প্রচলিত করিয়া যান। যুধিষ্ঠিরের প্রচলিত ১১২৩ অব্দে বিক্রমাদিত্য সম্বৎ প্রচলিত করেন। পরীক্ষিতের রাজ্যাধিকার হইতে বর্ত্তমান সময় গণনা করিতে হইলে, যুধিষ্ঠিরের অব্দের সহিত সম্বৎ যোগ করিতে হইবে। ত্রিপুরাপতি ঈশানচন্দ্র (১৮৬২ খৃঃ) ১৯১৮ সম্বতে পরলোক গমন করেন ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই গণনা দ্বারা পরীক্ষিতের সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত ৩০৪১ বৎসর হইতেছে। এই সময় মধ্যে ১৩৫ জন নৃপতি ত্রিপুরার সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাহাতে ইহাঁদের রাজত্ব কালও প্রত্যেক গড়ে ন্যূনাধিক সাড়ে বাইস বৎসর হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ রত্ন মাণিক্যের সময় হইতেই ত্রিপুরায় মুসলমান দিগের সংশ্রব।

একদিকে যেমন পৃথুরাজ পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছে, অপর দিকে আমরা তেমনই রত্নমাণিক্য পর্য্যন্ত ধরিলাম। যুধিষ্ঠির হইতে পৃথুরাজ ১০০৩ তম নৃপতি; এদিকে ত্রিলোচন হইতে রত্ন মাণিক্য ৯৮ তম নৃপতি। রত্নমাণিক্য ১২০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সামান্য অসামঞ্জস্য ধর্ত্তব্য নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ত্রিলোচন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে রাজাবলি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ত্রিপুর রাজবংশ অতিপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই সঙ্কোচিত হইবেন না। মহাভারত যদি যথার্থই মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকে, তবে আমরা ইহা বলিতে পারি, ভারতে যে সকল রাজা এবং রাজবংশের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা বেদব্যাসের পূর্ব্বতন। মহাভারতে দুই স্থলে ত্রিপুরার উল্লেখ আছে। প্রথম, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা পরাজয়;

দ্বিতীয় ঘোষ যাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে দুর্য্যোধন সেনাপতি কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা পরাজয়। ইহা ভিন্ন পাঠ মালা গ্রন্থেও ত্রিপুরার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লবে কত রাজ্য লয় হইয়া কত অভিনব রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। যে অবস্থাতে থাকুক, ত্রিপুরা সেই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুসলমানেরা ক্রমাগত ৫৭৭ শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাহার পর আপনাদিগের রাজ্য ফেনি নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কেবল ত্রিপুরাপতিগণের বাহুবল প্রভাবেই তাঁহারা এতদিন ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুর কর্ম্মচারী জগৎ রায়ের কুচক্রে ত্রিপুরা মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়া অর্দ্ধ স্বাধীন অর্দ্ধ পরাধীন হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ত্রিপুরাধিপতিগণ কখনও মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

সচরাচর বঙ্গ ভাষায় আমরা যে সকল গ্রন্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তন্মধ্যে কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ ও চৈতন্য চরিতামৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থ দ্বয় ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। কিন্তু ত্রিপুরার রাজমালা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

রাজবংশের বিবরণ।

ত্রিপুরার রাজবংশের আচার ব্যবহার ও বিবাহাদি সম্বন্ধে আমাদের সন্ধানানুসারে কিছু লেখা উচিত। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ত্রিপুরার জজ্ কাউন সাহেব লিখিয়াছেন, ত্রিপুরার রাজবংশে দুই প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

আমরা সাহেবের কথার অনুমোদন করিতে পারিনা। আমাদের বিবেচনায় ত্রিপুরার রাজবংশের বিবাহ প্রণালী সকল নিশ্চয়রূপে লোকসমাজে প্রকাশ করাযায় না। কারণ কোন হিন্দু পরিবারে বর্ত্তমান সময়ে এবম্প্রকার কুপ্রথা আমরা দেখিতেছিনা। আমরা মহাভারতে সেকালের রাজগণের বিবাহাদি বিষয়ে যেরূপ অবৈধ ব্যবহার দেখিতে পাই, ত্রিপুরার রাজবংশে আজও সেই প্রকার অনেকগুলি প্রথা দেখিতেছি। ভারতকার মহাত্মা ব্যাস একটী অবৈধ কার্য্য লিখিতে গিয়া দৈববাণী কি দেবাদেশ অথবা একটী অলৌকিক কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দোষগুলি সমুদয় সারিয়া লইয়াছেন। আমাদের ত্রিপুরাপতিগণ "স্বেচ্ছাচার" ধর্ম্মের বলে সে সকল সারিতেছেন। যাহাহউক আমরা যখন বিবাহ প্রণালী লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমরা ন্যূনপক্ষে তিন প্রকার বিবাহ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিনা। যথা ব্রাহ্ম, শান্তি গৃহীতা, ও কাছুয়া। কাউল সাহেব প্রথম দুটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয়টী তিনি বিবাহ মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। কিন্তু আমরা কোন মতেই কাউলেরমত ভ্রমশূন্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজবংশে যখন কোন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তখনি দেখা যাইতেছে, একজন অন্যকে পরাজিত করিবার অভিলাসে কাছুয়ার পুত্র বা অবৈধ পুত্র বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। এবং সে সময়ে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে স্ব স্ব মত সমর্থনোপযোগী প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। কাউল সাহেব অতি ভয়ানক সময়ে ত্রিপুরার রাজবংশে দুইটী বিবাহ প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিরোধ সময়ে অনুসন্ধান করিলে রাজবংশের আচারাদি যাহা নির্ণয় করাযায়, তাহা অপেক্ষা বিরোধের সময়ে প্রকাশিত আচার যে সত্য হইবে, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা

যাইতে পারেনা। আমরা কাছুয়াদিগকে রাজ পত্নীত্ব পদ হইতে বিচ্যুৎ করিতে পারিনা। যখন কাছুয়ার গর্ভজাত সন্তানেরা উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন কাছুয়া অন্যান্য পত্নীগণের ন্যায় স্বামির সহিত অনুমৃতা হইয়াছেন, তখন কাছুয়াকে পত্নীনয় বলিয়া নির্দ্দেশকরা নিতান্ত অন্যায়। ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়মাদি সকলেই অবগত আছেন। শাস্তি গৃহীতা বিবাহ গান্ধর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়া থাকে; পুষ্পমালা বরিবর্ত্তন এবং মন্ত্রপূত শান্তিজলে বর কন্যার অভিষেক কার্য্য হইলেই এই বিবাহটী সম্পাদিত হইল। কাছুয়া বিবাহটীও গন্ধর্ব্ব মতের অংশমাত্র, বর কন্যার ত্বংমে পতিঃ ত্বংমে ভার্য্যা।" এইরূপ জ্ঞান হইলেই কাছুয়া বিবাহ সম্পাদিত হইল। রাজপত্নীগণের কতকগুলি উপাধি আছে, যথা—ঈশ্বরী, মহারাণী, মহাদেবী ও দেবী। বংশমধ্যে প্রধান রাজ্ঞী জগদীশ্বরী পদবাচ্য হইয়া থাকেন।

ত্রিপুরার রাজবংশে বাল্য বিবাহ অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ বিবাহই প্রাপ্তবয়স্ক বর কন্যার মধ্যে সম্পাদিত হয়। সাস্ত্রকারেরা রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল নরক গামী হইবে বলিয়া বঙ্গবাসিগণকে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, ত্রিপুরা রাজবংশজগন তাহাতে বিহ্বোল হন নাই। তাহাদের অধিকাংশ বিবাহই রজোদর্শনের পরে হইয়া থাকে। রাজবংশে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহও কখন ও কখন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বতন ত্রিপুরাপতিগন শৈব ছিলেন। অল্পদিন হইল নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামিগন রাজপরিবারে কৃষ্ণমন্ত্রের বীজ বপন করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ত্রিপুরায় যেরূপ নরবলির প্রথা

দেখা যাইতেছে. ভারতে অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের বোধহয়, এই নৃশংস ও জঘন্য ব্যবহার আজিও ত্রিপুরা হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশ দেবতার একটী অর্চ্চনা হয়; ইহাকে "কের পূজা"বলে। এই পূজার সময় একদিন ও দুই রাত্রি ত্রিপুরা বাসিগনকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমনকি নৃপতিও গৃহের বাহির হইলে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক (চোন্তাই) তাঁহাকে অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এই পূজার ১৪ দিবস পূর্ব্বে আর একটী অর্চ্চনা হয় তাহাকে "খাচি পূজা" বলে। সে সময় গভীর রজনীতে নরবলি হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের সন্দেহ আছে।

রাজচিহ্ন।

ত্রিপুরার রাজসিংহাসন অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে ত্রিলোচন তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া একখানি উৎকৃষ্ট সিংহাসন লাভ করেন। প্রাচীন নৃপতিগন. যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই সিংহাসন অধিরূঢ় হইতেন। বর্ত্তমান রাজাসনটী তাহার প্রতিকৃতি। (১) হনুমান ধ্বজ, (২) দণ্ড, (৩) ধবল ছত্র, (৪) আরঙ্গি, (৫) চন্দ্রবান, (৬) সূর্য্যবান, (৭) মীন মনুষ্য, (৮) মানব-হস্ত, (৯) তাম্বুল পত্র, এই নয়টী রায়কীয় প্রধান চিহ্ন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি উপচিহ্ন আছে। উপচিহ্নর মধ্যে কতকগুলি যাবণিক রাজচিহ্নও প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক নৃপতির রাজ্যাভিষেকের সময় নূতন মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে কয়েকটী সিংহ ও শকাব্দা শাক, দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ভূপতি এবং রাজ্ঞীর নাম মুদ্রিত। ঈশ্বরী উপাধি ধারিণী সমস্ত রাজপত্নী

গণের নামে পৃথক পৃথক মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু নৃপতির নাম এবং প্রথম পৃষ্ঠা প্রত্যেক মুদ্রাতেই একরূপ।

* * * ত্রিপুরাতে একটী শাক প্রচলিত আছে। এই শাকটী বাঙ্গালায় প্রচলিত সালের তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১২৮৩ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। কোন নৃপতি এই শাকটী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি।

ত্রিপুরা জাতির বিবরণ।

বোধহয় ত্রিপুরাগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী। কিন্তু ইহাদের মুখশ্রীতে ককেসিয়ান এবং মঙ্গোলিয়ান উভয় শ্রেণী মনুষ্যের জাতি সাধারণ চিহ্নগুলি মিশ্রিত আছে। ইহারা মধ্যমাকৃতি ও সবল শরীর এবং যুদ্ধকার্য্যে শিখ্ ও গোরখাইদিগের ন্যায় সুপটু। ত্রিপুরাগন রাজভক্তি পরায়ন এবং প্রকৃত অতিথেয়। তাহাদের এক একটী বাটী আমাদিগের এক একটী পল্লীগ্রামের ন্যয়ে। অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হইয়া তাহাতে বাস করে এবং তন্মধ্যে একজন সর্দ্দার পদবাচ্য হয়। ইহাদের মধ্যে সম্পুর্ণ-একতা আছে। ইহারা সাকার উপাসক এবং নামান্তরে হিন্দুশাস্ত্র প্রসিদ্ধ সকল দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা দেব দেবীর নিকট ছাগ, ছাগী, কুক্কুট, হংস, ডিম্ব, বরাহ, মহিষ, গবয়, প্রভৃতি বলিদান করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য সকলকেই ঘৃণা করে। ত্রিপুরাগণের বিবাহ প্রায়ই বর কন্যার অভিপ্রায় মতে হইয়া থাকে। এবং বিবাহের পুর্ব্বে বরকে বিবাহের পণ স্বরূপ ন্যুনাধিক এক বৎসর শ্বশুরের সংসারে কৃষিকার্য্য করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। ত্রিপুরা জাতি মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা

আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা সাহেব দিগের ন্যায় অধিক প্রবল নহে। তাহারা স্ত্রী পুরুষে একত্র হইয়া (জুম) কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রায়ই বৎসর বৎসর বাসস্থল পরিবর্ত্তন করে উপর্য্যুপরি একস্থলে কৃষিকার্য্য করিলে ভূমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়. এই জন্যই তাহারা প্রতি বৎসর নূতন স্থানে বাস-স্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা নূতন আবাস স্থানের বন, জঙ্গল, দগ্ধ করে। পরে (টাক্যুয়াল) এক প্রকার কাটারির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া প্রত্যেক গর্ত্তে কার্পাস, ধান্য, আলু, ডেঁাট, তরমুজ, চান্দ্রা, প্রভৃতির বীজ একত্রে রোপন করে। পরে যথাকালে শস্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মান করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। ত্রিপুরা জাতির বাসস্থান ও কৃষি কার্য্যের নিশ্চয় না থাকায় ত্রিপুরেশ তাহাদিগের দম্পাতির প্রতি বার্ষিক রাজস্ব গ্রহণ করেন। অবিবাহিত কিম্বা পত্নীহীন পুরুষ দিগকে রাজস্ব দিতে হয় না। ত্রিপুরাগন গৃহনির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে। সুতরাং বিদেশীয় জাতি গণের সহিত বানিজ্যাদি বন্ধ হইয়া গেলেও তাহাদিগের কোন বিশেষ আবশ্যক বস্তু জনিত ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। ত্রিপুরা দিগের একটী স্বতন্ত্র ভাষা আছে। কেহ কেহ বলে ভাষাটী পূর্ব্বতন ত্রিপুরা পতিগন তাঁহাদিগের সহিত আলাপ ব্যবহারের জন্য সৃজন করিয়া ছিলেন। ইহাদিগের কথোপকথন শ্রবন করিলে বোধহয় যেন তাহা সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষা অন্য একটী পার্ব্বতীয় ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

ত্রিপুরা ভাষা লিখিত ভাষা কি না তাহাতে সন্দেহ আছে কোন কোন প্রচীন পুস্তকাদিতে বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত একরূপ

অক্ষর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ত্রিপুরার অক্ষর কি না বলা কঠিন। রাজমালাতে ত্রিপুরা ভাষা বা অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

ত্রিপুরা ভাষায় সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষার সকল শব্দ বিকৃত হয় নাই। কতকগুলি মাত্র শব্দ বিকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

মুঙ্গের অঞ্চলের একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটী বিচিত্র জমিদারী আটচালা সংস্থাপিত রহিয়াছে। আটচালার এক পার্শ্বে তিনখানি তক্তপোষ লাগাওভাবে বিন্যস্ত - তাহার উপর তোফা সতরঞ্চের বিছানা বিস্তৃত। একজন গভীর চিন্তা-মগ্ন-বঙ্গ-দেশীয় সুসভ্য যুবা পুরুষ তদুপরি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম-সীমা বড়বিংশতি বর্ষের মধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মস্তকের তৈলাক্ত-কেশ রাশি নিক্তিধরভাবে সীথি কাটা। নবোদ্ভিন্ন গোঁফ-গুচ্ছ স্পষ্ট কৃষ্ণ রেখাবৎ প্রতীয়-মান হইতেছে; এবং তদুপযুক্ত শ্মশ্রু-রাজি কপোলে চিবুক আচ্ছাদ করিয়া লম্বিত রহিয়াছে; আর শরীরের বর্ণ কিছু গৌর। পরিধান একখানি ইস্ত্রিকরা করা সাদা বিলাতী ধুতী; অঙ্গে জামা প্রভৃতির কোন আড়ম্বর নাই; ক্রোড়-দেশে একটী ছোট আকারের বেঁটে বালিশ। আর তক্ত-পোষের নীচে একটী আবলুশের জাট লাগান কলি হুঁকা হেলান রহিয়াছে—একটু তফাতে একজোড়া চঠনে বাজারের চটী জুতা পড়িয়া আছে।-বলিতে ভুলিতেছি, যুবার চতুর্দ্দিকে মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর প্রভৃতির সংহিতা গ্রন্থ সকল উদঘাটিত রহিয়াছে; আশিপুরা-

নীত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ গণের রচিত গ্রন্থও দুই একখানি আশে পাশে পড়িয়া আছে।

এখন পরিচয়ে জানা গেল তাঁহার নিবাস কলিকাতা অঞ্চলে। নাম ইন্দ্র প্রসন্ন মিত্র ইংরাজী উপাধি এম, এ,। তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইন্দু বাবুর এখন নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই। স্বদেশে স্বাস্থ্য পক্ষে কোন বিকৃতি ঘটায় ডাক্তার দিগের পরামর্শে জল-বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে সম্প্রতি মুঙ্গের অঞ্চলে আসিয়াছেন। সঙ্গে পরিবারাদি কেহই নাই, কেবল একটী ব্রাহ্মণ ও একটী সৎশূদ্র চাকর। যাহা হউক বাবুটী বেশ নম্র প্রকৃতি।

আলস্যে কাল হরণ করা অনুচিত বিবেচনায়, তাঁহার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃই হউক তিনি বঙ্গ-দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে যত্ন পর হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-নিচয় হইতে সেই বিষয়েরই তত্ত্ব-নির্ণয় করিতেছেন। তিনি সংহিতা গুলি লইয়া, বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না; তবে আদিশূরের সময়ের ব্রাহ্মণ-দিগের রচিত গ্রন্থ কয়খানি হইতে কিছু কিছু ভরসা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু মহা ভাবনা—সে সকল গ্রন্থে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলে বা নূতন প্রাপ্ত দুই একখানি তাম্র শাসনের অনুসারী হইলে, কোন কোন ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসের অবমাননা করা হয়; তাহা হইলে তাঁহার লিখিত ইতিহাস সাধারণ্যে প্রচলন-পক্ষে সাহেবেরা বিরোধী হইতে পারেন (এ কথা সঙ্গত কি না, তাহা তিনিই জানেন।) সুতরাং তাঁহার উভয় শঙ্কট। যাহা হউক যদিও ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক দোষ জন্মিয়াছিল তথাচ তিনি বুদ্ধিমান যুবা, কোন মতে টলিবার লোক নহেন, তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে সংস্কৃত গ্রন্থের মত এবং ইংরাজী গ্রন্থের মত একত্র

করিয়া এক মুচিতে গলাইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবেন।

এখন হটসন্, পটসন, চটাচট, পটাপট প্রভৃতি সাহেব দিগের হিষ্টরী ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া মহা এক সন্দেহ উপস্থিত করিলেন—বল্লাল সেন ক্ষত্রিয় কি কায়স্থ? কিছুতেই কিছু হয় না. লেখক এই ব্যাপার লইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন, প্রথম প্রথম এই মত সম্বাদ ও সাময়িক পত্র সকলে প্রকাশ করাইতে লাগিলেন, পাঠক মহলেও এক নূতন প্রকার ঐতিহাসিক তত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহা আন্দোলন বহিতে লাগিল। এখন এ সন্দেহের মীমাংসা করে কে?

মুঙ্গের পাহাড়ের অনতিদূরে অপর একটী গুহামধ্যে এক সুন্দরী পাষাণময়ী দেবী মূর্ত্তি সংস্থাপিতা আছেন। সেই মূর্ত্তির পার্শ্ব-দেশে অপর একটী পাষাণময়ী পুরুষমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়! সেই পাষাণ মূর্ত্তি হঠাৎ কথা কহিলেন,—কহিলেন "আমি বেদব্যাস,, বঙ্গ দেশের এক গোলযোগ দেখিয়া, আমাকে অসময়ে তপস্যা ভাঙ্গিয়া কথা কহিতে হইল, নতুবা বাঙ্গলা নানা প্রকারে ডুবিয়া যায়।,,

ভগবান্ বেদব্যাস দেবের পাষাণ মূর্ত্তি কথা কহিলেন দেখিয়া, তথায় অনেক লোকের সমাগম হইতে লাগিল, কৌতূহলী হইয়া আমাদের নূতন ইতিহাস লেখকও দেখিতে গেলেন। ভগবান্ ভূত ভবিষ্যদ্দর্শী ত্রিকালজ্ঞ এবং চিরজীবী, তিনি কাল-ধর্ম্মে পাষাণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন মাত্র তিনি বহু লোকের সমাগতি দেখিয়া পুনরপি কহিলেন, "হে কলি-মাহাত্ম্য-সঙ্কুল জীব-কুল! আমি অদ্য বঙ্গদেশীয় নব ইতিহাস লেখকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আবির্ভূত হইলাম। আমি চিরঞ্জীবী সুতরাং জগতে যাহাকিছু ঘটিয়াছে, তৎ সমুদায়ই অবগত আছি, এবং অদ্যাপি প্রত্যক্ষ-বৎ দেখিতে পাইতেছি। অতএব আমার কথা শুন, এবং সত্য

বলিয়া বিশ্বাস কর যে, বল্লালসেন ক্ষত্রিও নহেন কায়স্থও নহেন, তিনি বৈদ্য। লোক পরম্পরা যাহা শুনিয়া আসিতেছ, তাহা কদাপি মিথ্যা মনে করিও না। এবং অদ্য হইতে পঞ্চত্তম দিবসে তোমরা এইস্থানে উপস্থিত হইলে, এ বিষয়ের আরও বিশেষ প্রমাণ পাইবে।,,

এই বলিয়া ব্যাসদেব স্বীয়-বাক্যের সমর্থনার্থ লঙ্কাধামে বিভীষণের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। বিভীষণও একজন চিরজীবী ও এখন লঙ্কার একছত্র রাজা। যাহা হউক তিনি সত্য-বতী নন্দনের অনুরোধে কয়েকটী বিশ্বস্ত দূতকে মুঙ্গের পাহাড়ে প্রেরণ করিলেন। এদিকে নির্দ্দিষ্ট দিনে সমুদায় লোক কৌতু-হলী হইয়া, যথা স্থানে গমন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, কিস্কিন্ধ-বাসী কয়টী ভদ্র-লোক কিচ্ কিচ্ শব্দে কোলাহল করিয়া ব্যাস দেবের তপঃ গৃহের পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলি তোলপাড় করিতেছেন। তাঁহারা ভগবানের বর প্রভাবে কিয়ৎকালের জন্য স্পষ্ট কথা কহিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, লোক-সমষ্টিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " হে দ্বিপদ ভদ্রলোক গণ! যদিও আমাদের পূর্ব্ববাস কিস্কিন্দা বটে, কিন্তু কার্য্য শেষ হইলে লঙ্কার সুখ ছাড়িয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হইল না, সেখানকার কদলী বনের ফল-রাশি দুই হস্তে ছিঁড়িয়া অনবরত আহার করিয়াও কণামাত্র স্থান ফল-শূন্য করিতে পারি না; সুতরাং সেই খানেই বসিলাম; আর লঙ্কার বর্ত্তমান রাজাও আদর করিয়া আমাদিগকে রাজ-দৌত্যে বরণ করিয়াছেন। এখন তোমরা ভগবান্ ব্যাস দেবের কথায় যাহাতে অবিশ্বাস করিতে না পার, তাহারই সত্যতা প্রমাণ জন্য আমাদের কথা এই;—যখন আমরা রাক্ষস-হস্ত-হইতে রাজ-লক্ষ্মীর উদ্ধারোদ্দেশে নানাবিধ কঠিন কার্য্যেব্যাপৃত হইয়াছিলাম; তখন কয়জন মোটা মোটা বাঙ্গালী আমাদের প্রধানসহায় হইয়া-

ছিল, এমন কি তাহারা সাহায্য না করিলে তাঁহার উদ্ধার সাধন ভার হইয়া পড়িত। আমরা সেই কয়জন বাঙ্গালীর মুখে কত দিন শুনিয়াছি বল্লাল সেন বৈদ্য। তাহারা বোধ করি তোমাদের কুল চূড়ামণি স্বরূপ, অতএব তাহাদের কথায় বিশ্বাস কর।,,

এই ব্যাপারের দিন কতক পরে ইতিহাস লেখক একখানি বেঙ্গাল্ হিস্টরিতে যে কথার উল্লেখ দেখিলেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ ;—" কীচক পুরাণে লিখিত আছে, ভীমসেন কর্ত্তৃক কীচক-বধ সময়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও কচুরায় বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাঁহারা কীচকগণের সহায়তা করিতে ক্রটি করেন নাই। আর কীচকের সেই বধ্য-বন ভাগ বর্ত্তমান ত্রিবেনীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল।,

লেখক মহাশয় তদনুসারে স্থির করিলেন যে, ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ বল্লাল সেনের অনেক পরবর্ত্তি। আর সপ্তগ্রাম ও তখন অত্যন্ত বন-ময় প্রদেশ হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণ ইংরাজের যত্নে অনেক ভাল হইয়াছে।, আজ এই পর্য্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

"সোনাকড় জন সাধারণী সভার" একখানি বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজ্ঞাপনিতে সভার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও কার্য্য--প্রণালীতে যে সকল মহৎ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে গুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, সভা হইতে বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। আর যাঁহাদিগের হইতে এরূপ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহারাও প্রকৃত স্বদেশ হিতৈবি নামের উপযুক্ত।

শোকের ঝটীকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

একান্ন খৃষ্টাব্দে শুভ নবম মাসীয়—
—দশম দিবসে পিতৃ মাতৃ প্রাণ প্রিয়।
গিরিরাজ গৃহে যেন জন্মিল পার্ব্বতী,
অপূর্ব্ব রূপের ছটা অপূর্ব্ব মূরতি!

ভাতিল সূতিকা গৃহ, পিতৃমাতৃ হৃদি—
আশার আবাস! কিবা মিলাইল বিধি,
অমূল্য রতন যাহা অতুল্য ভুবনে
হেরি পিতা উল্লাসে অধীর মন প্রাণে।

ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমা লাগিল বাড়িতে
দিন দিন লাবণ্য মাধুরি বরাঙ্গেতে
বন্ধু বান্ধবেরা তাঁরে সন্দর্শন করি
খেলিত সবার মনে আনন্দ লহরি।

বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়েছিল অত্যল্প বয়সে,
কোমল বচন যেন মাখান পীযূষে,
একবার দেখেছে সে সোনারে ভুলিতে
চিরকাল চিত্তে চিত্র আবক্তি তুলিতে।

বাল্য কালোচিত ক্রোধ চাঞ্চল্য কি তার
সে স্বভাবে লেশ মাত্র হত না লক্ষিত,
আশ্চর্য্য সুস্থির ভাব আশ্চর্য্য স্বভাব
এরূপে শৈশব কাল হইল অতীত।

তার পর নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে
অজ্ঞাত কৃতান্ত দূত সঙ্গে হৈল বিভা
পূর্ণচন্দ্র গ্রাস কৈল অস্পৃশ্য চণ্ডালে!
তমসে ঢাকিল স্ফুট জ্যোৎস্নার আভা।

আছিল দ্বাদশ বর্ষ বয়স যখন,
তখনি পতির সেবা করিত কেমন!
আছিল অদ্বৈত ভাব পতি প্রাণ মন!
আশ্চর্য্য হইতে সবে করি সন্দর্শন।

নির্ম্মল পাষাণ পতি কুকর্ম্ম কলুশ
প্রতিকৃতি, ভয়ানক শার্দ্দুল সদৃশ।
নির্ম্মম পীড়নে প্রাণ সতত শাসীত
থাকিত সতীর; আহা! যে যাতনা দিত!

—কিরূপে বলিব তাহা? বলিবার তরে
ভাষা নাই অভিধানে, বলিব কিকরে?

ক্রমেতে হইল তার কর্ম্মের উন্নতি,
স্থানান্তরে গেল লয়ে সতীরে সংহতি।

কালক্রমে গুনবতী সসত্বা হইল,
যথা সময়েতে এক কন্যা প্রসবিল!
এক বর্ষ আট মাস দুহিতা যখন,
হইল কুমার এক সর্ব্ব সুলক্ষণ।

পূর্ণমনস্কাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলকৃষ্ণ একাকী। তিনি ভাবিতেছেন, যাহার কেহই নাই সেই একাকী—হয়ত তাঁহারও কেহ নাই বলিয়া তিনি একাকী। বোলাকচাঁদ বঙ্গদেশ যাত্রা করিয়াছে, ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত অদ্যাপি কাজোয়ায় পুনরাগমন করেন নাই; সুতরাং অমলকৃষ্ণ একাকী। সংসারের প্রথা—একা আসিতে হয়, একা যাইতে হয় যথার্থ বটে কিন্তু যতদিন সংসারে, সংসারী ততদিন একা নহে—অথচ অমলকৃষ্ণ সংসারী হইয়াও একাকী। অমলকৃষ্ণ আবার দেখিলেন, শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমীর চন্দ্র দিনমানেই অল্প অল্প প্রকাশিত হইয়াছেন, তখন তিনি সংসারের প্রবেশার্থী, সুতরাং একা; পরে চন্দ্রদেব সংসারী হইলেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তারকারাজী উদিত হইয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল; তিনি এখন সংসারী বলিয়া, আর একা নহেন। কিন্তু অমলকৃষ্ণ সংসারী হইয়াও একাকী।

দিন বড় ঈর্ষা পরবশ। দিন সংসারী সুখে কুণ্ঠিতহইয়া নিজ দেহ খর্ব্ব করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া যায়, সংসারীর সংসার সুখের আকাঙ্খা মিটে না, তাহার দিন দীর্ঘ হইলে ভাল হইত। আর সংসার বিরহী একাকীর দিন বড় দীর্ঘ—সে দিন কুম্ভকর্ণেরন্যায় দেহ ধারণ করিয়া, একাকীকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে থাকে। যাহা হউক দিন যত দীর্ঘ হউক, অসীম নহে; আহাই [illegible]

একাকী অমলকৃষ্ণের দুঃখের দিন অতি দীর্ঘ হইলেও কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন, গেল, দুই দিন গেল চারি দিন গেল। আরও দিন গেল। অমলকৃষ্ণ একদিন একাকী বাসায় বসিয়া আছেন, আবার অপরাহ্নে—আবার সেই হরকরা—আবার সেই রমেশ বাবুর পত্র! অমলকৃষ্ণ অতি ভীতি সঙ্কুচিত মনে অৰ্দ্ধ প্রসারিত হস্তে ধীরে ধীরে পত্র গ্রহণ করিলেন। আবার কি আছে? পুনরপি ভাবিলেন, পূর্ব্বপত্রাপেক্ষা ইহাতে অধিক থাকিবে এমন বিষয়ই বা আছে কি? তাহা কিছু নয় তবে কি?—স্থির করিলেন পূর্ব্ব পত্রের সকল সংবাদই অমূলক, তাহারই ভ্রম সংশোধনার্থ এপত্র। নানা বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্রোন্মোচন করিতে বসিলেন। তিনি পত্র খুলুন—

পাঠক মহাশয়! এ কোন্ পত্র বোধ করি আপনি তাহা বুঝিয়াছেন। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে স্মরণ করুন, এক দিন চন্দন নগরে বিবি বর্ণিকের সহিত ডাক্তার পিটার্যণের কথা বার্ত্তা হইবার সময়, রমেশ বাবুর জাল স্বাক্ষরিত যে দ্বিতীয় পত্র প্রেরিত হওয়ার কথা শুনিয়াছিলেন, এ সেই দ্বিতীয় পত্র।

অমলকৃষ্ণ এ পত্রও পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্মবোধে মর্ম্ম-ঘাতী কষ্ট পাইলেন। আবার উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন, কখনও মৃদু চীৎকার স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কদাচিৎ ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া উত্থিত হইলেন, কাহাকেও আক্রমণ মানসে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, যষ্টি আস্ফালন করিলেন, আবার কি ভাবিয়া অকস্মাৎ বসিয়া পড়িলেন।

আজ আর বোলাকচাঁদ নিকটে নাই অমলকৃষ্ণ একাকী। সান্ত্বনা করিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, আহার করাইবার লোক নাই, শয়ন করাইবার লোক নাই; বোলাক

চাঁদ নিকটে নাই—আজ অমলকৃষ্ণ একাকী নিরাসনে অযোগ্য স্থানে অপূর্ব্ব বেশে বসিয়া রহিয়াছেন, কেহ দেখিতেছে না।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হইল; প্রাচীনকালে পাণ্ডু রোগীরন্যায় সূর্য্য দেহ ফুলিয়া উঠিল অনিবার্য্য বর্ণ বিকৃতিহেতু ফিকা রক্ত দেখা দিল; পশ্চিমাকাশে বিরহ বর্ণে গা ঢাকিল, এই অবসরে সূর্য্য সরিয়া পড়িল, অমলকৃষ্ণের ভাবনা একবার ভাবিল না। দিবাবসানে পবন একবার মৃদু মৃদু গা ঝাড়া দিলেন পাদপ শাখের শিরোভূষণ কচি কলি গুলি বড় সুন্দর, সুকুমার রাগে ডগমগ করিতেছে; সুতরাং তাহাদের সহিত প্রদোষা-লিঙ্গন না করাটা পবনের পক্ষে বড় লজ্জাকর কথা! তাই পবন একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া কচি কলির বাজারে ঝাক বর্দ্দারির দান সাধিতে বাহির হইলেন। একবার অমলকৃষ্ণের ভাবনা ভাবিলেন না। সান্ধ্য-স্বভাবে মত্ত হইয়া, মৃদু পবনে দেহ ঢালিয়া, পক্ষি-কুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষা-ন্তরে, মাঠ হইতে নগরে, নগর হইতে মাঠে দূর হইতে কুলায়ে গমন করিতে লাগিল। কেহ আনন্দে, কেহ নিরানন্দে কিচিং কল কল প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত মিষ্ট-তিক্ত-কষায়াদি নানা প্রকার রসের লহর ছড়াইয়া গগন-স্পর্শী গীত গাইতে উঠিল। কেহই একবার অমলকৃষ্ণের ভাবনা ভাবিল না।—আজ কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ, পূর্ব্ব নিশায় চন্দ্র সমস্ত রাত্রি পূর্ণিমার খাটুনি খাটিয়া, আজ দিনমানে গাঢ় নিদ্রায় পড়িয়াছিলেন সুতরাং শয্যা-ত্যাগ করিতে দুই দণ্ড রাত্রি হইল। চন্দ্র এদিক ওদিক দুই একটা উকী দিয়া, একেবারে আকাশের একপার্শ্ব অধিকার করিয়া বসিলেন। বৃক্ষ-শিরে, মন্দির চূড়ায়, প্রাসাদ-শিখরে শুভ্র কিরণ মাখাইলেন নদী-হৃদয়ে, বিলম্বী-রজত-রজ্জু-গুচ্ছবৎ স্বীয় রশ্মি-মালা দোলা-ইতে লাগিলেন; পার্শ্বস্থ সরোবরে সুদীর্ঘ কর সমূহ প্রসারণ

করিয়া কুমুদিনী-কুলের অবগুণ্ঠন বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন; আবার এদিকে নূতন নূতন উপমা-রূপকের বিস্ফুরণ জন্য কবি মহলে পাগলা গুড়ি ছড়াইয়া দিলেন। এক চন্দ্র উদয় কালে এত আড়ম্বর করিলেন. কিন্তু তিনি অমলকৃষ্ণের ভাবনা এক বারও ভাবিলেন না। কেন ভাবিবেন? চন্দ্র বড়লোক (দেবতা) অমলকৃষ্ণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—সুতরাং চন্দ্র সংসারের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন?

অমলকৃষ্ণ একাকী শূন্য-হৃদয়ে, শীর্ণ-দেহে, রুক্ষ-কেশে মলিন বেশে যোগ নিমগ্ন যোগীরন্যায়, সেই পূর্ব্বস্থানে এ পর্য্যন্ত বসিয়া আছেন।

রাত্রি ছয় দণ্ড অতীত হইল। আকাশের পশ্চিমভাগে উত্তর দক্ষিণ ব্যাপী এক মসিমেঘ উঠিয়াছে। মেঘ নিবীড় কৃষ্ণ। ক্রমে চল চল চলে সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, চন্দ্রের সকল বাহাদুরী ঢাকিয়া দিল। মেঘ একবার অন্তস্তল বিদারী পর্ব্বত বিকম্পী ভীম গর্জ্জন করিল। গর্জ্জন-শব্দ অমলকৃষ্ণের কর্ণে গেল। তিনি কি জন্য মনে মনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। চাহিবামাত্র দেখিলেন, ঘোর কাল মেঘে দিক্ প্রসারিণী জ্বলদ্বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। তিনি চীৎকারস্বরে কহিয়া উঠিলেন,

"তুই কে মা? জ্যোতির্ম্ময়ী তেজোরূপিণি করালি! তুই কে মা? তোরে আবার দেখি; আবার দেখা দেমা! তুই থাকিতে আমার সংসারে কাজ কি মা!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোলোকচাঁদ বাঙ্গালায় আসিয়া, এ পর্য্যন্ত কোথায় ছিল,

কি করিতে ছিল, তাহা পাঠক মহাশয় কি শুনিয়া দেখিয়া বুঝি-য়াছেন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে এখন থাক্; সে পরিচয় পরে পাইবেন।

এখন ভরসা করি পাঠক মহাশয় একটী সাধারণ ব্যাপার সঙ্ঘটনে, লেখকের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করিতে পারেন। পুরো-রবা-যাজ্ঞাত। অথবা নহুষ রাজার সময় হইতে আজের তারিখ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির সংসার বৈরাগ্য সম্বন্ধে যে পথ অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, পাঠক মহাশয়ের আজিকার হিন্দু লেখক ও সে পথ অতিক্রম করিতে পারিল না। শত শত গ্রন্থে এক বিষয়ের পুনরুল্লেখ দেখিয়া, ক্রমেই বিরক্তি জন্মে; আপনি একটী প্রতিজ্ঞা করুন যদি আজিকার পর আর এ বিষয়ের উল্লেখ কোথায় দেখিতে পান, তবে তখন বিরক্ত হইবেন। এখন একবার চন্দন নগরে আসুন, সংসার বৈরাগ্য জন্মিলেই লেখক দিগের দৌরাত্মেই হউক আর স্বাভাবিক ধর্ম্মা-নুশাসনেই হউক, লোকের যে কাশীধাম একমাত্র আশ্রয় হইয়া আছে, আজও দেখুন, ঐ বিবিধ যন্ত্রণা তাপিতা দুঃখিনী বোষ্টমী বিধুমুখীর সহিত সংসার বিরাগিনী হইয়া, সেই কাশী যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ স্থির করিয়াছেন।

সে দিন সন্ধ্যার সময় নগর রক্ষি জমাদার দুষ্ট পিটারগণের হস্ত হইতে বিধুমুখীকে উদ্ধার করিয়া আনিলে, তাহার পর দিনেই এ সম্বাদ সহরের অধিকাংশ স্থলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। বিবী কর্ণাকের অসদ্ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল। বিধুমুখীর দুঃখে কতলোক দুঃখিত হইলেন। আবার কে কাহার মুখে বাঁধা দিয়া রাখিতে পারে? কতকগুলি লোক বিধুমুখী সম্বন্ধে আরো-পিত দোষের কথা লইয়া কানা কানি করিতে লাগিল। বিধুমুখী লজ্জায় অধোমুখী আর বাটীর বাহিরে আসিতে পারেন না—

কোন দোষ নাই, তথাপি দোষ ভাগিনী। বিধুমুখী সহজেই লজ্জাবতী লতা, বায়ু স্পর্শেও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়েন, তাঁহার উপর এই আকস্মিক দুর্ঘটনা—লোকের আরোপিত আন্দোলন তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে তাঁহার যৌবন রুচির মালিন্য লক্ষিত হইয়া আসিতেছিল; এখন আবার অনল-স্পর্শ সন্তপ্ত মৃণালিনী-দলবৎ একেবারে ঝলসিয়া গেলেন। জ্বলৎ-সূর্য্য-মণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছেন—বিশোধিত কাঞ্চন প্রতিমাও অন্যথা কালিমায় আবিলা।

বিধুমুখীর আহার নাই, নিদ্রা নাই; পরিধানের পরিষ্কৃত বস্ত্র গিয়াছে, অঙ্গ সৌষ্টব বা কেশ বিন্যাস গিয়াছে; তিনি পুস্তক পাঠ ভুলিয়াছেন। সকল ভাবনা গিয়াছে; এক ভাবনা বাড়িয়াছে—কিসে প্রাণ বাহির হয়। কেন? তাঁহার অন্তঃকরণে এরূপ ভাবোদয়ের কারণ কি? তাঁহার আত্মা পবিত্র; তিনি পাপ স্পর্শ পরিশূন্যা, সতীত্বের আশ্রয় ভূতা, তাঁহার বিমল চরিত্রে স্পষ্টতঃ কলঙ্কারোপ করিতেও কেহ সমর্থ নহে; তবে তাঁহার এত মনোবিকার কেন? তিনি নির্জ্জন পাইলেই মর্ম্ম-ভেদী রোদনে অভিভূত হন কেন? তিনি কি ভাবিবেন?—

তাঁহাকে কেহ অসতী বলিবে, তিনি সেই ভয়ে ভীতা হইয়া ভাবেন না; আরোপিত কলঙ্কে দূষিতা জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে কেহ সমাজ-বহিষ্কৃতা করিয়া দিবে, তিনি সে ভয়েও ভীতা হইয়া ভাবেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে, সে ভয়ের প্রকৃতি তিনি নিজেও অনুভব করিতে পারেন না। সে ভয় হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিলোড়িত করিতে থাকে, জর্জ্জরিত করিতে থাকে; অথচ ভাষায় সে ভয়ের নাম নাই, তাহার বাহ্য ব্যক্তি সম্ভবে না। ঈদৃশ সঙ্কটাবস্থায় মনুষ্য মাত্রকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সে ভয়ের বিভীষিকা অনুভব করিতে হয়। কিন্তু সাধু-

শীল। বঙ্গ-মহিলার হৃদয়ে তাহার আধিপত্য যতদূর বিস্তৃত হইতে দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বিধুমুখী অনবরত সেই ভয়ে ভীতা, মর্ম্ম জ্বালায় দগ্ধীভূতা হইতেছেন। নিতান্ত অনুরুদ্ধ কথার উত্তর ব্যতীত, তাঁহার মুখে আর অন্য কথা শুনা যায় না, তবে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অতি মৃদুস্বরে স্বতঃ নিঃসৃত "কিসে মরণ হয়?" এইমাত্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বিধুমুখীর এতাদৃশ দুর্দ্দশা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া, রোহিণী বিজাতীয় মর্ম্ম পীড়ায় যার পর নাই ব্যথিত হইতে লাগিলেন। বিধুমুখীর সুখ লইয়া তাঁহার সংসার, কিন্তু বিবিধ বিড়ম্বনা পরম্পরায় এ জন্মে বিধুমুখীর সুখের আশা রোহিণীর অন্তঃকরণ হইতে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। বিধুমুখীর সর্ব্ব বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়া, তাঁহার সংসার-বিরক্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সাত পাঁচ ভাবিয়া এক দিন বিধুমুখীকে কহিলেন,

"বিধু তোর শরীরে আর আকার নাই, খাওয়া গেল—পরা গেল, পাগলের মত হলি, দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলি, তবে কেমন করিয়া বাঁচিবি মা? আমি তোকে নিয়ে এখন কি করি, কোন্ দেশে যাই—কোথায় গেলে তুই সুখে থাকিস্? তোর দশা দেখিয়া আর ঘর কন্না র ইচ্ছা হয় না, মনে হয় দেশান্তরি হই।"

বিধুমুখীর মানসিক উত্তর—'আমার সুখ কোথাও নাই জন্মের তরে সকল সুখ বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তবে এখন মরণ হইলে সুখ।'

মাতার কলিজাভেদী দুঃখোদ্দীপন আশঙ্কায় একথা মুখে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কৌমুদী-বিধৌত স্ফুটিত-কুমুদিনী-দল-তুল্য নয়ন যুগলে জল-বিন্দু দেখা গেল না বটে, কিন্তু

লোচন সীমা ছাড়া হুশ করিতেছে। তিনি কথা কহিয়া বলিলেন,

"তা আমাদের দেশ ছাড়াই ভাল।"

বিধুমুখীর মুখে "আমাদের দেশ ছাড়াই ভাল," এ কথা জলদ-হৃদ-বিদীর্ণ জলদ বজ্রবৎ রোহিণীর হৃদয়-কন্দরে বাজিল। বাজিল অথচ এই কথাটি বর্ত্তমান অবস্থার উপাদেয় বোধ করিল। একবার অন্য সকল কথা ভুলিল, মনুষ্যের উপদ্রব ভয়ে দেশান্তর যাইতে হইবে, কেহ রক্ষক নাই: ইহা ভাবিয়া বড় ব্যথিত হইলেন, বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার আন্তরিক দুঃখের প্রকৃত কারণ আরও কতশত বিদ্যমান থাকিতেও এখন এই কথার আন্দোলন লইয়াই বড় দুঃখিত হইলেন। এরূপ দুঃখাবেশ মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্ভূত।

যাহা হউক এখন পরামর্শ স্থির হইল, মাতা কন্যা উভয়েই কোন তীর্থ-স্থান গমন করিবেন। বিধুমুখীর মতে যাত্রার দিন যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল, কারণ তিনি আর এ দেশে মুখ বাহির করিতে পারিবেন না। হঠাৎ সশব্দে একটী পাখী উড়িয়া গেলেও তিনি মুখ লুকাইয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে চন্দন নগরের বাস ঘৃণাজনক লজ্জাজনক, যন্ত্রণাজনক হইয়া উঠিল। তিনি যাত্রার জন্য মাতাকে বারংবার উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাতেই রোহিণীর কাশী গমনের ইচ্ছা ছিল, এখন সেই ইচ্ছা বলবতী করিবেন স্থির হইল। কিন্তু তখনকার অভিলাষ একবার কাশী যাইবেন, এখনকার অভিলাষ একবারে কাশী বাস করিবেন, এ পোড়া নগরে আর ফিরিয়া আসিবেন না। এ বাসনা বিধুমুখীর আরও বলবতী।

এখন পথের সংস্থান এবং উভয়ের যাবজ্জীবন ভরণ পোষণের সংস্থানের চিন্তা। অনেক চিন্তার পর ভগ্ন গৃহাদির সহিত বসতি বাটীখানি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহা-

দিগের নির্ব্বাসন সংকল্পে ক্ষুব্ধ হইয়া বীরেশ্বর বাবু প্রথমতঃ গমনোদ্যোগ ভঙ্গ চেষ্টা করিয়া শেষে অনেক ভাবিয়া কাশী যাত্রার অনুমতি করিলেন, স্বয়ং পাথেয় স্বরূপ অর্থ সাহায্য করিলেন, গমনের সম্ভবতঃ সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রোহিণী বুঝিলেন, পাথেয় হইল, কাশী ধামে অবস্থান কালে কিছু দিনের জীবনোপায় নির্ব্বাহেরও সংস্থান হইল, এখন ভাবনা যাবজ্জীবনের দশায় কি হইবে?—তবে ভরসাও আছে, তিনি শুনিয়াছিলেন বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হয় না। সকল উদ্যোগ হইল যাত্রার দিন স্থির হইল।

ইহার মধ্যেই একদিন ভবনাপিতানী রোহিণীর বাটীতে আসিয়া কহিল,

"বিধুর মা! আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল ভাই ওর কল্যাণে গয়া কাশীটা করিব; তা এখন তোমাদের যাওয়া শুনে সুখ হইল, এমন সুযোগ কবে পাইব? আমি এখন উদ্যোগ পত্র দেখিগে।"

রোহিণী। "ভাবি ঠাকুর ঝি! আমিও বাঁচিলাম, আমরা তোর সঙ্গে যেখানে থাকি, সুখে থাকিব; আর তুই সঙ্গে থাকিলে, আমার কোন ভয় নাই, পথে সুখ অসুখ হইলে তুই যেমন করিবি, অমন আপনার মত করিতে অপর কে আছে? তবে বল্, একটা বড় ভাবনা আমরাত আর ফিরিবনা।"

ভব (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) "তাহাও শুনিয়াছি।"

রোহি। তবে তুই কাহার সঙ্গে আবার ফিরিবি।

ভব। 'আগে যাওয়াই হউক, পরের বিবেচনা পরে হইবে, সে ভাবনা এখন করিয়া কি করিব? কত ভাগ্যে যাওয়ার কথা হইতেছে, এখন আর সে সব কথা থাক।'

রোহি। ' তবে বল্ ভালই ভাল, দিন হইয়াছে জানিস্

ত—সেই দিন শ্রীহরি দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিতে হইবে।,

সকল স্থির হইল যাত্রার দিনে সকলে যাত্রা করিলেন। যাত্রার তৃতীয় দিবসে বেলা সার্দ্ধ-দ্বি-প্রহরের সময় রোহিণী প্রভৃতি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পাকাদির ব্যবস্থা হইতে লাগিল, আর এমনও স্থিরীকৃত হইল, যে সে দিবস বর্দ্ধমানেই অতিবাহিত করিবেন। দুই দিবস পথ-শ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; বিশেষতঃ শুনিয়াছেন, বর্দ্ধমানের পশ্চিমে অব্যবহিত পরবর্ত্তিনী পান্থশালা নিশা যাপনের তত উপযোগিনী নহে; সুতরাং বর্দ্ধমানেই থাকিতে হইল।—তাঁহারা আহারাদি সমাপন করিয়া পান্থ নিবাসে বসিয়া আছেন। দুই তিন দণ্ড মাত্র বেলা আছে। এখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বর্ষার প্রাদুর্ভাব হয় নাই। আকাশের উত্তর পশ্চিমভাগে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল—মেঘ ক্রমে বিস্তৃত ও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। বৃষ্টি হইবার অগ্রেই প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল; পথের আলোড়িত ধূলিরাশি উড়িয়া উড়িয়া ঘোর কুজ্ঝটিকাবৎ দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভূধর-বিকম্পী ভীম-নাদি মেঘ-গর্জ্জন ধ্বনিত হইতে লাগিল; দিক্‌প্রসারিণী জ্বল বিদ্যুৎ-রেখা নীল জলদ্ বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া ভীষণ রঙ্গ-রস আরম্ভ করিল; তখনই মূষল-ধারে বৃষ্টি আসিল। তর তর শব্দ-ময়ী বৃষ্টির সহিত প্রবল বাত্যা পান্থ নিবাসে ভীম আঘাত করিতে লাগিল, গৃহ যেন দুলিতে লাগিল।—গৃহ-স্থিতা রমণীগণ ব্যাধ-ভীতি বিহ্বলা হরিণীরন্যায় অস্থিরা হইলেন, হয়ত আর রক্ষা নাই, বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিধুমুখী রোহিণীর পৃষ্ঠ-দেশে বাম-কপোল বিন্যস্ত করিয়া চক্ষু মুদিয়া সাগর-তরঙ্গ বিধূত-তৃণ-পত্রেরন্যায় থর থর কাঁপিতেছেন। মৃত্যু নিতান্ত প্রার্থনীয় হইলেও এরূপ উপদ্রবে মরিতে হইবে, মনে করিতে ভয় করে। বিধু

মুখীর সেই ভয়। -রোহিণীও নয়ন মুদ্রিত করিয়া, ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ভন সুন্দরী “ভয় কি? এমন দুর্য্যোগ কত হয়, এখনি আবার কোথাও কিছু থাকিবে না; মেঘ যায় আর কি?„ বলিয়া উঁহাদিগকে ভরসা দিতে লাগিল।

এমন সময়ে এক বৃহৎ-ব্যাগ হস্তে সেই চন্দন নগরের নগর রক্ষি জমাদার, ভীতা রমণী দিগের আশ্রয়-গৃহের-দ্বার-দেশে উপস্থিত। তাহাকে দেখিবা মাত্র সকলেই চকিতা হইলেন; রোহিণী একটু আহ্লাদিতা হইলেন। জমাদারের স্বভাব সদ্ব্যবহার ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি রোহিণীর বড় ভক্তি জন্মিয়া ছিল, তাহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস করিতে তাঁহার অণুমাত্র সঙ্কোচ ছিলনা। বিশেষতঃ বিধুমুখীর উদ্ধার দিনাবধি রাজকর্মচারী বা বিদেশীয় পুরুষ বলিয়া, জমাদারের নিকট রোহিণী অধিক লজ্জাদির প্রয়োজন বোধ করিতেন না; ত হাকে সর্ব্বস্ব রক্ষী পরমোপকারী মহা পুরুষ বলিয়া ভাবিতেন।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল। জমাদার অগ্রে কথা কহিয়া বলিল,

“আপনারা এখানে কোথায়?„

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রোহিণী অসঙ্কোচ-নিঃসৃত কোমল বচনে উত্তর করিলেন,

“বাবা আমরা কাশী যাইতেছি, পথে আজ এই খানে বাসা লইয়াছি।—তুমি কোথা হইতে আসিলে?„

জমা। “আমি চন্দন নগর হইতে আসিতেছি।—এখন আপনারাই তিন জনে, না আর কেউ সঙ্গে আছে?„

রোহি। “সঙ্গে নিজের লোক আর কেউ নাই; তবে কয়টী মেয়ে—তাদের সঙ্গে পুরুষও আছে, তারা ওঘরে রহিয়াছে।

পরিচয়ে জানিলাম তারা স্বদেশস্থ লোক আর ভাল মানুষও বটে, তাদেরই সঙ্গ লইয়াছি।,

জমা। ' তা বেশ হইল এখন আমিও একবার বাড়ী যাইতেছি, কাশীর আরও পশ্চিমে আমার বাড়ী, আমি কাশীর ভিতর দিয়াই যাইব আর সেখানে আমার অনেক চেনা শুনা যায়গাও আছে, আপনাদের থাকিবার বাসাদির ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিব ; আর ইঁটা পথে নানা গোলযোগ আছে, আমি সঙ্গে থাকায় আপনারা সে সকল ভয় হইতে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। অতএব আমার সঙ্গেই চলুন।

রোহিণী পরম সুহৃদ্ জমাদারের কথায় আনন্দ সহকারে উত্তর চ্ছলে বলিলেন,

" তা হলে না হয় কি বাব। তুমি আবার ঘরে বাছিবে উপকারী, তোমার উপকার প্রাণান্তেও ভুলিতে পারিব না। আর কি আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি চির জীবী হও।..

সে যাহা হউক এখন পাঠক মহাশয়ের মনে বড় একটা সন্দেহ রহিয়াছে, আপনি ভাবিতেছেন, বিধুমুখী জন্মের মতন কাশী যাত্রার সময়, বাল-সঙ্গিনী বিমলার সহিত একটী কথাও কহিলেন না, একবার বিদায় লইলেন না। এ বিষয় বড় অস্বাভাবিক।, তাহা বটে মহাশয় ; কিন্তু লেখক কি করিবে ? এখন বিমলা তাহার পিত্রালয়ে নাই—সম্প্রতি তিনি প্রবাসিনী ; তাঁহাকে তাঁহার স্বামী ইতি পূর্ব্বেই স্বীয় কর্ম্ম—স্থানে লইয়া গিয়াছেন।

সমুদ্র-বন্ধন।

ছলে প্রতারিত হ'য়ে শ্রীরাম লক্ষণ,
কুটীর ত্যজিয়া দূরে গেলেন যখন,
নিবিড় নির্জ্জন বনে   পতি অঙ্গ কুশাসনে
একাকিনী রাজ লক্ষ্মী করেন রোদন।

রক্ষক বিহীন দেখি পর্ণের কুটীরে,
রাক্ষস কপট বেশে আসি ধীরে ধীরে
যোগী রূপী দুষ্ট মতি   হরিয়া লইল সতী;
গেল ভারতের লক্ষ্মী পারাবার পারে।

রাক্ষস পরসে মাতা লাগিলা কান্দিতে,
স্বর্গেতে দেবতা গণ কান্দে নানামতে;
কাঁদে শূন্য বিশ্বাধার   বল কে কাঁদিবে আর?
তখনও কি এ ভারত জানে না কাঁদিতে?

অবশ্য কান্দিয়া ছিল সে দিন ভারত,
অবশ্য খুলিয়াছিল সাধনার পথ।
প্রতিজ্ঞা সাধন তরে   যে না কাঁদে প্রাণ ভ'রে
সে কি কভু হ'তে পারে পূর্ণ-মনোরথ?

ফিরিয়া দেখেন রাম লক্ষ্মী নাই ঘরে,
হরিয়া লয়েছে দুষ্ট রাবণ তাঁহারে ;
ভাবেন শ্রীরাম তাঁর কেমনে হবে উদ্ধার
কেমনে হবেন পার দুস্তর সাগরে।

না দেখি উপায়ান্তর করিলেন পণ,
বিশাল-সাগর-বক্ষ করিতে বন্ধন ;
অসাধ্য সাধন তরে কঠোর প্রতিজ্ঞা ভরে,
সংযত হ'লেন ব্রত করিতে পালন।

"শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।"
এই শ্রুতি সেই দিন হইতে পালন
করিতে লাগিল তাই, একে মিলি দুই ভাই
হৃদয় কন্দরে স্থাপি সংকল্প রতন।

বহিছে শোণিত যার প্রতি ধমনীতে,
প্রতি দিন দেহ পোষে সদন্ন পানিতে,
থাকে যার মর্ম্ম জ্বালা সে কি করে অবহেলা
হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা-পাখী যতনে পুষিতে ?

মন্ত্রণা করেন বসি ভাই দুইজন,
কেমন করিয়া হবে প্রতিজ্ঞা সাধন,

কে করিবে সহায়তা— কারে বা লাগিবে ব্যথা ?
ব্যথায় ব্যথিত হ'তে কে আছে এখন ?

সহায় বানরগণ মাত্র এ সময়
লইলেন রঘুনাথ তাদেরি আশ্রয়,
পুরাইতে মনস্কাম, আদরে সম্বোধি রাম
কপি গণে জানাইলা মন্ত্রণা নিচয়।

বলেন শ্রীরামচন্দ্র উৎসাহ করিয়া,
"তোমাদের রাজ-লক্ষ্মী হরিয়া লইয়া,
গিয়াছে সাগর পারে, এক দুষ্ট নিশাচরে
রেখেছে অশোক বনে তাঁরে লুকাইয়া।"

"পারো যদি করিতে, সে সতীর উদ্ধার
পারো যদি যাইতে, সে সাগরের পার
রাখিতে অতুল কীর্ত্তি ধরো সাধকের মূর্ত্তি
উৎসাহ সাগর তরে দাওরে সাঁতার!"

"বৃক্ষ পাতরেতে করি সাগর বন্ধন,
সবলে লঙ্কায় গিয়ে বিনাশি রাবণ,
উদ্ধারিয়া রাজ লক্ষ্মী করিয়ে-রাখিয়া সাক্ষী
উড়াও জগত-মাঝে সুকীর্ত্তি কেতন।"

"কি কাজ অসাধ্য আছে এ জগতি তলে ?
কি ফল না ফলিয়াছে প্রতিজ্ঞার ফলে ?
একটী উদ্দেশ্য রাখি সকলেই সাধো দেখি,
থাকে কি অসাধ্য কিছু একতার বলে ?"

"তোমরাও আছো হেথা কোটী কোটী প্রাণী,
এক সাধ্য সাধনেতে হও অগ্রগামী ;
সকলেই কায় মনে সাধো মন্ত্র প্রাণ-পণে
"যতনে রতন লাভ" শ্রুতি বাক্য শুনি।"

"কোটী কোটী তৃণ গোছা থাকে এক স্থানে,
গাঁথে যদি দৃঢ়-রজ্জু সে তৃণ যতনে,
ধবল গিরি শিখরে সেই রজ্জু বদ্ধ ক'রে
গিরি-শৃঙ্গ ভাঙ্গা যায় তারি আকর্ষণে !„

"কোটী কোটী জীব যদি এক এক অঞ্জলি
লয় সাগরের জল দিবা নিশি তুলি,
সামান্যের একতায় সাগর শুকায়ে যায়,
তেমতি পূরিয়া যায় নিক্ষেপিলে ধূলি !„

ক্রমশঃ

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

বৌদ্ধ গণের জাতক নামক এক প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। "খুদ্দকনিকেয়,, দশম ভাগকে "জাতকম,, নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা কহে "পন্নাম ধিকানি পন্নাশ জাতকা শতানি,, অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে। এই সকল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পালি ভাষায় রচিত। ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই টীকা অশোক পুত্র মহেন্দ্র খৃস্ট জন্মের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রবীন বুদ্ধ ঘোষ নামক মগধ দেশীয় ব্রাহ্মণ ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অবতরণিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ তথা নানা উপদেশ পূর্ণ গল্প আছে। বৌদ্ধেরা কহেন জাতক নিচয় শাক্য সিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্যই ইহা ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাঁহার গুণাবলী বর্ণিত আছে। যথা "দেব দত্তম্ অরভ ভাষিতানি সবানি জাতকানি।,, আমরা অদ্য "দশরথ জাতকের,, বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি, ইহাতে বৌদ্ধেরা শ্রীরাম চরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পিতৃ বিয়োগ শোকে নিতান্ত কাতর হইলে, তাহার শোক সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য বুদ্ধদেব গল্প চ্ছলে তাহাকে নিম্ন লিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারানসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রম-

শালী নৃপতি বাস করিতেন। তিনি কিছুকাল সাংসারিক সুখা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে ন্যায় পরতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহিষীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লক্ষণ এবং কন্যার নাম সীতা।* কিছুকাল পরে রাজ্ঞী লোকান্তর গমন করিলে রাজা শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। পারিশদ বর্গের সন্ত্বনা বাক্যে নৃপতি শোকবেগ সম্বরণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রধানা মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন। রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণে পুলকিত হইয়া রাজ্ঞীকে তাঁহার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন; রাজ্ঞী তাহার কোন উত্তর না করিয়া প্রফুল্ল আননে নীরব রহিলেন। রাজকুমার ভরত অষ্টম বর্ষ বয়ক্রম হইলে, রাজ্ঞী নৃপতিকে কহিলেন ' আপনি আমার যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন অদ্য তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক,,। রাজা দশরথ প্রফুল্ল আননে সম্মত হইয়া রাজ্ঞীর অভিলাষ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন " মহারাজ! রাজপুত্র ভরতকে আপনার রাজ্য প্রদান করুন,,। রাজা এতচ্ছ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন " পাপীয়সী! আমার দুই পুত্র অগ্নিবন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বিনাশ

---

* অা বারাণস্যাম দশরথ মহারাজ নাম অগাতি গমনম পত্তির ধম্মেন রাজ্য মকারেসি। তস্য ষোলসন্ন মইত্থি সহস্সনম্ জেট্‌ঠকা অগমহেষি দ্ব পুত্ত একন চ ধিতরম বিজয়ি। জেট্‌ঠ পুত্ত রাম পণ্ডিত অহোষি। দুতীয় লক্ষন কুমারো, ধিতা সীতা দেবী নাম,।

করিয়া তুই স্ব পুত্রের রাজ্য লাভের আশা করিস।;; রাজার ক্রোধ হুতাশন প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীত চিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা নিবৃত্ত হইল না। তিনি কিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিতা হইলেন না। রাজা তাহাতে সম্মত, ভাবিলেন ' স্ত্রীলোক কখনই কৃতজ্ঞ নহে, তাহাদের দ্বারা নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভব, সুতরাং আমার পত্নী গোপনে ষড় যন্ত্র করিয়া রাম লক্ষণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে।', এই মত চিন্তা করিয়া পুত্র দ্বয়কে সমীপে আনয়ন করত তাঁহাদিগের আশু বিপদের কারণ জ্ঞাত করিয়া কহিলেন; হে কুমার দ্বয়! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের বিপদের আশঙ্কা আছে। এজন্য আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমরা কোন নগরে কিম্বা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে যত্নশীল হইবা।,. এই বলিয়া তিনি গ্রহাচার্য্যকে তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে আদেশ করিলে, তাঁহার ১২ শ বর্ষ ধরামণ্ডলে জীবিত থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন, এবং কুমার দ্বয়কে সেইকাল অন্তে স্বরাজ্য অধিকার করিতে আসিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য সজল নেত্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন। রাজ কুমারী সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহারা তিনজনে হিমাবন্ত সন্নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ ফল মূল আহারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষণ সর্ব্বদা ফল মূল আহরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিতেন।

রাম, লক্ষণ, সীতার বন গমনের নবম বর্ষ মধ্যেই রাজা দশরথের পুত্র শোকে মৃত্যু হইল। ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া

সমাপন করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী নহেন কহিলেন, সুতরাং ভরত তাহা হইতে নিরস্ত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রামের উদ্দেশে বনে গমন করিলেন। পর্ণ কুটীর অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেখিলেন, শান্ত মূর্ত্তি রাম স্পন্দ রহিত হইয়া বসিয়া আছেন। ভরত তাঁহাকে ভক্তি সহকারে প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতৃ বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে গম্ভীর ভাবে রহিলেন, কিছু মাত্র শোক করিলেন না। ভরত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন ইতিমধ্যে ফলমূল লইয়া কুমার লক্ষণ ও সীতা প্রত্যাগত হইলেন। রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা পিতার মৃত্যু সংবাদে শোক বেগ সম্বরণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহাদিগকে "পিতার পরলোক হইয়াছে" হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিবেক। তিনি এজন্য কৌশল করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন "তোমরা অদ্য আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম।" তৎপরে এই কবিতার্দ্ধ কহিলেন।

'ইথ লক্ষণ সীতা চ
উভ উতর খোদকান" তি

এই কবিতার্দ্ধ শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ করিলেন, তৎপরে রাম অপরার্দ্ধ কবিতা কহিলেন। যথা।

"ইবম্ ভরতো আহঃ
রাজা দশরথো মতো"।

এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহারা শোকে অধীর হইলেন। রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং লক্ষণ ও সীতা তিন বারই শুনিয়া জ্ঞান শূন্য হইলেন, ভরতের সঙ্গীগণ

তাঁহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। এবং তখন লক্ষণ ভরত ও সীতা সকলেই শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভরত রামকে শোক সন্তপ্ত না দেখিয়া, তাঁহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানী রাম প্রত্যুত্তর করিলেন; সংসারে যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র সকলই মৃত্যুর অধীন। যথা—

"ধহর চ হি বুদ্ধ চ
ই বল ই চ পণ্ডিত
অষম ই ব দালিদ্দ চ
সব্বে মেক্কু পরায়ণ"

যেমন পক্ক ফল শীঘ্র ভূপতিত হইবার সম্ভব সেই মত জীব মাত্রেরই সর্ব্বদাই মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভব থাকে। যথা।

"ফলনম্ ইব পক্কননম্,
নিক্কম্ পপাতন্ ভয়ম্,
ইবম্ যতনম্ মক্কানম্,
নিক্কম্ মরণতো ভবম্"

নির্ব্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিয়া ক্লেশের বৃদ্ধি করে, তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন করিবে। সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণ ভঙ্গুর, এজন্য শোকাকুল হওয়া কখনই জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। রামের মুখ বিনিঃসৃত এতাদৃশ জ্ঞান গর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত রামকে বারানসীতে গমন করিয়া পিতার শূন্য সিংহাসনে আসীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রত্যুত্তর করিলেন 'ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারানসীতে গমন করিতে আজ্ঞা করি-

য়াছিলেন। এক্ষণে ৯ম বর্ষ মাত্র গত হইয়াছে, এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা হয়, এজন্য এক্ষণে তুমি লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে বারানসীতে গমন কর এবং বর্ষ ত্রিতয় আমার তৃণ নির্ম্মিত এই পাদুকা সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া আমার সদৃশ হইয়া রাজ্য শাসন করিব। এতচ্ছ্রবণে ভরত, লক্ষণ, সীতা ও সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে রামের পাদুকা লইয়া বারানসীতে প্রত্যাগত হইলেন। মন্ত্রীগণ সাদরে সেই তৃণ নির্ম্মিত পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার ভরত প্রতি নিধি স্বরূপ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাম তিন বৎসর পরে বারানসীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং সীতাকে বিবাহ করিলেন। প্রজা ও মন্ত্রী বর্গ মহা সমারোহের সহিত এই নব দম্পতীকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন।* এই কম্বুগ্রীব মহাবল পরাক্রান্ত রাম ১৬০০০ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক গমন। যথা—

দশবস্স সহস্সানি,
ষট্‌ঠী বস্স শতানি চ,
কম্বুগ্রীব মহা বাহু।
রাম রজ্জম্ অকরোতি॥

পাঠকগণ দেখুন্ বৌদ্ধগণের হস্তে রামায়ণ কিদৃশ বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এই জাতকে লিখিত আছে, "তদা দশরথ মহারাজ সুদ্ধোদন মহারাজ অহোসি, মত মহামায়া, সীতা রাহুল মাতা, ভরতো আনন্দো, লক্ষণো সারি পুত্তো পরিষা বুদ্ধ পরিষা, রাম পণ্ডিতো অহম্ ইব ইতি (দশরথ জাতক) অর্থাৎ সেই সময় দশরথ মহারাজ, সুদ্ধোদন মহারাজ, রাম-মাতা মহামায়া, সীতা

* তদসাগত ভবান্ নট্টকুমার অমচ্চ পরিবত্তুনম্ গন্ত সীতাম্ অগমহেসিম্ কত্ব উভিন্নম্ পি অভিষেকম্ করিংসু।

রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষণ সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্ষদগণ তাঁহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রীবর্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সুপণ্ডিত রামরূপে আমি স্বয়ং (বুদ্ধবাক্য) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।, বৌদ্ধেরা এইরূপ কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্দ্র ও জৈন রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরা

পাগলের গীত।

তাল—আড়া ঠেকা।

(দেওয়ান মহাশয়ের সুর।)

পাগল পরাণে আমি গাই।
মনো বেগেতে——
উন্মাদ হৃদয় বেগে উন্মত্ত সদাই।

১

যে কলঙ্ক ধরি ভালে,
যে বিষে হৃদয় জ্বলে,
কারে তা বলিব খুলে ?
কেহ মোর নাই।

২

হাসি কান্না লাজ ভয়ও
সুখ দুঃখ সমুদয়ও,

মান অপমান আমার
কিছু মাত্র নাই।

৩

দাসত্ব শৃঙ্খল করে,
দারিদ্র্য পসরা শিরে,
ভিক্ষার তণ্ডুলে ক্ষুধা
অনল নিভাই।

৪

পদা ঘাতে জর জর-
ভ্রূ-ভঙ্গিতে থর থর
দুর্ব্বল বাঙ্গালি—পর
পাদেতে লুঠাই।

পূর্ণমনস্কাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি জাগতিক ঘটনা সাগরের তরঙ্গোপরিস্থ প্লবমানা তরণী স্বরূপ। বিবিধ কারণ জালে তরঙ্গ যখন যে দিকে যায়, তরণী তখন সেই দিকে ভাসিয়া বেড়ায়! সাংসারিক ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যানুসারে সংসারী মনুষ্যের হৃদয়ে বিবিধ আবেগের উপস্থিতি। সেই আবেগ ভরে মনুষ্য-প্রকৃতি চালিত হইতেছে—মনুষ্য কখনও অমানুষিক কার্য্য-কলাপে পারদর্শিত্ব দেখাইতেছে, কখন নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যেও স্খলিত-পদ হইয়া অপদস্থ হইতেছে। সংসার সাগরের আবেগ-তরঙ্গে মানব--হৃদয়--তরণী অনবরত হেলিতেছে, দুলিতেছে, ঘুরিতেছে, কদাচিৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘোর আবর্ত্তে ডুবিয়া যাইতেছে। সে আবেগ বিবেক---বুদ্ধিরও অপ্রাপনীয়।

যে দিন কাজয়ার বাসায় বসিয়া অমলকৃষ্ণ বিধুমুখীর ব্যভিচার-সম্বন্ধে দ্বিতীয়-পত্র পাঠ করিয়া বিক্ষুব্ধ প্রতপ্ত উন্মত্ত অন্তঃকরণে অকস্মাৎ কাল-মেঘে জ্বালাময়ী বিদ্যুৎ-প্রভা দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"তুই কে মা? জ্যোতির্ম্ময়ী-তেজোরূপিণি-করালি! তুই কে মা? তোরে আবার দেখি; আবার দেখা দেমা! তুই থাকিতে আমার সংসারে কাজ কি মা!,—সেই দিন অমলকৃষ্ণের হৃদয়, একটী সাংসারিক ঘটনা বেগের মর্ম্মান্তিক আঘাতে অতি কঠিনরূপে আহত হইয়াছিল। এরূপে আঘাতে আহত হইয়া,

ব্যথা স্থানে কেহ প্রলেপৌষধ দিতে অবসর পায় না। তাহার পরদিনপ্রাতে অমলকৃষ্ণকে কাজয়ায় আরকেহ দেখিতে পাইলনা।

ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত পূর্ব্ব হইতেই বোলাক চাঁদের সহিত অমলকৃষ্ণের কাশীযাত্রার বিষয় স্থির করিয়া, স্থানান্তর গিয়াছিলেন, বলিয়াগিয়াছিলেন তিনি ত্বরায় ফিরিয়া আসিবেন; আসিয়া, স্থান বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের সহিত অমলকৃষ্ণের সাক্ষাত করাইয়া তাঁহাকে পাঠাইবেন। তদনুসারে পরমহংস কাজয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন অমলকৃষ্ণ কাজয়ায় অদৃশ্য। পরমহংস অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহার কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, কয়দিন থাকিয়া অবশেষে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তিনি বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে সম্প্রতি কাশী-বাসী। পরমহংস অমলকৃষ্ণকে কাজয়ায় দেখিতে না পাইয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট কাশী-ধামেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সচরাচর লোকে জানিত তিনি পরমহংসের জামতা। তবে কি পরমহংস পূর্ব্বে দার—পরিগ্রহাদি করিয়া, সংসারাশ্রমের অধিনায়ক ছিলেন? সে কথা পরে প্রকাশ্য। এখন তাঁহার জামতার কিঞ্চিৎ পরিচয় জানা আবশ্যক।

এখন হইতে প্রায় ষাটী বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপ অঞ্চলের রুদ্রপ্রসন্ন ন্যায়বাগীশ নামা এক অসাধারণ ন্যায় শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রথম কাশী গমন করেন। তথায় তীর্থ-সম্বন্ধীয় দর্শনাদি কার্য্য সমাপন হইলে, তাঁহার কাশী পরিত্যাগের সময় কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার বিশেষ বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে তথায় চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি কাশীধামে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া, ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তিনি আর দুই তিনবারমাত্র বাটী আসেন, এবং ক্রমে পরিবারাদিও তথায় লইয়া গিয়া শেষ

জীবন কাশী বাসেই ক্ষেপণ করেন; তদবধি তাঁহার স্ত্রী পুত্র কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কালধর্ম্মের শাসনানুসারে পিতার অনুমতিক্রমেই পিতৃ-ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ হইয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সত্যপ্রসন্নের বাস কাশীর বাঙ্গালীটোলায়; এবং তিনি বেনারস কমিসনর আফিসে একটী উচ্চদরের চাকরী করেন। এখন তিনি ভট্টাচার্য্য নহেন; আধুনিক সমাজ-প্রথানুসারে ঐ উপাধি হেয় বোধে, 'গাঁই' অনুক্রমিক উপাধি গ্রহণ করিয়া সত্য প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। সচরাচর সাধারণের নিকট সত্য বাবু বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

সত্য বাবুকে বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণ বংশ জাত সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র দেখিয়া এবং (গাঁই) গোত্রের, পরিচয় পাইয়া, তাঁহারই হস্তে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত স্বীয় কন্যার পাণি প্রদান করেন। সেই অনুরোধে পরমহংস নানাস্থানে তীর্থ পর্য্যটনাদি করিয়া, সময় পাইলেই কাশীতে আসিয়া কন্যা ও জামতার তত্ত্বাবধারণ করেন। অমরকৃষ্ণের সহিত ইহাঁদিগেরই সাক্ষাৎ করাইবেন, অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন জমাদার সমভিব্যাহারিণী রোহিণী প্রভৃতি কতদূর গেলেন দেখা যাউক। তাঁহারা আজ কাশীর নিকটবর্ত্তী একটি পান্থ নিবাসে অবস্থিতি করিতেছেন। এখন দুই তিন দণ্ড মাত্র বেলা আছে। বর্ষার প্রারম্ভে পশ্চিমাকাশ অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র একটী গৃহে বাসা লইয়া

ছিলেন, আহারাদির পর সেই গৃহের দ্বারদেশে বসিয়া নিকটস্থ অন্য গৃহস্থিত যাত্রীদিগের সহিত নানাবিষয়িণী কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। জমাদার অল্প ব্যবহিত দোকানে রাত্রির ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়োদ্দেশে দাঁড়াইয়া আছে।

এই সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে এক অশ্বারোহী পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে প্রায় দশ বার জন বিকট মূর্ত্তি পুরুষ—তাহার মধ্যে কয়জন শিবিকা বাহকেরন্যায় বোধ হইল; কিন্তু তাহাদের সহিত এখন শিবিকাদি কিছুই দেখা গেল না। পান্থ-নিবাসস্থ সকলে ' সাহেব সাহেব , বলিয়া ভটস্থ হইল। যাত্রিগণ অনেকেই গৃহ-প্রবেশ করিল। ইতিপূর্ব্বেই সিপাহী বিদ্রোহের পর্য্যবসানে সেই সকল স্থলে ইংরাজের প্রবল পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই ধারকায় অদ্যাপি তত্রত্য অধিবাসী ও ব্যবসায়ীগণ ইংরাজের নামে ত্রস্ত হইয়া উঠে। দোকানদারেরা সাহেব আসিয়াছে দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইল; এদিকে মুখে যাত্রীদিগকে অভয় প্রদানে ত্রুটিকরিতে লাগিল না।

বাস্তবিক আগন্তুক একজন ইংরাজবেশী ফিরিঙ্গী। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ইতঃস্তত পাদ চারণা করিতে লাগিলেন এবং সমভিব্যাহারী দিগকে যথা স্থানে অবস্থিতির অনুমতি করিলেন। বাবরচি রুটী প্রস্তুত করিতে গেল, এখন তিনি স্বয়ং একটী চৌকীর উপর উপবেশন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে লোলদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জমাদার ভব নাপিতানীকে সঙ্কেত করিয়া, পান্থশালার অল্প অন্তরালে একটী বট বৃক্ষ মূলে বসিল। ক্ষণপরে ভব সুন্দরী গোপনভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,

" জমাদার! বাটীতে যাহা বলিয়াছিলে, সে কথাত ঠিক বটে; এ সাহেব সেই নয়?

জমা। 'সেই বৈকি? আমি কি না জানিয়া শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলাম?,,

ভব। "তবে সঙ্গে তুমি না থাকিলে, কি বিপদ্‌ই না ঘটিত। যাহা হউক এখনকার উপায়?, *

জমা। "উপায়ের পরামর্শ জন্যই তোমাকে ডাকিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছ, যখন লোকজন লইয়া এতদূর আসিয়াছে তখন বিধুমুখীর উপর এক কারখানা না করিয়া ছাড়িবে না।,

ভব। "তার আর কথা আছে? তা না হইলে, সর্ব্বনেশে মিন্‌সে এতদূর আসিবে কেন? আর তুমিত আগে হইতেই এসব খপর জানিয়াছিলে!,

জমা। 'আমি জানিয়াইত দেখিলাম, তুমিই রোহিণীর বিপদ্ কালের একমাত্র বন্ধু, কাজেই তোমাকে সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলাম।,,

ভব। যেমন বলিয়াছিলে, তেমনি আসিয়াছি। এখন আমা হইতে কি হইবে বল দেখি? আমার ত বড় ভয় হইতেছে!,

জমা। ভয়ের কর্ম্ম নয়, তোমাকে একটী সাহসের কাজ করিতে হইবে?,

ভব। "কি কাজ?,

জমা। 'বলি শুন, বলিয়া ভবসুন্দরীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইল, এবং অন্যের অশ্রাব্যস্বরে অতি ধীরে ধীরে পরস্পর কথোপ-কথন করিতে লাগিল। পরামর্শ শেষ হইতে অনেকক্ষণ গেল। শেষে ভবসুন্দরী বলিয়া উঠিল;

'উঃ! বল কি?

জমা। 'বল কি কি? যা বল তাই করিব।,

ভব। 'আমারত শুনে গা শিউরে উঠিয়াছে।,

জমা। 'গা শিউরে উঠিলে চলিবে না; এই সময় দেখ

সাহস করিয়া দেখ, পারিবে ত?,

ভব। "আমি-পারি-ব, আমার ত কাজ সহজ; তুমি পারিবে?,

জমা। 'তোমার পক্ষে যেমন একাজটী সহজ, আমারপক্ষে তেমনি সে কাজটী সহজ।,

ভব। 'ধন্ত তোমাদের জাতির বলিহারি-সাহসের বলিহারি আর পর উপকার করার বলিহারি !,

জমা। 'কাহারও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, এমনি করিয়াই করিতে হয়।,

ভব। 'তবে সে সময় বিধুর মা আর বিধুমুখী কোথায় থাকিবে?,

জমা। 'চল গিয়াই অগ্রে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়া আসি।, বলিয়া জমাদার তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল, ভবসুন্দরীও জমাদারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পান্থশালাভিমুখে আসিতে লাগিল।

এখন পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিতেছেন যে এই আগন্তুক ফিরিঙ্গী, সেই চন্দন নগরের ডাক্তার পিটার্ষণ। ইতিপূর্ব্বে বিধুমুখী প্রভৃতির কাশী যাত্রার সংবাদ পাইয়া, পিটার্ষণ তাঁহাদিগকে পথি-মধ্যে আক্রমণ ও হস্তগত করিবার অভিলাষে, গোপনে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গমন করিবেন, পরামর্শ স্থির করেন। সেই পরামর্শ চতুর জমাদার জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের কথঞ্চিৎ সহায়তার জন্ত তাঁহাদিগের সঙ্গে, ভব নাপিতানীকে আসিতে অনুরোধ করে, এবং নিজেও পথে মিলিত হইবে বলিয়া স্বীকার করে। আর এই গুপ্তকথা রোহিণীর নিকট ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করে। ভব জানিত জমাদার রোহিণীর পরমোপকারী, সুতরাং সে তাহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিল। জমা-

দারও আসিয়া মিলিয়াছে; আর দেখা যাইতেছে, ডাক্তার পাটার্ষণ পূর্ব্ব পরামর্শ মত কাজ দেখাইতেছে।

ভবসুন্দরী ও জমাদার পান্থ-গৃহে আসিয়া দেখিল, বিধুমুখী নতমুখে পতিত হইয়া কাঁপিতেছেন; রোহিণীও চমক-বিহ্বলার ন্যায় অতি দীনভাবে বিধুমুখীকে ক্রোড়-মধ্যে ধরিয়া বসিয়া আছেন, ভবসুন্দরী মনে মনে ভাবিয়া লইল, বিধুমুখী পিটার্ষণকে দেখিয়াছেন; মুখে জিজ্ঞাসা করিল,

" বিধুমুখীর হঠাৎ কি হইল ?,

রোহি। ' আর ভব ঠাকুর ঝি দেখিতেছিস্ কি ? সর্ব্বনাশ ! —যে ভয়ে পলাইতেছি, সেই ভয় সঙ্গে সঙ্গে।,

ভব। ' কি ভয়টা কি শুনি ?,

রোহি। ' আর কি বলিব ? বাড়ীতে বিধুমুখীর উপর যে ফিরিঙ্গী অত্যাচার করিয়াছিল, সেই এখানে আসিয়াছে। বিধু তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে।,

ভব। ' তার ভয় কি ? কে কোথায় যাইতেছে বলিয়া কি ভয় করিতে হয় ?,

রোহি। " কাজেই ভয় করিতে হয়, আমার ত কপাল ভাল নয় ! আর বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, সে দিনকার সেই অত গোলযোগের পর যখন আবার সে অলপ্পেয়ে এতদূর আসিয়াছে, তখন তার মনে অবশ্য মন্দ অভিপ্রায় আছে; মনে হইতেছে হয়ত এখনই কি বিভ্রাট ঘটাইবে। ইহাতে ভয় হয় আর না হয় ?,

যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন দুই তিন দণ্ড রাত্রি হইয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষীয়া নিশা সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় অন্ধকার মাখিয়া বসিল। রোহিণী প্রভৃতি যে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বাসা লইয়াছিলেন, সে গৃহে অন্য বাত্রী কেহই নাই; গৃহের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ভব

নাপিতানী বিধুমুখীকে ক্রোড়ে করিয়া উঠাইল; দেখিল বিধুমুখীর নয়ন দ্বয় মুদ্রিত; অথচ চক্ষুর আবরণ-পৃষ্ঠ সজল। ভব তাঁহাকে স্বীয় বাম বাহু অবলম্বনে বসাইয়া কহিল,

'বিধু! ভয় কি চাও দেখি মা!'

বিধু। 'না,'

ভব। 'কেন? আমরা থাকিতে ভয় কি? একবার চাও চখে মুখে জল দিয়া দিই।'

বিধু। 'না সম্মুখে নরকাগ্নি।'

ভব। এখানে কেহই নাই—কাহার সাধ্য আসে?'

বিধুমুখী ধীর কুঞ্চিৎ স্বরে কহিলেন, "ঐ বাহিরে।"

ভব। 'বাহিরেও এখন কেহই নাই।'

বিধুমুখী অনেক ক্ষণের পর চক্ষু চাহিলেন। অপরাহ্লেবস্থল-কমলিনী-দল-তুল্য আবক্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহ দীপালোকপূর্ণ; সম্মুখে ভীতমুখী রোহিণী; অব্যবহিত দক্ষিণ পার্শ্বে ভবসুন্দরী বাহু বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, দেখিলেন তিনি নিজে সেই বাহু অবলম্বনে বসিয়া আছেন।

তাহার পর গৃহের চতুর্দ্দিকের ভিত্তি গাত্র অবলোকন করিলেন; উপরিভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন; ক্ষণ পরে জলপান করিলেন। এইবার কথা কহিয়া বলিলেন,

'আমাদের সঙ্গের সেই জমাদার কৈ?'

রোহিণীও ভবসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাইত ভবি ঠাকুর ঝি! তোর সঙ্গে জমাদার ফিরে আসিল নয়? তবে এখন কোথায় গেল?'

ভব। 'ভয় নাই; একটু স্থানান্তরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরে আসিতেছেন।'

রোহি। 'কোথায় স্থানান্তর?'

ভব। ‘তা বলিতে পারি না; যাহা হউক যেখানে যাউন, তিনি বিধুমুখীর রক্ষার জন্যই ব্যস্ত আছেন বোধ হয়।’

রোহি ‘এখন তিনি আসিলে যে বাঁচি, তিনি কাছে থাকিলেও অনেকটা সাহস হয়।’

ইহাদের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে বঙ্গ দেশীয়া একটী স্ত্রীলোক ইহাঁদিগের বাসা-গৃহে উপস্থিত হইল। ভবসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল,

‘তুমি কে গা?’

স্ত্রী লোকটী উত্তর করিল,

‘আমার বাড়ী আগে চন্দন নগর ছিল, এখন ওপারে বাস করিতেছি। পাপ মুখে কি বলিব. এখন তোমাদেরই সাথি; ইচ্ছা আছে কাশী করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত দর্শন করিব।’

ভব। ‘তা বেশ বাছা, তোমরা কি লোক?’

স্ত্রী। ‘কি বলিতে পারি আমরা জেলে।’

ভব। ‘তোমার সঙ্গে আর লোক কে আছে?’

স্ত্রী। ‘আরও কয়জন লোক আছে। তোমাদের সঙ্গে কি পুরুষ লোক কেহ নাই?’

ভবসুন্দরী বুঝিল এ স্ত্রী লোকটী পিটার্স্বর্গের গুপ্ত দূতী বুঝিয়া উত্তর করিল,

‘আমি ইহাঁদের সঙ্গের লোক নহি, আমার অন্য ঘরে বাসা, আমার সঙ্গে স্ত্রী পুরুষে কয়টীই লোক আছে; তবে ইহাঁরা মায়ে ঝিয়ে মাত্র, ইহাঁদের সঙ্গে আর কেউ নাই।’

তখন নূতন স্ত্রী রোহিণীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল. হাঁগা যেন তোমাদিগে চন্দন নগরে দেখেছি দেখেছি বোধ হইতেছে।’

রোহি। ‘তা দেখিয়া থাকিবে, আমাদেরও বাড়ী চন্দন

নগরে ; কিন্তু তে মাকে ত বড় চিনিতে পারি নাই ।

নূতন স্ত্রী। 'হাঁ মা, চিনিবে কি? সে অনেক দিন হইল, ছোট বেলায় তোমাদের বাড়ী মাচ দিতে গিয়াছিলাম। তারপর চন্দন নগরের বাস উঠেছে তাও আজ এক যুগ হইল।

রোহি। 'যা হ'ক হউক মা, তবু দেশের লোক একবার বস।

স্ত্রী। 'বড় বসিব না বাসার লোক খোজ করিবে, আহা বিদেশে চেনা লোক দেখিলে, যেন কত নিধি বোধ হয়. দূর হইতে তোমাকে সুশ্বর ভাবে চিনিতে পারিয়া, কাছে আসিয়া পড়িলাম। হাঁমা তোমার মেয়ের নাম কি?

রোহি। 'আর মা হতভাগীর গর্ভে হতভাগী জন্মেছে, ওর নামই আছে ;—নাম বিধুমুখী।

স্ত্রী। 'নামটীত বেশ তবে এমন খেদের কথা মুখে আনিছে কেন মা—মেয়ের বে দিয়েছ কোথায়?

রোহি। 'আর ও কথা জিজ্ঞাসা করিওন ; ভাল যায়গায় ভাল ঘরেই বে হ'য়েছিল তা ত কেহ কোন ফল হ'ল না।

স্ত্রী। 'আ কপাল এমন দশা, বিধাতার কি চোখ নাই গা!—যা হউক এখন যাই মা অনেকক্ষণ এসেছি. আবার কাল সকালে দেখা হবে, এক সঙ্গেই যাইব।

ভবসুন্দরী তখনই বলিয়া উঠিল,

'চল আমিও অনেকক্ষণ এসেছি, আহা ইহাঁরা দুটী মেয়ে মানুষ কেমন করিয়া থাকিবে, তবে আমি না হয় আর একটু বসিয়া যাই চল।

নূতন স্ত্রী লোকটী চলিয়া গেল, রোহিণী চকিতা ও কৌতূহলিনী হইয়া, ভবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'হাঁ ভবি ঠাকুর ঝি! তুই ও মেয়েটীর সাক্ষাতে অন্য বাসার লোক বলিয়া গোপন করিলি কেন?

ভব। 'তার কথা আছে ;—এ মেয়ে মানুষটী বড় সোজা মেয়ে নয় ; বোধ হয় ও পিটার্সণের লোক।,

এই অন্তর্ম্মালা-কর-নামে বিধুমুখীর আবার হৃৎকম্প হইল। এই সময় অতি ধীর পদ সঞ্চারে জমাদার গৃহে প্রবেশ করিল। ইঁহারা যে গৃহে রহিয়াছেন, তাহা পথের উত্তর পার্শ্ব-বর্ত্তিনী গৃহ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী গৃহ। এই গৃহের দক্ষিণ দিকের দ্বারই সচরাচর মুক্ত রহিয়াছে। তাহার উত্তর দিকে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে, ঐ ক্ষুদ্র দ্বার দিয়াই জমাদার আসিল। জমাদার আসিল দেখিয়া, বিধুমুখীর ভয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। এদিকে জমাদার গৃহে-প্রবিষ্ট হইতেই, ভবসুন্দরী ধীরে ধীরে গৃহের দক্ষিণ দিকের দ্বার রুদ্ধ করিল। রোহিণী জমাদারের পদ-মূলে পতিত হইয়া অতি ভীতি-সঙ্কুচিত স্বরে দীনভাবে কহিলেন,

'আমাদের বড়-বিপদ, আমার—বিধুর কি হবে? এইবার রক্ষা—,

জমাদার ব্যস্তভাবে একটু পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া ধরিবার নিমিত্ত ভবকে অনুরোধ করিল এবং উৎসাহিতবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিল,' ভয় কি! কাহার সাধ্য আমি থাকিতে বিধুমুখীর উপর অত্যাচার করে? —আমি সব অবগত হইয়াই, এখনকার উপায় স্থির করিতে ব্যস্ত আছি।,

রোহি। 'কি উপায় হইবে?,

জমা। 'আজ রাত্রে তোমাদের স্থানান্তরে রাখিয়া আসিব আমি এবং ভব এই গৃহে থাকিব।,

রোহি। 'কেন তোমরা থাকবে?,

জমা। 'বিশেষ প্রয়োজনে—সে কথা পরে বলিব।,

রোহি। 'আমাদের যদি স্থানান্তরে রাখিয়া আসিতে পার তবে সেখানে তোমাদেরও ত স্থান হইবে?,

জমা। ‘তা হয়, স্থানের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের যাওয়ার অভাব আছে।,

রোহি। ‘কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, এ স্থান ছাড়িয়া সকলেই পলাইয়া যাই!,

জমা। ‘পলান সোজা কথা বটে, কিন্তু পলাইলে দুষ্টের শাস্তি হইবে না।,

রোহি। ‘এখানে তোমাদের কি বল আছে? কি শাস্তি করিবে?.

জমা। ‘শাস্তি দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব: চেষ্টায় যে ফল হইবে, তাহা পরে জানিতে পারিবেন।”

রোহি। ‘যাহা হউক আমাদের রক্ষার জন্য স্থানান্তরে রাখিয়া আসিবে বটে, কিন্তু এখন তোমাদের ছাড়িয়া থাকিতে আমার তিলার্দ্ধক্ষণ সাহস হয় না।.

জমা। ‘ভয় নাই—সে নির্ভয় স্থান।,

রোহি। ‘সে স্থান কী তোমার জানিত ছিল?,

জমা। ‘পূর্ব্বে জানিত ছিল না বটে, এখন জানিলাম সেখানে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।,

রোহি। ‘এখন কখন জানিলে?,

জমা। ‘এইমাত্র জানিয়া আসিতেছি।,

রোহি। ‘ভদি ঠাকুর ঝি তোমার কাছে না থাকিলে চলিবেনা কি?,

জমা। ‘চলিবে না।,

রোহি। ‘আমাদের যেখানে যাইতে হইবে, সে স্থান কত দূর!,

জমা। ‘অনেক দূর নহে, এই নিকটেই দুই তিন দণ্ডের পথ।,

রোহি। আমাদের কাছে তোমরা আবার কখন যাইবে?;

জমা। "এই রাত্রেই।"

রোহি। 'দেখ,—যেখানে রাখিবে সেইখানেই থাকিব, এযাত্রা রক্ষা হইলেই হইল।'

জমা। 'তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, গা তুলিতে হইতেছে, বলিয়া উত্তর দিকের দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইল।

ভব। 'প্রদীপ?'

জমা। 'প্রদীপ জ্বলুক, আরও তেল দাও।'

রোহিনী বিধুমুখীকে উঠিতে কহিলে, বিধুমুখী ভয় ও আহ্লাদের মধ্য—বর্ত্তিনী হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নান কারণে তাঁহার দেহ কম্পিত হইতেছে। কোথায় যাইতেছেন, পথিমধ্যেই বা কোথায় কি আছে, এই রূপ নানা ভাবনায় চঞ্চল চিত্ত হইলেন। যতই ভাবুন, যাইতেই হইবে স্থির আছে।

এদিকে জমাদার যাত্রার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল। ভবসুন্দরী অগ্রবর্ত্তিনী হইল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিধুমুখী ও রোহিনী গৃহ নির্গতা হইলেন। জমাদারের সঙ্কেতানুসারে ভবসুন্দরী মুক্ত দ্বার রুদ্ধ করিল। সকলেই নিঃশব্দে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। জমাদার অগ্রগামী হইয়া সঙ্কেতে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এখন রাত্রি প্রহরৈকমাত্র,—সরাইএর পথ—শ্রান্ত পথিকেরা প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী—অনেকেই নিদ্রিত হইয়াছে। বোধ হয় কোন কোন গৃহ হইতে অস্পষ্ট বাক্ স্ফুরণ ধ্বনিত হইতেছে। তজ্জন্য জমাদার সঙ্গিনী দিগকে সঙ্কেতে সতর্ক করিতেছে। নিশা ঘোর অন্ধকার ময়ী।

সমুদ্র-বন্ধন।

"কোটী কোটী ক্ষুদ্র কীট একত্র মিলিয়া,
উত্তুঙ্গ বল্মীকি-রাজী তুলিছে গাঁথিয়া,
অগাধ-সাগর-গর্ভে পলা কীট গণ সর্ব্বে
মনুষ্য-বসতি-দ্বীপ রাখিছে নির্ম্মিয়া!"

"কোটী কোটী মধু মক্ষি ভ্রমি নানা ফুলে,
অণু অণু মাত্র মধু আনে বুলে বুলে,
সে মধু সঞ্চয় করি অসংখ্য কলস পূরি,
সারি সার সাজা'তেছে বিপনী সকলে।"

"কত ক্ষুদ্র পরমাণু অচিন্ত্য-কারণ
তাদেরি সমষ্টি-গুণে জগত সৃজন!
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা কত পৃথ্বী স-সাগরা
সেই পরমাণু মাত্রে হ'তেছে গঠন!"

'এইরূপ একতায় অসাধ্য সাধন
হইতেছে নিরবধি, কে করে খণ্ডন?
শতবার ধিকতারে প্রতিজ্ঞা সাধন-তরে
যে না করে অকাতরে জীবন-বর্জ্জন?"

"আহার-বিহার ত্যজি ধরো যদি বেশ,
লভিতে তপস্যা-ফল ত্যজো সুখ-লেশ,
কঠোর যোগের তরে ক্লেশ-ভার শিরে ধ'রে,
দিবস রজনী লহ ধৈর্য্য উপদেশ।

"কি কাজ অসাধ্য কিছু এ জগতি-তলে ?
কি ফল না ফলিয়াছে প্রতিজ্ঞার ফলে ?
একটী উদ্দেশ্য রাখি সকলেই সাধো দেখি,
থাকে কি অসাধ্য কিছু একতার বলে ?,,

শুনিয়া বানরগণ উৎসাহে মাতিয়া,
রাজ লক্ষ্মী উদ্ধারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া,
নিদ্রা-ভোগ দূর ত্যজি, স্থিরাধ্য বসায়ে মজি,
কার্য্যের সাধন করে দৃঢ় রাখি হিয়া।

ধন্যরে প্রতিজ্ঞা-বল ধন্য সহিষ্ণুতা !
ধন্য উপদেশ বাক্য ধন্যরে একতা !
ক্রমে কিছু দিন পরে বিশাল সাগরোপরে
বানরে বান্দিল সেতু অদ্ভুত বারতা।

দুস্তর সাগর হ'য়ে সেতু-পৃষ্ঠে পার,
দুষ্ট নিশাচরে করি সবংশে সংহার

স্থির সহিষ্ণুতা বলে অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা-ফলে
অনায়াসে রাজ-লক্ষ্মী করিল উদ্ধার।

একবার—
আয়রে মানবগণ দেখাই তোদেরে!
দেখ বানরের কীর্ত্তি! কোটী কোটী নরে,
অস্থি মাংসে দেহ আঁটি তোরাওত কোটী কোটী,
তোদেরওত রাজ লক্ষ্মী পারাবার পারে।

তাই আবার—
কি কাজ অসাধ্য আছে এ জগতি-তলে।
কি ফল না ফলিয়াছে প্রতিজ্ঞার ফলে?
একটী উদ্দেশ্য রাখি সকলেই সাধো দেখি,
থাকে কি অসাধ্য কিছু একতার বলে?

দার্শনিক সংসার।

গগন তপন পবন পাথার,
পৃথিবী প্রভৃতি প্রপঞ্চ ধাতার,
নক্ষত্র চন্দ্রমা গ্রহ ছায়া পথ
দিবারাত্রি আদি কাল ক্রমাগত

প্রাতঃ সন্ধ্যা ঊষা, নিদাঘ বরিয়া,
নিয়তি বর্ত্মেতে নিত্য যাওয়া আসা,
এ সব অনাদি, নিত্য নিরবধি—
রহিয়াছে, রবে, ভবের এ বিধি
কবে সৃষ্টহল ? কবে ধ্বংস হবে ?
কবে ছিলনাক ? কবে না রহিবে ?
কে পারে বলিতে ? ভাবিতে হৃদয়
বিস্ময় স্তম্ভিত, অন্ধকার ময়
হেরি দশদিশি—নভ, রবিশশী
অনিল সলিল কাল দিবানিশি
ছিলনা যখন, কি ছিল তখন ?
কি ছিল কোথায় ভাব দেখিমন !
ভাবিতে পারিনা বড় অন্ধকার !
আশা ভরসাদি অকূল পাথার !
মনপ্রাণ ধ্যান ধারনা সকল,
যত কিছু সব ধূ ধূ ধূ কেবল !
যত কিছু তবে কোন কিছু নাই
অন্ধকার ! না-না কোথায় বা তাই ?
কোথায় বা তুমি ? কোথায় বা আমি ?
কোথায় অন্তর ? কোথা অন্তর্যামী ?
বিধাতা কোথায় ? উহু কি যন্ত্রণা
দারুণ অসহ্য ভাবিতে পারিনা !

রে উন্মাদমন! কাজনাই ভাবি!
কাজ নাই মোর অকূলেতে ডুবি,
নিজে অতিক্ষুদ্র পরমাণু প্রায়
পরমাণু পুঞ্জসমষ্টি ধরায়—
যন্ত্রের পুতুল যন্ত্রে ঘুরি ফিরি
যন্ত্রে শব্দ হয় যন্ত্রে গান করি।
যন্ত্রে হাঁস কাঁদ যন্ত্রে অভিনয়—
জীব রঙ্গভূমে, নাট্য ভ্রমময়—
সংসার! কদিন রবে এ মোহিণী?
(পঙ্গকের কার্য্য) পোহাবে রজনী,
সর্ব্বশেষ অঙ্ক সমাপ্ত হইবে,
যন্ত্র বলি পরিয়া রহিবে!
আমি আত্মারাম জাগি যতদিন
পরমায়ু সংখ্যা ঠিক্ ততদিন।
ততদিন আর কতদিন হবে?
সংখ্যা শতবর্ষ চৈতন্য বহিবে!
এই শতবর্ষ অনন্তের সহ—
উপমা করিলে (আমি নাই কেহ।)
—এত ক্ষুদ্র; কিম্বা অস্তিত্ব বিহীন।
(অস্তিত্ব অনন্তে হয়ে গেছে লীন।)
জীবের চৈতন্য নিদ্রার স্বপন?
তথাপি সংসারে (আমি এক জন?)

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অপূর্ণ অর্দ্ধাঙ্গ-
উন্মত্ত জীবের দেখ দেখি রঙ্গ ?
অজেয় জিনিতে যায় কুতূহলে,
অকথ্য প্রলাপ যাহা নয় বলে।
অনন্ত হইতে অন্তে যে জন,
নিত্যাপেক্ষা নিত্য নিত্য নিরঞ্জন,
ভবিষ্যের অগ্র অতীতে (র) অতীত,
পূর্ণ পরাৎপর স্বয়ং সদ্বিত,—
স্বতন্ত্র ভাবিতে হ'য়েছে ব্যাকুল।
কখন সন্দেহ কভু বলে ভুল,
কভু বলে আছে, কভু বলে নাই ;
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলিছে সদাই !
কত টুকু চিন্তা ? কত টুকু জ্ঞান ?
কত টুকু বুদ্ধি ? কত টুকু প্রাণ ?
মনুষ্যের ? তাই ভাবিবে ঈশ্বরে ?
বৃথায় বক্তৃতা কুতর্ক বিস্তারে
কেন পণ্ডশ্রম ? (যশের লালসা
হায় থাকে যদি মিটিবে সে আশা !)
কিন্তু কার্য্য কিছু হবে না হবে না !
কভু হয় নাই কভু হইবে না।
কোটী কল্প যুগ প্রজ্ঞা প্রীতি ভক্তি
বিশ্বাস সাধনা সাধি ; লভি মুক্তি

অনন্ত ভজিতে শিখ তার পর
(ব্রহ্মা উপাসনা ?) ব্রহ্ম পরাৎপর
তর্কেতে মিলে না, তাদৃশ ঊর্দ্ধেতে
জ্ঞান কিম্বা স্বাশ পারে না পৌঁছিতে !
প্রেমিক প্রেমেতে কাঁদিয়া পাগল !
বিবেকী ভাবেতে অগাধ বিহ্বল !
সেই মাত্র সুখ সেই মোক্ষভবে,
সেই সত্য ! কিন্তু প্রলাপে সম্ভবে !
সংসার প্রলাপে বিহ্বল সতত—
স্বার্থ কণ্ডুয়নে অস্থির উন্মত্ত !
যশের লালসা অতি তীব্রতর
বৈষম্য বিরোধ অতি ভয়ঙ্কর !
" আমি বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ প্রতিভা সম্পন্ন !
" কবি, দার্শনিক, জ্ঞানি অগ্রগন্য !
" আমি ধনী মানী, যশস্বী সংসারে !
" আমি এক জন ! আমি কি কাহারে !
" গণি ? সংসারেতে কে আমার মত ?
" আমি রাজা পৃথ্বী মম পদানত।
" আমি প্রভু তুমি সেবক আমার !
" আমি শ্রেষ্ঠ তুমি নিকৃষ্ট ধাতার
" লিখন এ সব অদৃষ্টের মত
" পাল মম আজ্ঞা দেখেছ শাণিত।

দার্শনিক সংসার।

" তরবারি ? জান মম বাহুবল ?
" আমি বলীয়ান তোমরা কেবল
" সেবক আমার ! আমারি কারণে
" জন্মেছে ভূতলে, আমি যদি প্রাণে
" বধি তোমাদিকে (মরিবে নিশ্চয় !)
" আমি যদি রাখি তবে কারে ভয় ?
" আমার তৃপ্তিতে তোমাদের তৃপ্তি-
" আমার গতিতে তোমাদের গতি।
" আমি যাহা কব পাষাণের রেখা
" আমার যে আজ্ঞা বিধাতার লেখা।
এইরূপ বৈষম্য আহা ! নিরুপায়
এ অন্তঃপ্রদাহ দেখাব কাহায় ?
জন্মমাত্র সবে সমান সংসারে
সকলেই দায়ী সকলের তরে।
সকলের ভোগ্য স্বাধীনতা নিধি,
দাসত্ব প্রভুত্ব কাল্পনিক বিধি !
থাকুক সভ্যতা সুশিক্ষা সমাজ।
পাশ্চাত্য বিধানে নাহি কোন কাজ !
দূর কর মিথ্যা ভণ্ডের ভাঁরামি
বৈষম্য বিচার কিসের ? কে তুমি
আমি-তুমি ভিন্ন কি আছে সংসারে ?
তুমি পূজ্য আমি পূজিব তোমারে ?

বহুদিবস হইল আমি "চিন্তা (reflections)" নামে হাতের লেখা একখানি পুস্তক পাইয়াছি। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমার ইচ্ছা হইল জন সমাজে প্রচার করি। কিন্তু পুস্তকখানি এত ভাল নয় যে বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করি। এক্ষণে 'বিনোদিনী' পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবারজন্য পাঠাইলাম।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় এটি কোন প্রেমিক পুরুষের লেখা। বিনোদিনীতে পুরুষের লেখা প্রকাশিত হয় কি না পূর্ব্বে জানিতাম না কিন্তু এক্ষণে বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি যে আমাদের দেশের স্ত্রী লোকেরা এখনও এত উন্নতি লাভ করে নাই যে পুরুষের সাহায্য ব্যতিত একখানি পত্রিকা প্রকাশিত করে। অনেকে বলিতে পারেন পুরুষে সাহায্য করিবে কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমিক পুরুষ কেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে গ্রন্থ কর্ত্তা প্রেমিক বটে কিন্তু নীচ নয়। প্রচারক।

চিন্তা (reflections)

প্রথমরাত্র।

"দেখিলে তোমার সে অতুল প্রেম আননে।
কি ভব সংসার শোকে ঘোর বিপদ শাসনে॥"

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন "তুমি তামাক খাওনা কেন?" আমার গুলি খোর প্রভৃতি দলে লোকেরা বলেন "তুমি মওতাত কর না কেন?" মাতালেরা বলেন "তুমি মদ্য পান কর না কেন তবে তোমার জন্মই বৃথা।" এইরূপে

প্রায় প্রত্যেক আলাপী নেশাখোর, ধুমপাই পণ্ডিত মাত্রেই আমাকে আপন আপন ছাত্র করিতে চাহেন। আমি ঐ দলের প্রায় সকল পণ্ডিতকেই যথাক্রমে জিজ্ঞাসা করি তামাক, গুলি, গাঁজা, মদ্য প্রভৃতি এ সকল পান করিলে কি হয়? তাহাতে প্রায় সকলেই উত্তর দেন ‘ বহু পরিশ্রমের পর তামাক কিম্বা কোন একটী নেশা ব্যবহার করিলে সমস্ত ক্লান্তী দূর হয়। কিন্তু আমি এই ক্লান্তী নিবারক মহৌষধ ব্যবহার করিতে অসম্মত কেন? আমি কি পরিশ্রম করি না?—না, এ দরিদ্র বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে অতি অল্পই লোক আছে যাহাদের পরিশ্রম বিনা সংসার যাত্রা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বিশেষতঃ আমি সামান্য চাকরি করি। এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর বাঙ্গলী বাবুরন্যায় “স্বাধীন ব্যবসায়” অবলম্বন করিব বলিয়া ক্ষিপ্ত হই নাই। এই জন্যই আমি অন্যের নিকট চাকরী করি। সকলেই জানেন সামান্য চাকরী করিতে গেলে কত পরিশ্রম করিতে হয়। তবে পরের অনুমত্যানুসারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তি ভোগ করি কেন? ক্লান্তি নিবারক মহৌষধ ব্যবহার করি না কেন? আমি এত নির্ব্বোধ কেন? আমি কি এ স্থলে এত নির্ব্বোধ!—না। এ জগতে সকলেই হয় ঐহিক না হয় পারলৌকিক সুখলাভেরজন্য সচেষ্ট। নেশা না করিলে পরলোকে কোন সুখ হইবে কি না বলিতে পারি না। তবে ইহ লোকের সুখ ত্যাগ করি কেন? তবে আমি অস্বাভাবিক? না—আমি এস্থলে নির্ব্বোধও নই অস্বাভাবিকও নই।

আমারও একটী নেশা আছে। মনের সহিত শ-রীরের কত নিকট সম্বন্ধ তাহা অল্প চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমি মুখে নেশা করি না মনে নেশা করি, চক্ষুতে নেশা করি। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একবার তাহার [কাহার তাহা বলি-বার প্রয়োজন নাই] মুখ খানি কিম্বা কোন অঙ্গ কিম্বা তাহার সম্বন্ধিয় কোন বস্তু দেখিতে পাইলে দিনমনি আগমনে তিমির রাসি ধ্বংশের ন্যায় ক্লান্তি-রাশি ধ্বংশ হইয়া যায়। অনেকে বলিতে পারেন তুমি নেশা যেমন অনায়াসেই যেখানে সেখানে পাইবে তাহাকেত সেরূপ পাইবে না। কিন্তু তাহারা জানেন না যে আমি মনে করি যে সে আমার প্র-ত্যেক পদ বিক্ষেপ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করে। কাহার ইচ্ছা না হয় যে যাহাকে ভালবাসি সে আমাকে প-বত্রি দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করুক ? আর ভাল বাসিলে কেইবা সেরূপ মনে না করে ?

কৃপণেরা নীচ কিসে ? সে আপনার বস্তু পরকে দান করিতে পারে না। যে দান করে সে পবিত্র। সংসারের সার পদার্থ মনুষ্য। মনুষ্যের সার পদার্থ মন।” সে সেই সর্ব্বাপেক্ষা সার পদার্থ দান করে তাহাকে পবিত্র দেবতা কেন মনে করিব না ?

যে মনের অধিকারী তাহাকে মনোমধ্যে একবার পাইলেই বা কেন মন সতেজ হইবে না ? ক্লান্তি কেন দূর হইবে না ?—অবশ্যই হইবে। তবে নেশা করিবার আবশ্যক কি ?

পূর্ণমনস্কাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রোহিণী পান্থ-শালা হইতে বহির্গতা হইয়াই দেখিলেন, সম্মুখে বৃহৎ প্রান্তর; প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচ্চ বিচ্ছিন্ন জঙ্গল সকল অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, বামপার্শ্বে এক বৃহৎ কূপ; সরাইএর অধিকাংশ লোকেই সেই কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহারা গৃহে ছিলেন, প্রান্তরে পড়িলেন; বহুলোক বেষ্টিত-স্থানে ছিলেন, অল্প সংখ্যক হইলেন। তজ্জন্য রোহিণীর অন্তঃকরণে একটু স্বাভাবিক ভীতি সঞ্চার হইল—তবে সাহস এই শত্রু দূরে পড়িতেছে—উপস্থিত বিপদ নিবারণ সময়ে ভাবী বিপদের আশঙ্কা তত হৃদয়স্থ হয় না।—লোকে ব্যাঘ্র-মুখ হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সর্প-লাঙ্গুল অবলম্বনে বৃক্ষারোহণে প্রয়াস পায়, অনেক সময়ে সে প্রয়াসে সিদ্ধ মনোরথও হয়।

তাঁহারা একাগ্রমনে নিঃশব্দ দ্রুত-পদ-সঞ্চারে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; ক্রমে প্রান্তর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যদিও ঘোর অন্ধকারে গৃহ-মন্দির, বৃক্ষ-পর্ব্বত সকলই একাকার দেখায়, সকলই অন্ধকার স্তূপ মাত্র বলিয়া অনুভূত হয়, তথাপি সমাজ-স্পৃষ্ট মনুষ্য-চক্ষে লোকালয় লুকায় না। রোহিণী ও ভৃত্য একটী ক্ষুদ্র লোকালয় দেখিতে পাইলেন, তাহার মধ্যে মধ্যে কুটীর মাত্র ব্যতীত ধনীদিগের বাসোপযোগী গৃহাদি দেখা গেল না। অগ্রবর্ত্তী জমাদার সেই লোকালয় মধ্যে একটী সঙ্কুচিত পথ

আশ্রয় করিল, সে পথের উভয় পার্শ্বই অনুচ্চ জঙ্গল-পূর্ণ। ক্ষণ-পরে পথিপার্শ্বে দুইটী কুটীর দেখা গেল। জমাদার অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "এই"

রোহিণীও ধীর [illegible]স্থিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

" এইখানে কি থাকিতে হইবে?"

জমা। 'আজ্ঞা—এইখানে।"

রোহি। " ইহাঁরা কি লোক?"

জমা। 'মৈথিলী ব্রাহ্মণ।'

রোহি। ' লোক কেমন?'

জমা। ' ভদ্রলোক—কোন আশঙ্কা নাই।'

এই কথা বলিয়াই, জমাদার একটী কুটীরের দ্বারে সামান্য আঘাত দিয়া পূর্ব্ববৎস্বরে কহিলেন,

" আমরা পথিক।"

তৎক্ষণাৎ গৃহাভ্যন্তর হইতে দারোদ্ঘাটিত হইল। দেখাগেল গৃহ দীপালোক পূর্ণ। জমাদার অগ্রেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বহিঃস্থা সঙ্গিনী দিগকে প্রবেশার্থ আহ্বান করিল। রোহিণী প্রভৃতি ধীরে ধীরে জমাদারের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের এক পার্শ্বে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিদ্রিত রহিয়াছেন। অপর পার্শ্বে অপর একটী ব্রাহ্মণ চর্ম্মাসনে বসিয়া আছেন। সুপ্ত ব্রাহ্মণই গৃহস্থ—যিনি জাগ্রত তিনি অতিথি। এই অতিথিই দারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, এখন ইনিই পৃথক্ আসন প্রদান করিয়া, স্ত্রীলোক দিগকে বসিবার আদেশ করিলেন। জমাদার রোহিণী ও বিধুমুখীকে বসিতে বলিয়া, ভব নাপিতানীরসহিত পুনর্গমনজন্য বিদায় গ্রহণ করিল; বলিয়াগেল,

" রাত্রি মধ্যেই ভব এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

এই সময় রোহিণী বিধুমুখীকে লইয়া নিতান্ত সহায় হীন হইয়া

পড়িলেন, এখানে আপনার বলিতে ভবসুন্দরী আর জমাদার মাত্র ছিল, ভাগ্যক্রমে তাহারাও দূর-গত হইল; অথচ তাহারা কি অভিপ্রায়ে কোথায় গেল, সে বিষয়েরও কিছু জানিতে পারিলেন না; মনোমধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে লাগিলেন।—উভয়েই অবগুণ্ঠনবতী—উভয়েরই অন্তঃকরণ নানা বিস্ময়ক চিন্তা-স্রোতে কম্পিত ও দোদুল্যমান। সম্মুখে অপরিচিত গম্ভীর মূর্ত্তি পুরুষ পুরুষের ভাব-ভঙ্গীতে বোধ হয়, তিনি সংসার বিরোধী। রোহিণীর পক্ষে ইহা আরও কষ্টকর। কারণ তিনি একটু রোদন করিয়াও আত্ম-দুঃখের কথঞ্চিৎ শান্তি করিতে পাইতেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন, অপরিচিত স্বভাব সংসার বিরোধী পুরুষের নিকট সাংসারিক দুর্ঘটনা-বিহ্বলা রমণীর "নয়নাশ্রু হয়ত বড় বিরক্তিকর। সুতরাং তিনি অতি কষ্টে রোদন বেগ সম্বরণ করিতেছেন। তাঁহার নিকট রোদনে সুখ নাই বলিয়া, সে বেগ সম্বরণ করা।

বাস্তবিক রোদনের কারণ যতই যন্ত্রণাপ্রদ হউক, রোদন সুখের সামগ্রী। দুঃখের অপনোদন জন্যই রোদনের সৃষ্টি। আবার যিনি যত আত্মীয়, যিনি যত আহ্লাদের বস্তু, তাঁহার নিকট রোদন করিলে, তত সুখী হওয়া যায়; তাহাতেই কান্না শুনাইবার জন্য আপনার লোক অন্বেষণ করিতে হয়; তাহাতেই অরণ্য-রোদনের অকর্ম্মণ্যতা সংসারে প্রচলিত। ফলতঃ রোহিণীর এক্ষণকার রোদন অরণ্য-রোদনেরন্যায় বিফল হইবে বলিয়া, রোদন সম্বরণের চেষ্টা। যে রোদন বুঝিবার লোক নাই, যে রোদনে সমদুঃখতা প্রকাশ করিবার লোক নাই, সে রোদনে সুখও নাই। অন্যকে দুঃখ ভার বহাইয়া স্বয়ং সুখী হইবার নিমিত্তই লোকে রোদন করে। দুঃখ ভার বহিবার যাহার যত অংশী যুটে সে তত সুখী। এখানে রোহিণীর দুঃখের ভাগী

কেহই নাই সুতরাং রোহিণীর রোদন সম্বরণে চেষ্টা। রোহিণী অন্তর্জ্বালাকর যন্ত্রণা সহ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। বিধুমুখীও আত্ম-বিস্মৃতি-বিহ্বলা স্তম্ভিতার ন্যায় উপবিষ্টা।

অনেক ক্ষণের পর জাগ্রত পুরুষ কথা কহিলেন। রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেন কুল কামিনীর আমার নিকট কথা কহিবার বাধা নাই, আমি সংসার ত্যাগী—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি; অতএব আমার নিকট সংসার-সুলভ লজ্জা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ এস্থান তোমাদের সর্ব্বতোভাবে অপরিচিত, আত্মীয় বলিতে কেহই নাই, আর এই ঘোরান্ধকারময়ী যামিনী, এখন কোন অগত্যা প্রকাশ্য প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, প্রকাশের স্থল নাই। তজ্জন্য আমি অনুরোধ করিয়া বলিতেছি, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, আর যদি কোন অনিবার্য্য প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ না থাক, তবে বিনা সঙ্কোচে আমার কথার উত্তর দাও এবং কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে প্রকাশ কর।"

এই পুরুষের গম্ভীর অথচ সুখ-শান্তিময়ী মূর্ত্তি প্রথম দর্শনেই ইঁহার প্রতি রোহিণীর আন্তরিক ভক্তি জন্মিয়াছিল। এখন আবার এই স্নেহময় সাহস পূর্ণ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া যত আহ্লাদিতা হইলেন, তদপেক্ষা ভক্তিমতী হইলেন, এবং হৃদয়-গত-শ্রদ্ধা সহকারে ইঁহাকে বিহিত বিধানে প্রণাম করিলেন; আর ভক্তিপূর্ণস্বরে কথা কহিয়া বলিলেন,

"আপনি দেবতা, আমাদের এই বিপদ সময়ে রক্ষা করুন।"

বিধুমুখীও ইঁহার অমানুষী ভাব দর্শনে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

পুরুষ রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কাশীতে তোমাদের কেহ পরিচিত লোক আছেন?"

রোহি। "না।"

পুরু। 'সেখানে গিয়া কোথায় থাকিবে?'

রোহি। 'জমাদার ভাল বাসা স্থির করিয়া দিবেন কহিয়াছেন।'

পুরু। 'কাশীতে আমারও অনেক পরিচিত স্থান আছে, আমিও প্রভাত হইলে কাশী যাত্রা করিব, এ স্থান হইতে পথও অল্প, আমার সঙ্গেও তোমরা যাইতে পার।'

রোহি। 'আপনি যে অনুমতি করেন।'

পুরু। 'উত্তম - তবে ভব সুন্দরী ফিরিয়া আসিলেই গমনে দ্যোগ করা যাইবে, প্রভাতের অপেক্ষাতেই বা প্রয়োজন কি? তীর্থ স্থানে যত শীঘ্র যাইতে পারি ততই ভাল।'

রোহি। 'আমাদেরও তাই ইচ্ছা।'

পুরু। 'তোমার না আর একটী জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলী?'

রোহিণী এ প্রশ্নে বিস্মিতা হইলেন, ভাবিলেন তাহার আধুনিক অবস্থা সকলের পরিচয় ইনি জমাদারের নিকট অবগত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্ব ঘটনা কেমন করিয়া জানিলেন? তিনি ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,

"আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ?"

পুরু। 'না—তবে তোমাদের অনেক সংবাদ আমি জ্ঞাত আছি, সে কথা পরে জানিতে পারিবে।'

রোহি। 'কি বলিব প্রভু! পাপিষ্ঠার গর্ভে আর একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখন মিথ্যা হইয়াছে; সে হতভাগী থাকিলে আজ এককুড়ি পাঁচে পা দিত, তা এ কপালে সুখ কোথা? আমি তাহাকে ছয় বৎসরের বেলায় হারাইয়াছি।'

পুরু। 'যাহা হউক সে বিষয়ের দুঃখ এখন নিষ্প্রয়োজন।'

রোহিণী নীরব।

পুরুষ রোহিণী দিগের সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তদ্ভিন্ন আরও

বহু জ্ঞাতব্য ছিল, তাহাও অনেক অবগত হইলেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ দ্বি প্রহর অতীত হইয়া গেল।

সংসার বৈচিত্র।

ভাদ্রমাস, ঘোর অন্ধকার রাত্রি, জল ঝড় দুর্য্যোগের সীমা নাই। এইসময়ে আমার পত্নীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হইল। যন্ত্রনা অতি গুরুতর হইল। তখন আমি বিকারে অচেতন প্রায় ছিলাম কিন্তু ঈশ্বরের কেমন অভিপ্রায় কিরূপে বলিব, পত্নীর গর্ভ মর্ম্মা যন্ত্রণার সময় আমার চেতনা সঞ্চার হইতে লাগিল। আমি তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া প্রাণের ব্যাকুলতায় সজ্যায় উঠিয়া বসিলাম। যখন উঠিয়া বসিলাম তখন তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়া ছিল, অনেক যন্ত্রনার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের যে কোন আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইল! পত্নীর মৃত্যু হইল। পুত্র সন্তান হইয়াছিল চক্ষে দেখিলাম। কিন্তু মাতা ভ্রাতা ভগিনি এবং গ্রামপ্রতিবাসি, অবশেষে একমাত্র সংসের সঙ্গিনী পত্নীপর্য্যন্ত যখন গেল, তখন আর এমন সদ্যপ্রসূত মাতৃহীন বালকের আশা কি? আমি নিষ্কাম গ্রহদোষী সংসারী বা আমা কি? আমার সংসারের বন্ধনি বা কি? কার জন্য বা আমার সংসার, এতদিন যাহাকে সত্য বলিয়া উপাসনা করিয়াছি সে সমস্তই মিথ্যা! সে সমস্তই রঙ্গভূমে নাট্যাভিনয়! যাহা লোকের বাহ্যসাজে কেবল নাট্যভ্রম জন্মাইয়া থাকে মাত্র! অতএব আরকাজ নাই! এইরূপ ভাবিলাম। এতদিন যাহার সঙ্গে এই ভবের হাটে জীবনের ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলাম, সে ব্যবসায় শেষ হইল। এখন কেকত লাভ করিল হিসাব

করিয়া দেখি। হিসাব করিয়া দেখিলাম আমি তাহার সহোদ যোগিনীর নিকট সবলগা খণি হইয়া পড়িয়াছি। আমি যাহাল ভ করিয়া ছিলাম তাহা দিলেও সে ঋণশোধ হইবার নহে। তথাপি তাহার অন্তিম সৎকার করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ শোধিতে পারি ভাবিয়া সেই সোনার প্রতিমা কে আমার সেই গঙ্গার এই পর্য্যন্ত বলিয়া মোক্ষদা নন্দের কণ্ঠরোধ হইল! মোক্ষদা নন্দ রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় অর্থ শূন্য দৃষ্টিতে ইতঃস্তত চাহিতে লাগিলেন। এইসময়ে উদাসীনের পদতলে সেই বিপন্না রমনি আশিয়া আছাড়িয়া পড়িল। প্রবোধবাবু ' পিতঃ! আপনি আমায় ক্ষমা করুন বলিয়া তৎসঙ্গে মোক্ষদা নন্দের পদতলে গড়াইয়া পড়িলেন। প্রবোধ চন্দ্র এবং রমণী উদাসীনের পদতলে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জিতে লাগিলেন। এইসময়ে রমণী এবং উদাসিন উভয়েই হত চৈতন্য হইয়া গিয়া ছিলেন।

অন্যান্য সকলে এই আকস্মিক! বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়া অবাক অচলবত হইয়া রহিল। পাঠক! বিধাতার জীবন্ত মহিমা শুনিবে! নিয়তির অনিবার্য্য প্রভাব তুমি স্বীকার করকি? নিয়তিরমান আরনাই মান, মোক্ষদানন্দের পদ বিলুণ্ঠিত প্রবোধ বাবু কে বল দেখি? প্রবোধচন্দ্র কে তাহা এখনওকি বলিয়া দিতে হইবে?

রাধামাধব সেইভাগ্যে মাত্রির কৃষ্ণাষ্টমর রজনীতে সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া পত্নীর দেহভার বহন করিয়া গঙ্গাতীরে গেল, তারপর আর ফিরিলনা। রাধামাধব সেই মৃতা পত্নীকে গঙ্গাজলে ভাষাইয়া দিয়া, সদ্যঃ জাত মাতৃহীন শিশুকে জন শূন্য পল্লীক নিভৃত গৃহে বদ্ধ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর আর তাহাদের সংবাদ পায়নাই।

রাধামাধব পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা জলে ভাষাইয়া দেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার পত্নীর মৃত্যুহয়নাই,

অতি গুরুতর প্রসব বেদনায় মৃত্যুবৎ হইয়াছিলেন ভিতরে প্রাণ বায়ুর সঞ্চার ছিল। শরীর শীতল, নাবি নিস্পন্দ, বাগ নিরোধ এমনকি মৃত্যুর বাহ্য লক্ষন সমস্ত ঘটিলেও প্রাণথাকে।

রাধামাধব সবিশেষ বুঝিতে না পারিয়া যাহা করিয়া ছিলেন তাহা তাঁহার দোষনহে তাহা নিয়তির অনিবার্য্য ফলমাত্র। বিন্ধু বাসিনী জলে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া মধুপুরের চরে সংলগ্ন হন। পরদিন প্রাতে মৎস জীবিরা বিন্ধুকে জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হয়। তাহারা অনেক কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহাদের জমীদার রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে লইয়া যায়। রাম শঙ্করবাবু অতি ভদ্রলোক, তিনি রমণীর অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারিয়া যতনে নিজগৃহে রক্ষা করেন। বিন্ধুক্রমে রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে সুস্থহইতে লাগিল। সেই অবধি অ জ বিষবৎসর রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে ছিলেন। সকলেই তাঁহার সভাবে সন্তুষ্টহইয়া তাঁহাকে বাটীর একজন প্রধানা বলিয়া সম্মান করিত। কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে বিন্ধুকে বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইতে হইত। একদিন রামশঙ্কর বাবুর অন্তসত্বা কন্যাকে তত্ব করিতে বিন্ধুকে গ্রামান্তরে যাইতে হইল। সঙ্গে রামশঙ্কর বাবুর দেহুরির জমাদার হুসেন শেখও যাইতেছিল। পথে সন্ধ্যা হওয়াতে এবং বৃষ্টী আসাতে তাহারা বনমধ্যস্থিত দেবালয়ে গিয়া আশ্রয় লয়। বিন্ধু প্রৌঢ় বয়সেও একজন প্রধান সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিল। পাপত্মা যবন রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধহইয়া ছিল এবং উপযুক্ত সুযোগও পাইয়াছিল। সেই যবনের হাতে হইতে সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া মোকদ্দমা নন আজ কারালয়ে নিতহইয়া ছিলেন।

রাধামাধব দ্বারাবরুদ্ধ করিয়া সদ্যঃ প্রসুত শিশুকে রাখিয়া ছিলেন। সে অবস্থায় শিশুর মৃত্যুই সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে

রক্ষা করেন তাহাকে কে মারিতে পারে ?

গৃহের যে অংশে বালক শয়িতছিল তাহার ঠিক উর্দ্ধে
গায়ে মধু মক্ষিকায় একটী মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল।
কেহই জানিত না। বালক চিত ভাবে শয়ন করিয়া ক্ষুধায়
কাঁদিতে ছিল। এই সময়ে উপরের মধুচক্র হইতে মধু চোঁয়াইয়া
বালকের মুখে পড়িতে ছিল। মধু ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা
করিয়া পরিতেছিল, বালক ধীরে ধীরে তাহা গলাধঃকরণ
করিতে ছিল। পাঁচদিন ক্রমাগত ঐরূপ মধুপান করিয়া বালক
জীবিত থাকে। ষষ্ঠ দিবসে কোম্পানির লোকে মহামারির মৃত্যু
সংখ্যা ও মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি সুমার করিতে আসিয়া দৈবাৎ
শিশুকে দেখিতে পায়। বালককে দেখিয়া তাহারা জগদীশ্বরের
অপার মহিমায় মুগ্ধ হইল। বালককে সেইদিন নিকটস্থ দাতব্য
চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিল। চিকিৎসালয়ের প্রধান তত্ত্বাব
ধায়ক ডাক্তার রাম গোপাল বাবুর সন্তান সন্ততি হয়নাই। তিনি
বালকের অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। গবর্ণমেণ্ট
হইতে অনুসন্ধান হইয়া যখন প্রমাণ হইল বালকের কোনস্থানে কেহ
নাই। তখন রাম গোপাল বাবু গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়া
বালককে প্রতিপালন করিবার ভার লইলেন। রাম গোপাল
বাবুর গৃহিণী নিজের গর্ভজাত সন্তানবৎ পিতৃ মাতৃহীন শিশুর
লালন পালন করিতে লাগিলেন। বয়স ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের
সঙ্গে বালকের অসামান্য বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইতে লাগিল।
বালক উপযুক্ত রূপ অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সেই বালক এই বিচারপতি প্রবোধ

সরস্বতী পূজা।

(গীতি)

কবি কুঞ্জবনে তুলিতে কুসুম জাবিরে সাথে তা'য়
যদি যুড়াবি তাপিত প্রাণ।
শোক তাপ জড়া যন্ত্রনা তথায় অনায়াসে ভুলা যায়
ভবে সেই মাত্র সুখ স্থান।

২

দেবতা বাঞ্ছিত ত্রিদেব আলয় কতইবা শোভাধরে
সেত কপোল কল্পিত কথা।
কবি হৃদ কুঞ্জ অকল্পিত স্বর্গ দেখসে অবনী পরে,
আহা! সকলই সুন্দর তথা।

৩

কোথা পারিজাত দেবের পীযূস, ইন্দ্রের অমরা
তাকি দেখেছ কখন ও চখে।
ভ্রান্ত মানবের সুখতৃষ্ণা হেতু বাসনা প্রবল অতি
তাই—স্বরগ স্বপনে দেখে।

৪

কত উচ্চ স্থানে আছে সে স্বরগ স্বরগই কতদুর?
স্বর্গ কোথায় আছে কে জানে।
কবি হৃদি স্বর্গ সীমাশূন্য রাজ্য জীবন্ত অমরাপুর
অতি পবিত্র উন্নত স্থানে।

৫

থাকে যদি সুধাথাকে পারিজাত ইন্দ্রের অমরাবতী
তবে আছে তা কবির হৃদে।

থাকেযদি সুখ শান্তি স্বাধীনতা পবিত্র ভকতি প্রীতি
তবে আছেতা কবির হৃদে।

৬

কবি কুঞ্জবন জীবন্ত নন্দন স্বর্গাদপি গরীয়সী,
আমি কি দিব তুলনা আর।
বৃক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধাগলে পত্রে শান্তি ছায়ারা
মুলেভক্তি প্রেম ধারাভার।

৭

মনস্ত প্রসন্ন বিবেক প্রান্তর প্রেমের পরিখা বেড়া,
তাহে অমৃত প্রবাহ বহে।
মাঝেঅতি মনোহর শান্তি সরোবর মোক্ষবৃক্ষ বল্লীবেড়
চরে চৈতন্য সারস্ তাহে।

৮

শ্বেত স্বচ্ছদল জ্ঞানের কমল প্রস্ফুটিত সারি সারি
তাহে প্রীতি মকরন্দ ক্ষরে।
চিত্তভৃঙ্গ তায় মত্ত, মধু খায় ফুলে ফুলে বসেউড়ি,
সুখ প্রমত্ত ঝঙ্কার ছাড়ে।

৯

কুঞ্জ চারিতীরে বৃক্ষ চারিধারে ফলপুষ্প পত্রে নত,
চির অশুষ্ক অচ্যুত তাহা।
সুযশ সমীরে সুগন্ধ বিতরে বিশ্বতাহে আমোদিত,
(সুখ কিরূপে প্রকাশি আহা)

১০

নিকুঞ্জ কুটিরে কল্পনা কুহরে প্রতিভা পাপিয়াগায়,
স্বরে আমিয় লহরী উঠে।

অবনী মোহিয়া আকাশ শাকিয়া উচ্ছ্বাস উঠিয়া তায়
স্বর অনন্ত ভেদিয়া ছুটে।

১১

সরসীর কূলে লতাকুঞ্জ তলে ভাবুক প্রেমিক চয়,
বসি পুলক পূর্ণিত প্রাণে।
কাব্য কুন্দফুলে মালা গাঁথিগলে পিছে মাধুরিময়,
কিবা গায় মধুমত্ত মনে।

১২

পুষ্পি মকরন্দ পরাগ সুগন্ধ রসাল পায়ুস ফল
সব যদৃচ্ছা ভুঞ্জিছে সুখে?
ইচ্ছা যার যাহা লভিছে সে তাহা নাচাহি যতন
কবি কল্প বৃক্ষতলে থেকে।

১৩

কিসের অভাব? কিরে অসুখ? যাচাহ ভাবিলে ত
তথা অনন্ত ঐশ্বর্য্য রাশি।
তথাই যামাই ব্রহ্মাণ্ডে তামাই (আরকি কহিব কত
সুখ উথলিছে দিবা নিশি।

১৪

মণিময় খাতে প্রেমধারা পাতে বহেনদী চতুষ্টয়,
নাম; ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
অনন্ত প্রবহে নিত্য নদীবহে কেজানে কোথায় জায়,
তীরে দেবনর যক্ষ রক্ষ।

১৫

বসি পারপারে যেতে ইচ্ছাকরে যাইতে পারেনা কেহ
পারি জমেনা সময় মাঝে।

কালের আশ্বাসে আছে তারা বসে যায় নিশা আসে, অহঃ
নিত্য সাক্ষরাখি প্রাতঃ সাঁঝে।

১৬

আজ শুভদিন স্বর্গমর্ত্ত জুড়ি আনন্দ উন্মত্ত সবে,
ভবে বসন্ত পঞ্চমী তিথি।
দেব নরযক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি জয় জয় জয় রবে
গায় জ্ঞানদা ব্রহ্মাণি স্তুতি।

১৭

শান্তি সরোবরে জ্ঞানাম্বুজ পরে জ্ঞান রাজ রাজেশ্বরী,
সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সখি দ্বয়।
বিহরে, অধরে হাস্য সুধাক্ষরে করে বীনা আহামরি,
(রূপে ত্রিভুবন তনময়।)

১৮

বাল্মিকী ব্যাসাদি. বাণ ভব ভূতি ভারেবি শ্রীহর্ষ কবি
তথা কালি দাসমহা মতী।
লয়ে কাব্য পুষ্পহার পুষ্পাঞ্জলি মার পাদ পদ্মে পরিসর্পি
কিবা গাইছে সুস্বরে স্তুতি।

১৯

দুঃখী বঙ্গ কবি কোথায় কি পাবে. দারিদ্র সম্বল সার
আর কি আছে কিদিয়ে পূজে।
অন্ধ খঞ্জ আতুর বধির যেজাতি স্কন্ধেতে দাসত্ব ভার
গৃহে দুর্দ্দশা দুন্দ ভি বাজে।

২০

তারা কভুপারে যোড়শোপ চারে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুত্রসম
হ্যাঁ মা। পূজিতে ও পদ তল?
পূর্ণ ব্রহ্মময়ী। কৃপাময়ী গম্ব! জগদম্বে তুমিসত্য

তুমি একমাত্র আশা স্থল।

২১

প্রসন্নে! বরদে! জ্ঞানদে! মোক্ষদে! দেমাপদ দুটী হৃদে
আমি একান্তে ধরেছি তোরে!
গাঢ় মনপ্রানে প্রেমাশ্রু চন্দনে চর্চ্চিত জ্ঞান পুষ্প পদে
দিতে পারি প্রান ভরে!

সর্প গরল।

বিশ্ব নিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যে যে সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্যক গুনাগুন নির্ণয় করা সামান্য মানব শক্তির ক্ষমতা বহির্ভূত। তবে, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যে সকল বস্তু সৃজিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন না কোন প্রকারে অভিপ্রায়ের অভাব পূরণ করে। নিরব চ্ছিন্ন নিরর্থক পদার্থ একটীও দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। সকল পদার্থই ভিন্ন২ ধর্ম্মা ক্রান্ত এবং ভিন্ন ২ গুন বিশিষ্ট এবং ভিন্ন ২ রীতিতে সৃজিত। কোনটী কাহারও সাদৃশ্য সাপেক্ষ নহে। বস্তু মাত্রেরই এক একটী পৃথক ২ শক্তি আছে, এই শক্তির ক্ষমতা ও কার্য্য কারিতা সর্য্যবনর্ণ করিয়া উঠা যায়না। এই শক্তির সংযোগ বিয়োগেই জগত এত সুখের স্থান ও সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। এই শক্তিই মানব সুখ সমৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। এই শক্তিতেই জগৎ কারণ নিহিত,

এই শক্তিই বৈজ্ঞানিক গণের পরম হৃদয়ের ধন ও একমাত্র ভাল বাসার বস্তু। এই অবণী মণ্ডলে এমত কতক গুলিবস্তু বিদ্য মান আছে, যাহা সামান্য মানব চক্ষে নিরর্থক কষ্টপ্রদ বলিয়া অনুভূত হয়, এ স্থলে মশক ও সর্পবিষ এই পদার্থ দ্বয়ই উল্লেখ যোগ্য বিবেচনা করিলাম। মশকেরা জল হইতে জলের বিষাক্তা

হরণ করে বলিয়াই জল অত উপাদেয় পানীয় হইয়া উঠিয়াছে যদ্যপি মশকেরা জলের বিষভাগ হরণ না করিত, তাহা হইলে এই জল, যাহা জীবন বলিয়া উল্লেখিত হয় তাহা কখনই আমাদের জীবন রক্ষনোপযোগী হইত না। অতএব মশক একটী আমাদের সামান্য উপকারক নহে। ২য়টী সর্পবিষ, এই শব্দটী আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র ভয়ে সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও শোনিত শুষ্ক প্রায় হয়, এবং স্বতঃই মনেহয় এই পদার্থটী বিধাতা, আমাদের নিতান্ত কষ্ট প্রদানের জন্যই সৃজন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সামান্য চক্ষে তাহাই ঘটে, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এইটী যে আমাদের নিতান্ত কষ্ট প্রদানের জন্যই সৃজিত হয় নাই তাহা অনায়াসেই প্রতীতি হইবে। এই বিষ যে প্রতি বৎসর (ভুরি পরিমাণে না হোক্) কিয়ৎ পরিমাণেও ভিষকের ভেষজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা বঙ্গ বাসী মাত্রেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং তদ্দারা অনেক ব্যাধি প্রপীড়িত ব্যক্তির জীবনী শক্তির উপায় হয়। এই বিষের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়াই এ প্রস্তাবটীর শেষ করিব। শরীরের ক্লেদ সকল যেরূপ ভিন্ন ২ স্থান হইতে নির্গত হইলে ভিন্ন ২ নামে অভিহিত হইয়া থাকে সর্প বিষ ও ঠিক সেই নিয়মের অধিন। ইহা সর্প দেহে উৎপন্ন হইয়া বিষদন্ত নামক দন্তের নিম্নস্থ বিবরে সঞ্চিত হইলেই গরল রূপে পরিণত হয়। ঐ গরল নির্ম্মল, স্বাদুহীন, তীব্র ও উজ্জল দেখিতে ঠিক তরল বিমল গঁদের জলের সদৃশ. তাহার সংযোগে রক্ত লতাদি ঘোর নিলীমা মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে এই বিষে ঈষৎ অম্লত্ব আছে। আমাদের দেশে. কোন বস্তুতে অম্লত্বের প্রচুরত্ব হইলে সে স্থলে “টক্ বিষ” এই কথাটীর উল্লেখ করিয়া থাকে। এই চির প্রসিদ্ধ উপমাটী নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া অনুভূত হয় না।

কোন ২ ডাক্তার বলেন; এই বিষ কিয়ৎকাল বায়ুতে রাখিলে, ইহার আর প্রাণ নাশকতা শক্তি থাকেনা। কিন্তু প্রসিদ্ধ গরল বিৎ ক্রিষ্টিসন সাহেব তাঁহার নিজ পুস্তিকায় লিখিয়াছেন " আমি একদা কিঞ্চিৎ গোক্ষুর সর্পের বিষ পাইয়া ছিলাম, এবং তাহা একটা শিশির মধ্যে ১৫ বৎসর কাল রাখিয়া ছিলাম, এই সুদীর্ঘ সময়ে সমস্ত বিষ শুষ্ক হইয়া গঁদের টিক্‌লির ন্যায় হইয়া ছিল অথচ একটা হৃষ্টপুষ্ট শশকের শোনিতে স্পর্শ করাইবাতে ঐ জীব ১৭ মিনিটের মধ্যে হত জীবিত হয়। " উক্ত মত দ্বয়ের প্রতিপোষক ও প্রতিষেধক কোন বিশেষ প্রমান এ পর্য্যন্ত উদ্ভূত হয় নাই। অতএব এস্থলে তাহার বিচার নিতান্ত অসঙ্গত। যাহাহোক্ বিষ ভক্ষণে শরীরের কোন হানি হয় না, — ইহা পুনঃ ২ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ না এক বিন্দু বিষ শোনিতের সহিত স্পৃষ্ট হয়, ততক্ষণেই উপরিউক্ত মতের প্রতিপোষক বটে।

আমরা শুনিয়াছি মাঙ্গলী নামা জনৈক ইটালিয়ান চিকিৎসক ৬ টা বাইপর সর্পের বিষ একটা কোকিলকে, ১০ টা ঐ সর্পের বিষ একটা কপোতকে, ১৫ টা ঐ সর্পের বিষ একটা দাঁড় কাককে খাওয়াইয়া ছিলেন; তাহাতে উহারা কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলতা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া ছিল। পরে তিনি ৪ টা ঐ সর্পের বিষ তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যকে খাওয়াইয়া ছিলেন। তাহাতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। আমাদের দেশে যে দেবাধিদেব মহাদেবের বিষ পানের কথা শ্রুত হওয়া যায় তাহাতে আর মোহিত হইবার বিষয় নাই। অস্মদ্দেশীয় পাগলা গারদের চিকিৎসক কান্টর সাহেব গোক্ষুর সর্পের বিষ মুখে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে আস্বাদন করিতেন। সর্প গরল জীব, জন্তু উদ্ভিদ্ প্রভৃতি পক্ষে মহা অনিষ্ট কারী—; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সর্পদেহেও এই বিষ স্বধর্ম্মাবলম্বী

হইবে। বাস্তবিক তাহাই বটে।— অনেকেই অবগত আছেন সর্পেরা আহার করিলে, তদনন্তর কিছুকাল জড় প্রায় হইয়া থাকে ভুক্ত দ্রব্যে বিষের সংস্পৃষ্টতাই তাহার মূলীভূত কারণ! কিন্তু ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সর্প দংশন করিবা মাত্রেই দষ্ট দ্রব্যে বিষ সংপৃক্ত হয় না; — বিষ সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে, মস্তকের বিশেষ ভঙ্গী করিতে হয়। সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে পুনর্ব্বার দন্ত বহির্গত হয় না; স্বদন্ত দন্তের নিকটস্থ দন্তই উপরিউক্ত বিষ দন্তের কার্য্য করিয়া থাকে। এই মহা অনিষ্টকরেী: অনর্থ সংঘটিত— পদার্থের প্রতী কারার্থে প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্ট নিরন্তর আয়াস অর্থব্যয় স্বীকার করিতেছেন;— এবং তাঁহার নিয়োজিত কর্ম্ম চারীরা সময়ে ২ নানা বিধ ঔষধের তালিকাও প্রকাস করিয়া থাকেন। ড ক্ত রি মতে, প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রে, সাপুড়ে ও মাল বৈদ্যদের নিকট ভূরি পরিমাণে ঔষধের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোনটীরও সম্যক কার্য্য কারিতা ফলে পরিণত হইতে পরিলক্ষিত হয় না। সর্প গরল জৈব দেহে প্রবেশ করিবা মাত্র প্রথমতঃ হৃৎ পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ করে, তাহাতেই আশু মৃত্যু উপস্থিত হয়।

শ্রী গোঃ

স্ত্রীলোক ও অমাদের দেশাচার।

ভগিনী ভুবন মোহিনী, দেখিতে পাই তোমার পত্রিকায় প্রায়ই কিসে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হয় ও আমাদের দেশাচার দোষে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করা হয় এ সকল কথা প্রকাশিত হয় এ গুলি কে লৈখে; এগুলি তোমার লেখা কিনা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশাচার যে আমাদের এতকি অত্যা- চার করিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না; আমাদের স্বাধী-

নতার যে এত আবশ্যক কিসে তাহা বুঝিতে পারি না, আর আমরা দেশীয় পুরুষ দিগের নিকট কিরূপে পরাধীন তাহাও বুঝিতে পারি না। যদি আমরা আমাদের পুরুষ দিগের নিকটে স্বাধীন হইতে চাই তাহা হইলে আমাদের বয়ো প্রাপ্ত সন্তানেরাও আমাদের নিকট স্বাধীন হইতে চাহিবে। তাহারা বলিবে "পিতা মাতাও মনুষ্য আমরাও মনুষ্য তবে তাঁহারা আমাদের শাসন করিবেন কেন? যখন দুগ্ধ পোষ্য ছিলাম, যখন নড়িবার ক্ষমতা ছিলনা তখন তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছিলেন এখন আর সহ্য হয় না। এসকল ইংরাজী মত তাহা বলা বাহুল্য। অনেক বিদ্বান ও বিদ্যাবতীরা আমার এই সকল সামান্য কারণ দর্শানতে হাসিতে পারেন কিন্তু আমার বোধহয় পুরুষেরা যে আমাদের উপর অত্যাচার করেন তাহাতে আমাদের ও অনেক দোষ আছে। আমরা তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে গৃহের মধ্যে বদ্ধ থাকি বটে কিন্তু ভগিনী তুমি কি কখন তোমার স্বামীর উপর রাগ কর নাই? বলিতে লজ্জাও করে কান্নাও পায়। একদিন আমাদের একটু মনান্তর হইয়াছিল, এরূপ প্রায় সকল দম্পতীরই হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া আপিস হইতে আসিয়া ঐ মনান্তরের কথা উত্থাপন করিয়া আমারে একটি তামাসা করিলেন। বলিতে কি আমি সেই তামাসা টি শুনিয়া পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নখ হইতে মস্তকের চুল পর্য্যন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠিলাম। তিনি আমার রাগান্বিত কলেবর দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে গেলেন। আমি পলায়নের চেষ্টা করিলাম—তিনিও পলায়ন করিতে দিবেন না এই রূপ চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁহার অঙ্গে পায়ের জোরদিয়া পলায়ন করিলাম। তিনি গৃহ মধ্যে কিছুক্ষণ মৃয়মান ভাবে বসিয়া পরে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ জল যোগ করিলেন। পুনরায় আসিয়া সেই

গৃহ মধ্যে বসিলেন। কিছু ক্ষন পরে আমার অগ্নি নিবিল। কেহ মনে করিবেন না যে সুধু এই কালেই এই রূপ হইয়া থাকে রাধা কৃষ্ণের মান ভঞ্জনের পালাত সকলকার মনে আছে। এখন তোমার "নারী" নামক প্রবন্ধ লেখককে জিজ্ঞাসা করি পুরুষেরা স্ত্রীলোক দিগকে কষ্টদেয় না স্ত্রীলোকেরা পুরুশ দিগকে কষ্টদেয়?

আমর স্বামী আমাকে অনেক পুস্তকের ভাল২ স্থান গুলি পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকেন। একদিন হিতোপদেশের একটি শ্লোক পাঠ করেন তাহার অর্থএই রূপ 'আমাদের শোক দুঃখ প্রভৃতি আমাদেরই অপরাধ বৃক্ষের ফল। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি আমাদের যে গল্পটি বলিয়াছি তাহাতে আমার স্বামী শেষ কেমন স্থির ভাবে আমার অত্যাচার সহ্য করিলেন। আমি এরূপ অন্যায় অনেক বার করিয়াছি এবং তিনিও সহ্য করিয়াছেন। মনে কর তিনি যদি বিরক্ত হইয়া অন্য কাহাকে বিবাহ করিতেন অথবা যে রূপ প্রকারেই হউক আমাকে ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে কিহইত? তুমি বলিবে পুরুষেরাত ইচ্ছানুসারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। আমি বলি — যদি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার সংসার যন্ত্রনা লাঘব করিতে পারি তাহা হইলে তিনি আমার সামান্য একটু কথায় ত্যাগ করিবেন কেন? আবার বলিতে পারি, আমিও কেন তাঁহার সঙ্গে সংসারের কার্য্য করিনা তাহা হইলে তাঁহার ও পরিশ্রমের লাঘব হইবে আমার ও তাঁহার ন্যায় বাটিতে প্রভুত্ব প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। কিন্তু এই পরাধীনদেশে আমাকে কিরূপে গৃহের বাহিরে লইয়া যাইবেন— বুঝিতে পারিনা। আমাদিগকে তাঁহারা স্বর্ণ মনে করেন ও তাঁহারা লৌহ সিন্দুকের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। যদি স্বর্ণ আপনার বাহাদুরি ফলাইবার জন্য লৌহ সিন্দুক হইতে বহির্গত হয় তাহা হইলে দস্যুতে অপহরণ করিতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক কেহ ২ বলেন কৌলীন্য প্রথার জন্য আমরা দেশাচারকে নারী ক্লেশ দাতা বলিয়া নিন্দা করি। কিন্তু কৌলিন্য প্রথা কিজন্য আমাদের দেশে আসিল। শুনিয়াছি কেহ ২ বলেন দেশ মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হওয়াতে এই প্রথা প্রচলিত হয়। সে যাহা হউক এক্ষণেত দেখা যাইতেছে পুরুষ দিগকে যদি প্রণয়ে বদ্ধ করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাঁহারা আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন না। আমার সঙ্গী দিগের মধ্যে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্তহই। তাহা ব্যতীত আমার বোধ হয় তুমি ও দেখিয়া থাকিবে অনেক দুশ্চরিত্র পুরুষের সন্তান হইলে স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমার বোধ হয় স্ত্রীপুরুষ অধিক ভিন্ন নয়। তবে দুই জনেই যদি সমান প্রবল হই তাহা হইলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এত জন্য দেখা যাউক এসংসারে তাঁহাকে বড় করা উচিত কি আমার বড হওয়া উচিত। আমি দেখিতে পাই মধ্যে ২ গর্ভাবস্থায় আমাদিগকে সংসারের কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। অতএব বোধ হয় তিনি রাজা ও আমি মন্ত্রি হইলেই ভাল। যদি বল আমি বাহিরের কিছুই দেখিলাম না কি রূপে মন্ত্রীত্ব করিব! শুনিয়াছি প্রাসিয়া সেনাপতি মোল্টকি প্রাসিয়া হইতে মন্ত্রনা দিয়া ফ্রান্স জয় করিলেন। আমাদের ও যদি ক্ষমতা থাকে তবে আমরা ও সেই রূপে মন্ত্রিত্ব করিব। আমরা যদি অক্ষম হই অবশ্যই কষ্ট পাইব। বাঙ্গালি অক্ষম তাই কষ্ট পাইতেছে। আমার স্বামীও বাঙ্গালী– তিনি অক্ষম বলিয়া কি তাঁহাকে ঘৃণা করিব? তাহা পারিবনা তুমি পার করগে।

* পুঃ উক্ত সকল কারণ ব্যতীত বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলে সকলে অধিক আনন্দ প্রকাশ-

করেন না, এই সকল ও অন্যান্য কারণে ও পুরুষ দিগের দোষ দেওয়া হয় তাহাতে যে তাহাদের দোষ নাই একথা বলা যাইতে পারে যদি ইচ্ছা হয় পরে বলিব।

" ঝটিকা

যেমন কদম্ব পুষ্পের গ্রন্থি, চতুর্দ্দিকে কেশর রাজি দ্বারা সমালঙ্কৃত, সেইরূপ আমাদের অধিষ্ঠান ভূতর নিখিলে পৃথ্বী, বায়ু কেশর দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এইবায়ু রাশি ঊর্দ্ধাদি দস দিকে ৪০ জ্যোতির্ব ক্রোশ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ ভূচর, খেচর ও জলচরাদি জীব সমূহের সামান্য তৃণাদি হইতে উত্তুঙ্গ বৃক্ষ রাজি পর্য্যন্ত সমদয় উদ্ভিদ গণের প্রানরক্ষা করিতেছে। কখন বা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চেতন, অচেতন ও উদ্ভিত সমুদয়কে চূর্ণীকৃত করিতেছে। কখন বা পাদপ শিরো ভূষণ পুষ্প রাজিকে প্রবঞ্চনা করিয়া ত্বদীয় অমূল্য গন্ধ রত্ন হরণ করনান্তর স্বকীয় দেহ বিভুসিত করিয়া গ্রীষ্মাতপ সন্তপ্ত পথিক, গৃহস্থ ধনী, নির্ধন, দীন, দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌড়, অন্ধ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি সকলের নিদাঘ পীড়ন সমভাবে মুক্ত করিয়া আনন্দ লহরি প্রবাহিত করিতেছে কখন বা সিরোকো, লুং, সিমুম্, হর্ম্মাতান্ , সোলান প্রভৃতি নাম ধারণ পূর্ব্বক সাহারা, আরব, স্পেন আদিতে ভীষণ প্রান সংহারক

মূর্ত্তি গ্রহণ পুরঃসর জীব কুল নিসূদন করাল কৃতান্তের সহকারী হইতেছে। কখন বা পর্ণ কুটীরস্থ শীতার্ত্ত দীন, দরিদ্রকে অধিকতর প্রপীড়িত করিতেছে। কখন বা বৃক্ষ বল্লির শিরোদেশ বিকম্পিত করিয়া ললিত লহরী ভঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। কখন বা দক্ষিন মহা সামুদ্রিক বাষ্প শ্রেনী মন্দে মন্দে বা সবেগে বহন করিয়া হিমাচল শৃঙ্গ দেশ সুশোভিত করিতেছে, কখন বা মনুষ্য, পোত সংবলিত বেলুন যন্ত্রকে ঊর্দ্ধ দেশে উত্থাপিত করিয়া বিজ্ঞানের অতুল মহিমা প্রকাশ করিতেছে, কখন বা মহা সমুদ্রে সুচারু রূপে প্রবাহিত হইয়া বাণিজ্য বায়ু, মৌসুম বায়ু ইত্যাদি নাম ধারণ পূর্ব্বক জাহাজাদির গমনা গমনের সুবিধা করিতেছে, ফলতঃ বায়ুদ্বারা আমাদের কত প্রকার শুভাশুভ হইতেছে তাহা নির্ণয় করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, এইবায়ু রাশিতে কিরূপে দুনিবার ঝটিকার উৎপত্তি হয় এবং তাহার দ্বারা আমাদের কত প্রকারে ইষ্টানিষ্ট হয় তাহাই বিবৃত করা এই প্রস্তাবের অবতরণিকা।

ঝটিকার বিষয় লিখিতে হইলে অগ্রে বায়ুর কয়েকটী সাধারণ ধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাপন করা অবশ্যক। প্রথমতঃ, বায়ু সর্ব্বতো ভাবে তরল ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে

বায়ু ও সেই নিয়মের অধীণঃ সুতারং সর্ব্ব প্রকারে তাহাদের ধর্ম্ম ইহাতে বর্ত্তমান আছে। তবে বিশেষ এই যে, তরল পদার্থের আনুবিক আকর্ষণ অপেক্ষা কৃত দৃঢ় বলিয়া উহা শীঘ্র উত্তাপাদি দ্বারা স্ফীত হয়না. কিন্তু বায়ুর আনুবিক শক্তি নিতান্ত অল্প বলিয়া তাহা সামান্য উত্তাপে স্ফীত সুতারং বিচলিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তরল পদার্থের আর একটী বিশেষ গুন এই যে উহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও অপরাংশ নিম্ন হয়না। যদি কোন কারণ প্রযুক্ত সমোচ্চতার ব্যত্যয় হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ পদার্থ আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা রক্ষার চেষ্টাকরে।

বস্তু মাত্রেই উষ্ণতায় স্ফীত এবং শীতে সঙ্কুচিত হয়। তবে দৃঢ় পদার্থাপেক্ষায় তরল পদার্থ উষ্ণতায় অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্তহয, বায়ু তরল পদার্থ মধ্যে সর্ব্বা পেক্ষায় অধিক লঘু সুতরাং তাহা অতি অল্প উত্তাপে ও অধিক স্ফীত হয়।

বায়ু স্বভাবতঃ সর্ব্বত্র স্থিরভাবে অবস্থিত করে, কদাপি কোন প্রদেশে সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য হইলে অথবা দাবানল কিম্বা অন্যকোন কারণে বায়ু উত্তপ্ত হইলে, উষ্ণতায় স্ফীত হওন শীলতা ধর্ম্মানুরোধে। তৎক্ষনাৎ স্ফীত ও অন্যবায়ু হইতে লঘুহয় সুতারং

ঊর্দ্ধে গমন করে। ঐ বায়ু যে সময়ে ঊর্দ্ধ দেশ গমন করিতে থাকে, তখন সমোচ্চতা রক্ষার নিমিত্ত তাহার অপরাপর দিকস্থ শীতল বায়ু তৎ পরিত্যক্ত স্থানে পরি পূরণার্থে তদ্দিগে ধাবমান হয় সুতারং পূর্ব্বোক্ত দুই নিমেই স্থির বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং যে প্রকার বেগেধাবিত হয়, তদনুসারে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে বায়ু ঘণ্টায় ২ বা ২$\frac{১}{২}$ ক্রোশ স্থানে ভ্রমন করে তাহা " মন্দ বায়ু " নামে খ্যাত, আর যে বায়ু প্রতিঘণ্টায় ২৫। ৩০ ক্রোশ স্থান ধাবমান হয় তাহাকে সামান্য ঝটিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার বেগের পরিমান ৭ বা ৮ সের। সকল ঝটিকা সমবেগে প্রবাহিত হয়না এইহেতু ঝটিকা সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারিত করা সুসাধ্য নহে। ঝটিকার উৎপাদনার্থে আকাশ মণ্ডলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ ক্রম অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই।

যদি বিপক্ষাভিমুখ দুই বায়ূ প্রবাহ পরসপর আহত হয়, তাহা হইলে প্রায় ঘুর্ণি বায়ুর উৎপত্তি হয়। কোন এক স্থান হঠাৎ বায়ু শূন্য হইলে তৎ স্থান পরি পূরনার্থে চতুর্দ্দিগ হইতে যে বায়ু ধাবমান হয় তাহাতে ও ঘুর্ণি বায়ু উৎপন্ন হয়। এই ঘুর্ণি বায়ু

পূর্ণমনস্কাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমাদার ও ভব নাপিতানী সেই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে রোহিনী ও বিধুমুখীকে সেই অপরিচিত গৃহস্থের কুটীরে অপরিচিত অতিথি পুরুষের তত্ত্বাবধানে মাত্র রাখিয়া, পান্থনিবাসে ফিরিয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে গৃহ হইতে সকলে বহির্গত হইয়াছিল, সেই গৃহের উত্তর দিকস্থ দ্বার উদ্ঘাটিত করিল, দেখিল গৃহে জ্বালিত দীপ জ্বলিতেছে। উভয়েই গৃহ প্রবেশ করিল। ভব জিজ্ঞাসা করিল,—

"এখন রাত্রি কত?"

জমাদার বলিল,—এখনও দুই প্রহর হয় নাই।" বলিয়া জমাদার গৃহস্থিত খাটিয়ার উপর বসিল। বসিয়াই অতি ব্যস্ত-ভাবে সদ্যঃ সংগৃহীত বলয়-কঙ্কণ ব্যাগের মধ্যে হইতে বাহির করিয়া ভবকে দেখাইল। ভব জমাদারের সাময়িক কর্ত্তব্যের পরিচয় পরম্পরায় বিস্মিত হইল।

জীব মাত্রেই প্রয়োজনের দাস। ভীম প্রতাপী সিংহ নদী-তটে বৃক্ষান্তরালে নিরীহ ভাবে বসিয়া আছে; এ নিরীহ ভাব সিংহের বড় প্রয়োজন—সিংহকে ক্ষুধা শান্তি করিতে হইবে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বকমিথুন দ্রুতপক্ষে জলাশয় হইতে কুলায়োদ্দেশে উড়িল, তাহাদের বড় প্রয়োজন, শাবকেরা বাসায় ক্ষুধার্ত্ত। পিপীলিকা দিন রাত্রি ছুটিতেছে; কেন ছুটিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে, তাহার বড় প্রয়োজন। আর ঐ ইংরাজ

কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-উপসাগর, শাখা-সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া, প্রাণের ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, ভারতের শ্বাপদ বনে কৃষিক্ষেত্র খুলিবার নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রের প্রতিবাসী হইয়া রহিয়াছেন কেন? উহাঁর অর্থের প্রয়োজন। এদিকে যে ঐ দেশীয় কেরাণীবাবু বেলা নয়টার সময় নাকে-মুখে অন্ন গুঁজিয়া, তাড়াতাড়ি চৌরাস্তায় আসিয়া, অশ্ব-শকটের প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া ছিলেন; সময়ে তাহা পাইলেন না বলিয়া, নিজেই অশ্ববৎ ছুটিতে লাগিলেন; উহাঁর দাসত্বের প্রয়োজন। আবার ঐ যে যুবককে রেলওয়ে ষ্টেসনাভিমুখে 'ট্রেন্ মিস্, হইবার ভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে দেখিতেছ, উনি তিন মাসের পর বাটী যাইতেছেন, উহাঁর পকেটে একছড়া হিরা বসান চিকমালা রহিয়াছে; জিজ্ঞাসা কর উহাঁর প্রয়োজন কি? উনি বলিবেন নব প্রণয়িনীর প্রসন্নতা সাধন। এইরূপ জীব মাত্রেই প্রয়োজনের দাস।

জমাদার আজ প্রয়োজনানুরোধে স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া, বলয়-কঙ্কণ পরাইয়া দিতে ভব নাপিতানীকে অনুরোধ করিল। যে হস্ত শত্রু-ঘাতী শাণিত তরবারি ভূষণে বিভূষিত ও পবিত্র হইয়াছে, প্রয়োজনানুরোধে ভব আজ সেই হস্ত রমণী-বিলাস সুলভ-বলয়-ভূষনে কলঙ্কিত করিয়া দিল। জমাদার পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে সর্ব্বশরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, খাটিয়ার উপর শয়ন করিল। ব্যাগটী উপাধান স্থানে ব্যবহৃত হইল। ভব ও এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। তখনই গৃহের দক্ষিণ দিকস্থ কক্ষ দ্বারে আঘাত হইল। ভব অসঙ্কুচিত ভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া অনধিক উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল,—

"কে দোর ঠেলিল?"

নিকটেই এক পুরুষ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, ভব-

সুন্দরীর প্রতি প্রশ্ন করিল,

"এঘরে আর কে আছে?,,

ভব। "আর আমার মেয়ে।,,

পুরুষ। "তোমার মেয়েব নাম কি?,,

ভব। "বিধুমুখী।,,

পুরু। "তোমার নাম কি?,,

ভব। "রোহিণী।,,

পুরু। "এঘরে যে আরও লোক ছিল, তাহারা এখন কোথায়?,,

ভব। "তাহারা স্থানান্তরে গিয়াছে।,,

পুরু। "একজন না পুরুষ ছিল?,,

ভব। "ছিল বটে, সেও সন্ধ্যার পর হইতে এখানে নাই, কেবল আমরা মা বেটীতে ঘরে আছি।,,

পুরু। "এত রাত্রে ঘরে আলো জ্বলে কেন?,,

ভব। "আমার মেয়েটীর একটু অসুখ হইয়াছে, কাজেই বিদেশে বড় ভয় হইল বলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছি।,,

পুরু। "কি অসুখ?,,

ভব। "অসুখ তেমন কিছু নয়, পেট বেদনা মাত্র; কিন্তু উহা ছেলেকাল হইতে কেমন শরীর ভাঙ্গা অল্পেতেই বড় কাতরহয়।

পুরু। " আচ্ছা-আমার দেখিবার কোন আপত্তি আছে?,,

ভব। " আপত্তি কি বাবা! তুমিকি কবিরাজ?,,

পুরু। " হাঁ-আমি এদেশে ডাক্তরি চিকিৎসা করিয়া থাকি।,,

ভব। ' তুমি কিলোক বাবা?,,

পুরু। " আমি ভদ্র লোকের ছেলে, সে জন্য তোমার কো সন্দেহ নাই।,,

ভব। " হাঁ বাবা তুমি হটাৎ দোর ঠেলিয়াছিলে কি ভাবিয়া?,

পুরু। "এত রাত্রে ঘরে আলো দেখিয়া নানা সন্দেহে দোরে হাত দিয়াছিলাম।"

ভব। "তা যাহা হউক বাছা! ঘরে এসে আমার মেয়েটীকে একবার দেখ।"

এই আহ্বানে পুরুষ ধীরে ধীরে গৃহ প্রবেশ করিল, এবং ভবসুন্দরীর সঙ্কেতানুসারে খাটিয়ার এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। পুরুষের পরিধানে কালা-রেলওয়ে পেড়ে-ধুতি, গাত্রে রেশমী চায়না-কোটের উপর শান্তি-পুরীয় উত্তরীয় বিন্যস্ত রহিয়াছে। পুরুষ উপবেশন করিয়াই একবার ক্ষণমধ্যে গৃহের অভ্যন্তর ভাগ অতর্কিত ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া লইল। পরে কৃষ্ণ-চিক্কণ পাদুকা ভূষিত পদাগ্র-দেশে ভূমি স্পর্শ করিয়া জানু-পর্ব্ব স্পন্দিত করিতে করিতে কহিল,

"একবার হাত দেখিবার প্রয়োজন—

ভবসুন্দরী বস্ত্রাচ্ছাদিত জমাদারের প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল,

"বিধু একবার বাম-হাতটী বাহির করত মা?"

"এ কথায় হাত বাহির হইল না। পুনরপি কহিল,

"উঁহারা ডাক্তার ওঁদের কাছে লজ্জা কি?—কি হইয়াছে, উনি একবার দেখুন।"

"এবারেও ভবসুন্দরীর কথার কোন ফল ফলিল না। বরং জমাদার ঠুন্ ঝুন্ ঝনাৎ শব্দে পরিহিত বলয়-কঙ্কণ শিঞ্জিত করিয়া, বিপরীতাভিমুখে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। তখন ভব কৃত্রিম কোপ-ভরে কহিল,

"অভাগীর বেটী আমায় ঘরে বাহিরে জ্বালাইতে লাগিল-একবার হাত দেখালে তোর ক্ষতিটা কি?— যাহাহয় কর, আমি আর তোকে নিয়ে পারিনা।"

"এই সময় হাত দেখাইবার নিমিত্ত ডাক্তর ও অনেক অনুরোধ করিল, প্রবীণতান্বিত সরস কথায় অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু কৌশল-মাখা হাত কিছুতেই বাহির হইল না।

"ভবসুন্দরী এবার উঠিয়া, জমাদারের মুখের নিকট গিয়া কহিল,

"লক্ষ্মী মা আমার, আমায় রক্ষা কর, একবার হাতটী দেখাও উনি বসিয়া রহিলেন!"

তথাপি উত্তরাদি কিছুই নাই। এবার ভবসুন্দরী যেন আরও উগ্রতার সহিত কহিল,

"ওগো ডাক্তর! তুমি জোর করিয়া হাত দেখত? নতুবা আমি উহাকে পারিব না।"

"ডাক্তর এই কথা শুনিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে—সুতরাং ভবসুন্দরীর আদেশ মত দক্ষিণ-হস্ত প্রসারণ করিল। ভব দীপ-শিখা উজ্জ্বল করিয়াদিল। ডাক্তর জমাদারের হস্ত-স্পর্শ-জন্য যত চেষ্টা করিতে লাগিল, জমাদার আচ্ছাদন-বস্ত্র ততই চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এই সময় ভবসুন্দরী সাবধান কটাক্ষে অনুভব করিতে লাগিল, ডাক্তরের হৃদয়স্থ শোণিত-যন্ত্র অস্বাভাবিক খরতর স্পন্দিত হইয়া উপরি স্থিত বস্ত্রাংশ নিঃশব্দে নাচাইতেছে। ভব আরও দেখিল, ডাক্তর অনন্যানুভূতি হইয়া এক অপূর্ব্বভাবে মোহিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া ভবসুন্দরী কৌশলে দীপ নির্ব্বান করিয়া দিল, এবং কহিল,

"দোর খুলিয়া রাখিয়া কি দুর্ব্বুদ্ধির কাজই হইয়াছে! এমন সময় প্রদীপ নিবিয়া গেল, বিপদ বুঝিয়া কি বাতাসও বাদে লাগিয়াছে?"

ডাক্তর। "তাইত—যাহাহউক প্রদীপ জ্বালিতে হইতেছে।"

ভব। "আমি প্রদীপ জ্বালিয়া আনি।"

ডাক্তর। "আপনি এখন কোথায় যাইবেন ?,,

ভব। "নিকটে যেখানে পাই দেখিয়া আসি।,,

ডাক্তর। "তবে একজন দোকানদারকে উঠাইয়া দেখুন, আমি এখন একটু স্থানান্তর হইয়া বসি।,,

ভবসুন্দরী প্রদীপ হস্তে করিয়া একবার সকল কথা ভাবিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে গদ্গদ হইয়া, ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে গিয়া দাড়াইল। এই অবসরে ডাক্তর বস্ত্রাচ্ছাদিত জমাদারকে উভয় হস্তে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,

"বিধুমুখি! আমি তোমার চিরভক্ত পিটার্যণ, আমি আজ চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে. বাঙ্গালীর পোষাকে আসিয়া, তোমার মাকে প্রতারণা করিয়াছি; নিকটেই পাল্কি প্রস্তুত, অনুমতি করিলে এদাস তাহাতে আরোহণ করায়।,,

ডাক্তরের এই কথা বলিবার সময় জমাদার উদ্ঘাটিত ব্যাগের মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিল, এবং পিটার্যণের কথার উত্তরে কহিল,

রে পাপিষ্ঠ! আমিও সেই রজঃপুত জমাদার. কাহার চিরাভিলাষ পূর্ণহয় দেখ্।,, জমাদারের এই কথা বলিবার সময়, তাহার হস্তে অন্ধকারেও কি চক্ চক্ করিতেছে? পাঠক মহাশয়! দেখিয়াছেনত? ও কি বিকট আর্ত্ত-নাদ কিসের? একবার বৈ আরত মনুষ্য শব্দ শুনা গেলনা!—আবার ঐ ঝট্পট্ শব্দ কিসের? জমাদার অন্ধকারে আপনার অগোচরে শাণিত ছুরিকা ফলক-দ্বারা পিটার্যণের কণ্ঠ-নালী বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

———ঃ*ঃ———

অবনী বৈচিত্র্য।

১

সাগর অম্বরা বিশাল মেদিনী
শয়িত অনন্ত অম্বর শয্যায়,
আদিত্য আপনি আলোক সঞ্চারে
নীহরে পবন চামর ঢুলায়।

২

[illegible] সহচরী প্রকৃতি সুন্দরী
আপনার হস্তে পরিচর্য্যা করে।
অজরা অমরা রূপসী ষোড়শী
বিলাস বিভঙ্গে ভুলায় সংসারে!

৩

রূপে কি গৌরবে মানে কি বৈভবে
নাহিক জীবন্ত তুলনা যাহার,
হেন নারী-রত্ন লভিব বলিয়া
নাহয় সংসারে বাসনা কাহার?

৪

আশায় উন্মত্ত মানবের মন
বুঝেনা উহার নিগূঢ় বারতা,
ও যে সর্ব্বনাশী রাক্ষসী বিশেষ
কাল ভুজঙ্গিনী মণিতে মণ্ডিতা!

৫

যে ছুঁয়েছে ওরে সেই মজিয়াছে;
তাহারি জনম গিয়াছে কাঁদিতে!

সেই সে বুঝেছে ও মৃগ-তৃষ্ণিকায়
ক্ষণিক তৃষিত কুরঙ্গে বাঁধিতে!

৬

কোথায় দুকূল? কোথা রঘু কুল?
কোথায় কৌরব পাণ্ডবের দল?
কোথায় হস্তিনা? কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ!
কোথায় দ্বারকা, কোথায় কোশল!

৭

কোথায় আসিরিয়া কোথায় রোতম?
কোথায় তৈমুর মামুদ চেঙ্গেজ?
কোথায় বাহু-বল গর্ব্বিত স্পর্দ্ধিত
দুর্দ্দম মোগল পাঠানের তেজ?

৮

সাহা কি সুল্‌তান মোগল পাঠান
আরব আফ্‌গান কোথায় এখন?
কোথা সে আক্‌বর ভারত ঈশ্বর?
কোথা কহিনুর ময়ূর আসন?

৯

কোথারে কোটাল আলেক্-জাণ্ডার
কোথা বোনাপার্ট বীর চূড়ামণি।
কোথায় হানি-বল কোথায় সিজর
কোথা সে দিনের ক্লাইব কেরাণী?

১০

কোথায় কনিক চাণক্য চতুর
কোথায় মেকি ভেলি ভয়ঙ্কর!

কূট-বুদ্ধি-দাতা? কঠিন হৃদয়?
সত্য বিসম্বাদি প্রচ্ছন্ন তস্কর।

১১

সকলে গিয়েছে, সকলি হয়েছে
রয়েছে কেবল কীর্ত্তির প্রাঙ্গন।
ঘোর হত্যা ভূমি বিকট শ্মশানী
কুরু ক্ষেত্র আদি শত নিদর্শন!

১২

দেখিয়া নাবুঝে অজ্ঞান মানব
আশার কুহকে উন্মত্ত জীবন।
দাঁড়াইয়া সেই শ্মশান ভূমেতে
আবার দেখায় নটের নৃত্যন!

১৩

আবার দুরাশা চরিতার্থ তরে
চতুর্দ্দিকে ওই ছুটাছে উন্মাদ।
জলন্ত পাবকে পড়িতে পতঙ্গ
আবার ছুটাছে একি এ প্রমাদ!

১৪

আমার আমার আমার বলিয়া
করিছে পাগলে ঘোর গণ্ডগোল!
তোমার কেবল চরমের শয্যা
চারি হস্ত ভূমি সমাধি সম্বল!

১৫

কাঞ্চনময় পৃথ্বী পৃথ্বির সবাই
(সভ্য আমেরিকা বুঝেছে এ কথা)

রাজত্ব দাসত্ব সর্ব্ব দেশে শত্ত
কে আনিল ভবে সে এখন কোথা।

১৬

পাইযদি সেই দস্যুরে আবার
শুধাই তাহায় গোটা দুই কথা।
দেখি একবার কেমন সেজন,
দেখাই তাহারে মরমের ব্যথা !

১৭

সমাজের সৃষ্টি কে করিল আগে
রাজত্ব দাসত্ব তাহারি সৃজন,
তাহারি সৃজিত অঙ্কুরে সংসারে
বিষময় ফল ফলিছে এখন।

১৮

কোথা ভাই সব প্রকৃতির পুত্র
সমাজ শৃঙ্খল বিমুক্ত স্বাধীন।
সদানন্দ চেতা, সত্য ব্রহ্মজ্ঞানী
আত্ম-পর এক, স্বার্থ বোধ হীন !

১৯

দেখ সে তোমরা আমাদের দশা।
আমাদের দুঃখ-দারিদ্র যন্ত্রনা॥
রোগ শোক তাপ স্বার্থ কণ্ডুয়ণ।
পরাধীন প্রাণে প্রহার বেদনা॥

২০

দেখে যাও আজ সংসারের দশা
সকলি বিকৃত হয়েছে এখন।

দেখেযাও ভাই? আমাদের পদে
দাসত্ব শৃঙ্খল সেজেছে কেমন।

২১

দেখে যাও ভাই ভবরঙ্গ ভূমে
নটের কল্পিত নাট্য অভিনয়,
ভাঁড়ের ভণ্ডামি, পুতুলের নৃত্য
পাগলের হাস্য কৌতুহল ময়।

২২

দেখে যাও ভাই-বিকট শ্মশানে
পিশাচের ঘোর কলহ কোন্দল,
হিংশা নিষ্ঠুরতা নর-রক্ত পান
শূন্য বিদারিত ভয়ঙ্কর গোল।

২৩

দেখেযাও এক বীভৎস রঙ্গেতে
রঞ্জিত পৃথিবী, পূর্ব্ববৎ নাই,
এখন এ পৃথ্বী দেখিয়া তোমরা
কখনো চিনিতে পারিবেনা ভাই।

২৪

ঐ শুন দূরে রুসিয়া হুঙ্কারে
দহে টার্কী ঘোর অন্তর দাহেতে,
ফ্রান্স ক্ষত দেহে দিতেছে প্রলেপ
আসিয়া গভীর গৌরব মদেতে।

২৫

দুদিক্ লইয়া অস্থির ইংলণ্ড
আমরাখা ঝুলে থাকা দুই চাই,

রহস্য দেখিয়া হাসিছে পাঠান
আতঙ্কে কম্পিত ইণ্ডিয়া সদাই।

২৬

বরাই লইয়া ব্যস্ত বৃটনীয়া
কত দিগে কত দেখায় চটক্,
কন্যাকে ভৎসিয়া বধুকে বুঝায়
তথাপি শয়তান নামানে আটক।

২৭

এক রজ্জু দ্বারা বিংশ কোটী নরে
বাঁধিয়া নাচায়, যেরূপে বাসনা,
দীর্ঘ কালপর পদাঘাতে শীর্ণ
অর্দ্ধমৃত জীবে বা কর করুণা।

২৮

মরার উপরে খাঁড়ার আঘাৎ
বলিতে কহিতে নাহিক সংসারে.
নির্জ্জিবের রক্ত করিয়া শোধণ
জীবন্তের পদ পুজিছে সাদরে।

২৯

আজ রাজ পুত্র এসেছে ভ্রমিতে
দাও ভারতীয়া দেহের রুধির.
আজ কাবুলিয়া নাড়িআছে মাথা
দাও ভারতীয়া কাটিয়া শরীর।

৩০

রুসিয়ার বল দেখাবারি তরে
ভিক্টোরিয়া হবে ভারত ঈশ্বরী,

অবনত মাথে আর ভারতীয়া
দে দেহের রক্ত হৃৎ-পিণ্ড ছিঁড়ি ?

৩১

কিকরে ভারত ? ভারত নির্জ্জিব,
বিংশ কোটী মৃত লইয়া অঙ্কেতে
পৃথিবীর মাঝে ভারত শ্মশান
করে বৃটনীয়া যা ইচ্ছা মনেতে ;

৩২

নাই ভারতের তীক্ষ্ণ তরবারী
জানেনা ভারত ছাড়িতে হুঙ্কার ।
মার আর রাখ যাকর বৃটন,
যা কর সকলি সঙ্গত তোমার !

৩৩

তুমি বলীয়ান্ দুর্ব্বল ভারত
ভারত তোমার ক্রীড়ার পুতুল
তুমি হত্যা কর্ত্তা বিধাতা উহার
তুমিই উহার ভরসার স্থল

৩৪

মার কাট আর শোষহ রুধির
বিশ্বাস ঘাতক নহে ভারতীয়া ;
প্রত্যয় নাহয় খোল ইতিহাস
সঙ্কটে ভারত রাখে বুকদিয়া ।

৩৫

অসভ্য বর্ব্বর আর যত হক্
রাজ দ্রোহি নয় হিন্দুর সন্তান ।

নহে মিথ্যা বাদী কপট বঞ্চক
সত্য রক্ষা হেতু দিতে পারে প্রাণ।

৩৬

সরল স্নেহের কাঙ্গাল ইহারা
স্পষ্ট বাক্যে রুষ্ট হওনা বৃটন।
সরল হৃদয়ে বলিয়াছি যাহা,
আবার বলিব মনের বেদন

৩৭

শুন বা নাশুন ইচ্ছা সে তোমার
স্পষ্ট স্পষ্ট কব না করিব ডর,
নিগ্রহের চক্ষে দেখ যদি তাহে,
দুর্ব্বলের বল আছেন ঈশ্বর।

৩৮

এই যে ভারত জীবন্ত শ্মশান,
মানব গৌরব সমাধী প্রাঙ্গন।
কত হল গেল সম্রাট মান্ সাহা
তাহাদের চিতা নিভেছে এখন।

৩৯

যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে
দেখেছে ভারত অনেক উৎসব;
দেখেছে অনেক রাজসূয় যজ্ঞ
দেখেছে অনেক সম্পদ বৈভব।

৪০

যখন বৃটন লভে নাই রাজ্য
তখন ভারত রাজ রাজেশ্বরী,

সে দিনের শিশু হইয়া বৃটন
উপেক্ষে ভারতে ওই দুঃখে মরি।

৪১

রুসিয়ার ভয়ে রাজসূয় কেন?
কেন আড়ম্বর সামান্যের তরে?
বিশ্বাস সারল্যে তুষিলে ভারতে?
শত রুসিয়ায় কি করিতে পারে?

৪২

ভারতের বল করিয়া শাসন
বিপক্ষ দমন সহজে হবেনা
দিল্লীর দরবারে আড়ম্বর সার
চটকে কটক আটক রবেনা।

৪৩

বিপদে সম্পদে ভারত তোমার
দাও ভারতের হস্তে তরবার
একত্রে সদস্তে বিংশ কোটী নরে
জয় জয় শব্দে ছাড়ুক হুঙ্কার!

৪৪

ভারত যদ্যপি পায় তরবারি
কার সাধ্য তবে প্রবেশে এথায়?
থাকুক রুসিয়া রুস কোন তুচ্ছ
দিতেপারে পৃথ্বী জিনিয়া হেলায়।

৪৫

দাও স্বাধীনতা, ফেলাহ শৃঙ্খল,
দেখ ভারতের কত বাহুবল.!
তাহা না করিয়া শুষিলে রুধির
আপনার দোষে মজাবে সকল!

পাগলা সমাজ।

আমি একজন ভ্রমণকারী, সমস্ত দিন পথে ২ বেড়াই এবং সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া সমস্ত দিন যাহা দেখি কিম্বা শুনি একখানি ক্ষুদ্র খাতায় লিখিয়া রাখি, কারণ এক জন বন্ধুর নিকট শুনিয়া ছিলাম যে, প্রত্যহ যাহা আমরা দেখি এবং শুনি যদি সমস্ত মনে রাখিতে পারি তাহা হইলে অনেক উন্নতি হয়। মনে রাখার পরিবর্ত্তে আমি খাতায় তুলিয়া রাখি। কল্যকার ঘটনা আনন্দদায়ক বোধ হওয়াতে বিনোদিনী কাননে যাহা অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট পুষ্প বৃক্ষে পরিপুর্ণ, সেই দিগ্‌মণ্ডল আমোদিত উদ্যান মধ্যে আমার এই সৌরভ হীন পুষ্পবিশিষ্ট অকিঞ্চিতকর শাল্মলী বৃক্ষটী রোপন করিলাম। যদি পাঠক বর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারে, ভালই, নচেৎ আমার মূঢ়তার ফল স্বরূপ তাহাদের মনে যাহা উদয় হয় বলিবেন। কল্য শরীর কিছু অসুস্থ থাকায় সমস্ত দিবস কোন খানে যাইতে পারি নাই, সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইল এক বার নদীর ধারে গিয়া প্রকৃতির শোভা দেখি, কিন্তু আবার ভাবিলাম, প্রত্যহই এক জায়গায় যাইলে নূতন কিছুই দেখিতে পাইব না। সহরের দিকে চলিলাম। খানিক দুর গিয়া বড় রাস্তায় পড়িলাম, আস্তে ২ এদিক ওদিক দেখিতে ২ যাইতেছি, ইতি মধ্যে এক সাইনবোর্ডে ' পাগলা সমাজ ,, লেখা দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া মনে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইল। ক্ষণেক দাড়াইয়া ভাবিলাম, পাগলা সমাজ মানে কি। এটাকি পাগলদের সমাজ? পাগলদের আবার সমাজ কি? যাহাদের বিবেচনা শক্তি রহিত তাহাদের সমাজ আবার কি রূপ সম্ভবে? মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া, শেষে

এই স্থির করিলাম যে, অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। সাহসে ভর করিয়া এক বার যাইয়া দেখি, উহারা কি করে। ভয়ে ২ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, এক জন প্রহরী বসিয়া আস্তে ২ ভজন গাইতেছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম " সেপাই-মহাশয় এ সমাজে কি সকলেই যেতে পারে, না লোক বিশেষ। সে উত্তর করিল সকলেই যেতে পারে। যদিচ তাহার উত্তরে একে বারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতাম কিন্তু ভয়ের কারণে তাহাতে অক্ষম হইয়া সেইখানে কিছুক্ষণ দাড়াইয়া তাহা-দের গতিক দেখিতে লাগিলাম। তাহারা পরস্পর কি তর্ক করি-তেছিলেন, এবং হাত মুখ নাড়িয়া ক্রোধান্বিত স্বরে কি বলি-তেছিলেন। এই সকল দেখিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাশ হইল যে, ইহারা যথার্থই পাগল কিন্তু ইহার গুঢ় তত্ব জানিবার ইচ্ছা মনোমধ্যে বলবতী হওয়ায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। গৃহটী অতি উত্তমরূপে সজ্জিত, চারি ধারে বাতির আল, মধ্যে এক বড় মেজ, তাহার তিন পার্শ্বে তিন খান বেঞ্চী, ও অপর পার্শ্বে এক খান চৌকি। প্রত্যেক বেঞ্চিতে ছয় জন এক চৌকিতে এক জন বসিয়া ছিলেন। ইহাদের সকলের পরিচ্ছদ একই প্রকারে ছিলী। তাহাদের দেখিয়া মনে ঘোর সংসয় উপস্থিত হইল কারণ তাহাদের পরিচ্ছদ অন্য দেশীয়-দের মত কিন্তু সকলেই বাঙ্গালায় কথা বার্ত্তা কহিতে-ছিলেন। প্রথমে ভাবিলাম হয়ত ইহারা বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন উত্তম রূপে শিক্ষা না হওয়াতে অপর দেশীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া নিজ নিজ ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে বড় এক আশ্চর্যের বিষয় দেখিলাম যে, পরস্পর পরস্পরকে বাঙ্গলা নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিতে ছিলেন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইল, কিন্তু

তাহাতে মনোযোগ না দিয়া বেঞ্চির এক পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। চৌকিতে যিনি বসিয়াছিলেন আমাকে দেখিবামাত্র ত্রাশযুক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে এবং কোথা হইতে আসি-তেছেন? আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম আমাহইতে আপনাদের ভয়ের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই আমি এক জন ভ্রমনকারী চারি দিবশ হইল এ দেশে আসিয়াছি। অদ্য এই রাস্তাদিয়া যাইতেছিলাম এই বাটিতে অনেক আলোক দেখিয়া কোন প্রকার উৎসব হইতেছে মনে করিয়া হটাৎ প্রবেশ করিয়াছি আমার আগমনে যদি কোন প্রকার আপনাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে নিজ গুনে ক্ষমা করিবেন। আমার এই সকল কাতরোক্তি শুনিয়া জিজ্ঞাস্সু অপরের কানে কানে বলিলেন এব্যক্তিটা বোধ হয় পাড়া গেঁয়ে মেড়া উহা হইতে আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা দেখিতেছি না এবং আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাস' না করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

" প্রিয় ভ্রাতৃগণ!

দাসত্ব শৃঙ্খলে আর কতকাল বদ্ধ থাকিব। শত্রুদের পদতলে আর কতকাল দলিত হইবে? একবার ভাবিয়া দেখদেখি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কত দূতর মান্যের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাত মৎস্য আহার করিয়া যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন আমরা প্রত্যহ গোস্ত. মাখন, পাঁওরুটি, আহার করিয়াও তাহার আট অংশের এক অংশ ও ভোগ করিতে পারিতেছি না ইহার কারণ কি? আমার বিবেচনায় বোধ হইতেছে ঐক্যতার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। যদ্যপি শুদ্ধ ঐক্যতার জন্যই আমরা এত অপমান সহ করিতেছি তাহা হইলে উহা লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রাণ-

পানে চেষ্টা করা উচিত। যদি বল আমরা কি লইয়া স্বাধীনতা লাভ করিব তাহা হইলে তোমরা কাপুরুষ কারণ তোমাদের প্রত্যেকের বাটিতে এক এক ধারাল বটি মৎস্য কুটিবার জন্য নিঃসন্দেহ আছে যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা ন্যূন্যাধিক্ শত শত মৎস্যের মুণ্ড কাটিয়াছে তোমরা পুরুষ হইয়া কি তাহার দ্বারা এক জন শত্রুর ও প্রাণ নাশ করিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে, মনে করিলেই পারিবে। পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা মনুষ্য মনে করিলে করিতে পারে না। যদ্যপি আমার পরামর্শ শুন এবং স্বাধিনতা লাভ করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকে তাহাহইলে প্রতেকে অন্য বাটিতে যাইয়া অন্বেষণ কর কাহার বাটিতে ভোতাবটি আছে কি না। যদি থাকে তবে কল্য প্রত্যুষে উঠিয়া কামার বাটী যাইয়া তাহা সানিত করিয়া লও এবং প্রতিজ্ঞাকর যে, প্রত্যহ এক এক করিয়া সক্র নিপাত করিব। বক্তৃতা সমাপনান্তর বক্তা স্বস্থানে উপবেশন করিলেন, শ্রোতা বর্গেরা করতালি দ্বারা নিজ নিজ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সভা ভঙ্গের প্রস্তাব করাতে অচিরাৎ সভা ভঙ্গ হইল রাত্রি অধিক হওয়াতে আমিও গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম, পথ-মধ্যে তাহাদের কাণ্ড অদ্যোপান্ত মনে আন্দোলন করাতে জা-নিতে পারিলাম যে, উহারা যথার্থই পাগল। যাহাদের মধ্যে ঐক্যতা, বল, সাহস ও অস্ত্র সকল বস্তুরই অভাব তাহারা যদি স্বাধিনতা লাভ করিবার চেষ্টাপায় তাহা হইলে তাহাদের পাগল ব্যতিরেক আর কি বলা যাইতে পারে? বক্তৃতা অনেকেই করিতে পারেন কিন্তু কার্য্যে বোধ হয় প্রায় কেহই করেণ না।

শ্রীকাঃ-

"ঝটিকা,,

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অল্প পরিসর হইলে ধূলিধ্বজ, ঝুটে বা ভূত নামে খ্যাত হয়। আমাদের দেশীয় সামান্য লোকেরা ইহা স্পর্শ করিলে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন এই ঘুর্ণি বায়ুর মণ্ডল শতধিক ক্রোশ পরিসর বিশিষ্ট হয় তখন ইহা প্রকৃত,, ঝড়" বলিয়া বিখ্যাত হয়, বস্তুতঃ ঝড় মাত্রেই ঘুর্ণিবায়ু, ঝড় কখন ঋজু ভাবে একদিকে গমন করেনা, সকল ঝড়ই ঘুর্ণন করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তৎকালে যে কোন পদার্থ, তাহার মধ্যে পড়ে তাহার ও গতি ঐ ঝড়ের ন্যায় ঘটে। পাঠক বৃন্দের মনে আপাততঃ এই ভাবের উদয় হইতে পারে, যে, ঝড় সকল অনিয়মে যেদিগে ইচ্ছা সেই দিকেই প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম মাত্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির গতি যে প্রকার স্থির নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, ঝড়ও সেই প্রকার অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কদাপি ইহার অন্যথা হয় না।

বিষুব—রেখার দক্ষিণস্থ সমস্ত ঝড় পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে উদ্ভব হইয়া উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘুর্ণন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করে। আর নিরক্ষ রেখার উদীচ্য সমস্ত ঝড় প্রাচ্য দেশহইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘুর্ণন করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়। কোন কোন ঝড় এইরূপে কিছুদূর অগ্রে গমন করিয়া মণ্ডলাকারে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ঝটিকা সম্বন্ধীয় এইনিয়ম অবগত থাকিলে

পোতবাহী নাবিক ও মাজি গণের অনেক উপকার হইয়া থাকে। তাহারা ইহাদ্বারা অনায়াসে ঝড় হইতে পোত ও পোতস্থ সমুদয় প্রাণী ও দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। আবার অনেক সুবিচক্ষণ নাবিক এই বিদ্যার প্রভাবে, ঝড়ে জলমগ্ন না হইয়া বরং বহু দিবস ও বহু পরিশ্রমে সাধ্য পথ অতি অল্প দিবসে সামান্য পরিশ্রম করিয়া পরিভ্রমণ করে। অনেক অজ্ঞলোকে কহিয়া থাকে ঝড় কিরূপে ভ্রমণ করে তাহা জানিলে ফলকি ? কিন্তু ঝড় কালীন তাহারা সমুদ্র মধ্যে পোতস্থ থাকিলে তাহাদিগের কৃত-প্রশ্নের উত্তর তাহাদেরই নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। আজ কাল পোত পরিচালন বিদ্যার আধিক্য হেতু বাণিজ্যাদি কার্য্যে সততঃ সমুদ্র পথে অসংখ্য জাহাজাদি পরিচালিত হইতেছে। তাহার এক একখানিতে গড়ে ৪০-৫০ জন মনুষ্য থাকিলে, কতজন মনুষ্য সমুদ্র-পথে আছে দেখ। যে বিদ্যা তাহাদের রক্ষার উপায় বিধান করে তাহা যে মহোপকারিণী ও শিক্ষনীয়া ইহা পাঠকবর্গ মাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

শকট-চক্রের ঘূর্ণন সময়ে তাহার পরিধি যেরূপ বেগে ঘূর্ণন করে, তাহার নেমী-দেশে তদ্রূপ দ্রুতগতি দৃষ্ট হয়না ? ফলতঃ নেমী-দেশ সতত স্থির থাকে। বায়ুর ঘূর্ণনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঝড়-মণ্ডলের পরিধি যেরূপ বেগে ঘূর্ণন করে তাহার মধ্য-ভাগে তদপেক্ষা গুরুতর বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইহেতু ঝড়ের সময়ে যে

প্রদেশে ঝড়-মণ্ডলের মধ্য-ভাগ আসিয়া উপস্থিত হয় তথায়—ভয়ানক উপদ্রব ঘটে। তদনন্তর তথায় ঝড় মণ্ডলের শেষভাগ আসিলে, প্রথমে যেদিক হইতে বায়ু আইসে তাহার বিপরীত দিগ হইতে বায়ু প্রবাত হয়।

বাতাবর্ত্তের গতির বিষয়ে ও অস্থিরতা আছে। তাহা ঘণ্টায় ৭ হইতে ৫০ জ্যোতিষি ক্রোশ পরিমিত স্থান পরিভ্রমন করিতে পারে। বাতাবর্ত্তের ব্যাস সকল প্রদেশে সমান হয়না? পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহার ব্যাস পরিমাণ ৭ বা ৮ শত, কখন বা ১০ দশ শত জ্যোতিষি ক্রোশ নিদ্ধারিত হইয়াছে। ভারত মহাসমুদ্রে ৪। ৫ শত ক্রোশ এবং চীন সমুদ্রে এই ব্যাস সঙ্কীর্ণ হইয়া ১ বা দেড় শত ক্রোশ হয়।—

স্থলভাগে ঝটিকা প্রবাহিত হইলে, ভূভাগস্থ গৃহ, প্রাচীর, বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতিদ্বারা অবরোধিত সুতরাং বিপত্নে গত ও ত্বরায় নিস্তেজ হয়; কিন্তু এইঝড় মহাসমুদ্রে অক্লেশে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমন করে এবং কোন বাধা বিদ্যমান নাথাকাতে তথায় আপন প্রভাব উত্তম রূপে প্রচার করিয়া থাকে। আর সেই সময়ে ঝড়ের নির্দ্ধারিত লক্ষণ সমূহ ও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াথাকে। পিডিঙ্গটন, রেড্‌ফিল্‌ড, মরী এবং রীড সাহেবেরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক। ইহাঁদিগের পূর্ব্বে কেহ বাতাবর্ত্তের লক্ষণ—নিরূপণে সফল-প্রয়াস হয়েন নাই।

মহা-সমুদ্রের যে অংশদিয়া বাতাবর্ত্ত ধাবিত হয়, তথাকার জল উত্থিত হইয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষায়

২০। ২৫ হাত, কখন বা ৪০। ৫০ হাত পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, কোন কোন সময়ে উহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ উচ্চ হইয়া ঝড়ের সহিত পরিভ্রমন করে, এই স্ফীত বারির নাম "বাতাবর্ত্ত-কল্লোল"। এই কল্লোল জাহাজাদির পক্ষে অত্যন্ত অপকারক। ত্রিশ সালের ভীষণ ঝড়ে শত ২ জাহাজ সমুদ্র-বাস-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলস্থ হইবার ইচ্ছায় যেন এই কল্লোলে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-ত্যাগ করত গঙ্গাসাগর-দ্বীপের অভ্যন্তরীণ—বৃক্ষাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

বাতাবর্ত্তের চতুর্দ্দিগে যে তরঙ্গায়িত জলের স্রোতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাকে "বাতাবর্ত্ত স্রোতঃ" শব্দে কহি। পোতবাহি নাবিক দিগের পক্ষে তাহার স্বভাব জ্ঞাত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এস্থলে তাহার বাহুল্য বর্ণন করা আমার অভিসন্ধেয় নহে।

বাতাবর্ত্তের সময়ে মুহু র্মুহুঃ জীমুত-নাদ, বিদ্যুৎ স্ফ রণ ও প্রচুর জলবর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে অনুমান হয়, বিদ্যুতের সহিত বাতাবর্ত্তের কোন গূঢ় সম্পর্ক থাকিবে। পৃথিবীর অনেক প্রদেশে বাতাবর্ত্ত হইয়াথাকে, তন্মধ্যে মরিচ-দ্বীপের সন্নিকটস্থ ভারত-সমুদ্র, চীনসমুদ্র, বঙ্গোপসাগর এবং কারিব সমুদ্রে ইহা যেরূপ বেগশালী অন্য কোন স্থানে সে প্রকার লক্ষিত হয়না।

ভূভাগে যে ঘূর্ণি বায়ুতে ধূলিধ্বজ উৎপন্ন হয় তাহা মহা-সমুদ্রে বা সমুদ্রে প্রবাত হইলে জল-স্তম্ভ উৎপাদন করে। আকাশ হইতে তদ্রূপে মেঘ অবতরণ করত ও জল-স্তম্ভ উৎপন্ন করিয়া থাকে। জল-স্তম্ভ সম্বন্ধে দুই চারি কথা লিখিয়া এই

প্রস্তাবের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম।

সমুদ্রের যে প্রদেশে জল-স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার ঠিক উপরিভাগে মেঘমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হইয়া তথাকার সমুদয় জল অত্যন্ত বেগে আন্দোলিত করে; এবং চারি পার্শ্বের তরঙ্গ সমুদায় সেই স্থানের কেন্দ্রাভিমুখে দ্রুতবেগে আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও জলীয়-বাষ্প অনতি বিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে এবং বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধদিগে উত্থিত হয়। মেঘ হইতেও ঐরূপ আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত মিলিত হয় যে স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়—সেই স্থানের বিস্তার প্রায় ৩ ফুট হইবে। যে সময়ে জল-স্তম্ভ উৎপন্ন হয় তৎকালে একরূপ গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে। এই জল-স্তম্ভ সতত এক স্থানে স্থির ভাবে থাকেনা; যখন যেদিগে বায়ু প্রবাত হয় তখন সেই দিগ দিয়া গমন করিতে থাকে। জল-স্তম্ভ সকল অতিউচ্চ বলিয়া উহাঠিক ঋজু-ভাবে গমন করিতে পারে না—মধ্যে ২ হেলিয়া দুলিয়া চলিতে থাকে। অবশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বৃষ্টি-রূপে সমুদ্রোপরি পতিত হয়। আমাদের দেশে যে প্রবাদ আছে, „ইন্দ্র-দেবের—ঐরাবত হস্তী পৃথী তলে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষলতাদি আহার করণানন্তর পৃথিবীকে সুশীতল করণ মানসে বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হয়।” ইহা বোধ হয় কোন জল-স্তম্ভ দৃষ্টে অভিহিত হইয়া থাকিবেক।— শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

পূর্ণমনস্কাম।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত পান্থ নিবাসের উত্তর পার্শ্বে যে বৃহৎ কূপ আছে, জমাদার ধীরে ধীরে সেই কূপ মধ্যে পিটার্যগের মৃত্যুদেহ নিক্ষেপ করিয়া, ভবসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। যে স্থানে রোহিণী ও বিধুমুখী আছেন, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়াই চলিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জমাদার ভবসুন্দরীকে বলিল,

" রাত্রি শেষ হইয়াছে, আমার এখন আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই, তোমাকে সেই আশ্রয় গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আমি যথা স্থানে চলিয়া যাইব।,

ভবসুন্দরী কহিল, ' সে কি? তখন আমাদের দশায় কি হইবে?,

জমা। ' তোমাদের ভয় কি?

ভব। ' আমাদের সকলি ভয়, যাহা হইবার তাহা হইয় গেল বটে, কিন্তু আমরা এখন যাই কার সঙ্গে?—তোমার কথায় বাড়ীর বাহির হইলাম, একটী সেথোও খুজিলাম না!,

জমা। ' সঙ্গীর ভাবনা নাই, আশ্রয় কুটীরের এক পার্শ্বে যে একজন সন্ন্যাসী গোছের ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন দেখিয়াছ, তিনি তোমাদের সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া যাইবেন।,

ভব। ' তিনি কাশী যাবেন, তুমি কিশে যানিলে? আর যদিই যান, তা তিনি আমাদের একেবারে অজানিত পুরুষ, তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে কে... যাব?,

জমা। 'তাঁকে তোমরা জান না বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় আছে, তিনি পরম বিশ্বাসী পুরুষ, দেবতার তুল্য স্বভাব, তাঁর সঙ্গে কোথাও যাইবার বাধা নাই। আর তিনি তোমাদিগকে যে কাশী লইয়া যাবেন, সে কথাও আমার সঙ্গে ঠিক্ হইয়াছে।'

ভব। 'তুমি তাঁকে কোথায় চিনিলে? আর কাশী যাবার পরামর্শইবা কখন করিলে?'

জমা। 'তিনি আমার অনেক দিনকার পরিচিত।—আর তিনি যে তোমাদিগকে কাশী লইয়া যাইবেন, সে কথা আজিই সন্ধ্যা রাত্রে স্থির করিয়াছি।'

ভব। 'আজ সন্ধ্যা-রাত্রে কখন?'

জমা। যখন তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আশ্রয় স্থানের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম, তখনই তাঁর সঙ্গে কথা হইয়াছে।'

ভব। 'তখন তিনি কোথায় ছিলেন?'

জমা। 'আড্ডার নিকটেই।'

ভব। 'এই দুর্ঘটনার সময়েই তুমি তাঁকে কোথায় পাইলে?'

জমা। 'কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে পাইয়াছি, তিনি তোমাদের অগোচরে আড়ালে আড়ালে আসিয়াছেন।'

ভব। 'ভাল—রোহিণী আর বিধুমুখী এখন যে বাড়ীতে রহিয়াছেন, সে বাড়ী কি সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের জানা শুনা ছিল?

জমা। 'তাঁহারই জানা শুনা; আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া আজই জানিলাম মাত্র।'

ভব। 'আমি তোমায় এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; তুমি পিটার্য্যনের সর্ব্বনাশ করিতে আগে থাকিতে যে সকল ফিকির গুলি করিলে, তাহাতে আমাকে আশ্চর্য্য লাগিয়াছে।—

তুমি অন্তর্য্যামী।,

জমা। আমি অন্তর্য্যামী নই, পিটার্ষ্বণ যে ঐ আড্ডায় ঐ কাণ্ড ঘটাইবে তাহা সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আর আমি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সন্ধান পাইয়াছিলাম।

যখন এই কথা শেষ হইল, তখন রোহিণী ও বিধুমুখী যে কুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, জমাদার সেই কুটীর দেখিতে পাইল। দেখিয়া ভবসুন্দরীকে কহিল,—

‘ঐ কুটীর।,

ভব। ‘তাহা দেখিতে পাইতেছি।—কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাইবে?,

জমা। ‘আমি এখন কাজোয়া চলিলাম, তুমি এখন ঐ কুটীরের মধ্যে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।,

এখন পাঠক মহাশয় বোধকরি বুঝিয়াছেন, এই জমাদার এবং ঐ আশ্রয় কুটীরের অতিথি ব্রাহ্মণ ঠাকুর আপনার পূর্ব্ব পরিচিত। এখনও যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে একটু মন নিবেশ করুন। বোধকরি আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যখন বোলাকচাঁদ কাজোয়া হইতে বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, এবং তাহার পরেই অমলকৃষ্ণও তথা হইতে অদৃশ্য হন; সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত কাজোয়ায় আগমন করিয়া, তাঁহাদের উভয়কেই দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই কুণ্ঠিতভাবে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কাজোয়ার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানেই অন্বেষণ করিয়া অমলকৃষ্ণ বা বোলাক চাঁদের কোন সংবাদ না পাইয়া অবশেষে তথা হইতে কাশী যাত্রা করেন। কাশীতে কন্যা জামাতৃ সন্নিধানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া, সেখানেও অমলকৃষ্ণ প্রভৃতির অনেক অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহাদের কোন সমাচার পাইলেন না। অতঃপর তিনি স্থির করিলেন যে, অমলকৃষ্ণ স্বীয় জন্মভূমি ও পরিবারাদির উদ্দেশে বঙ্গদেশ গমন করিয়া থাকিবেন।—তাঁহার কৌতুহল বাড়িল—তিনি স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন। তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে আসিতে থাকুন।

বোধ হয় পাঠক মহাশয় এ বিষয়ও বিস্মৃত হয়েন নাই।—অনেক দিন হইল একদিন চন্দন নগরের মজুদার গৃহের দ্বিতল পাঠ-গৃহে বসিয়া, বিমলা এবং বিধুমুখী মেরুয়াবাদীর বেশধারী বংশ যষ্টি হস্তে এক অর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষকে একখানি পশ্চিম দেশীয় নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই পুরুষই বোলাকচাঁদ। বোলাকচাঁদ চন্দন নগরে যথা সাধ্য বিশেষ ক্ষমতা ধারণ করিবারজন্য সহরে পুলিশ জমাদেরর কার্য্য গ্রহণ করে এবং বিধুমুখীর চরিত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে থাকে। অনুসন্ধানে বিধুমুখীর চরিত্র কলঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়। জমাদার ইহাও প্রতিপন্ন করিল যে ফিরিঙ্গী পিটার্যণই এতৎ সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের মূল। এবং তাহারই চক্রান্তের ফল স্বরূপ রমেশ বাবুর জাল স্বাক্ষরিত পত্রদ্বারা অমলকৃষ্ণের হৃদয়ে বিধুমুখীর পবিত্র হৃদয় কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান হয়।—জমাদার ন্যূনাধিক তিনমাসকাল চন্দন নগরে থাকিয়া, সকল যাথার্থ্য অবগত হইয়া, অবশেষে ভব সুন্দরীর সহিত পরামর্শমতে রোহিণীর সহিত কাশী যাত্রা করে। পথিমধ্যে পিটার্যণের হত্যা কাণ্ডের দুই দিবস পূর্ব্বে বঙ্গদেশাভিমুখযাত্রী ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। জমাদার তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া একদিকে বিলক্ষণ সুখী করে। কিন্তু পরমহংস অমল কৃষ্ণের কোন সংবাদ না পাইয়া অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইলেন। এবং জমাদারের পরামর্শানুসারে বঙ্গদেশ যাত্রা স্থগিত করিলেন। তাহার পরেই পিটার্যণের হত্যাব্যাপারের সংঘটন। এখন পাঠক মহাশয় বোধ হয় অবশ্য বুঝিয়াছেন, এই রাত্রে রোহিণী প্রভৃতির আশ্রয় কুটীরে যে সংসার ত্যাগী ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছেন, ইনিই সেই ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত।

জমাদার কাজোয়া যাত্রা করিলে, ভব সুন্দরী অতি ধীর পদ-সঞ্চারে দীনভাবে যে কুটীরে রোহিণী আর বিধুমুখী অন্তর্জ্জালা-ময়ী চিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন, সেই কুটীরের দ্বারদেশে ধীরা-ঘাতে কম্পিত করিল। পরম হংস বিশেষ বুঝিয়া গৃহ-মধ্য হইতে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া, ভব সুন্দরীকে গৃহে প্রবেশের অনু-মতি করিলেন। ভব গৃহে প্রবেশ করিয়া রোহিণীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

পরমহংস ভব নাপিতানীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাদার কোথায় ?,

ভব। ‘তিনি এইমাত্র আমাকে এই বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া, কহিলেন তিনি কাজোয়ায় যাইতেছেন।,

পর। ‘তবে এখন তোমরাও সকলে গা-তোল, রাত্রি শেষ হইয়াছে, আর যাত্রার বিলম্বে প্রয়োজন নাই।,

আজ্ঞামাত্র রোহিণী প্রভৃতি গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু জমাদারের পুনরাগমনে হতাশ হইয়া রোহিণী ভীত ও বিস্মিত হইলেন ; এবং ক্ষুব্ধসরে ভবসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কাজোয়া কোথায় ? আর জমাদার হঠাৎ সেখানে গেল কেন ?,

ভবসুন্দরী কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই পরমহংস রোহিণীর কথার উত্তরে বলিলেন,

‘কাজোয়া এখানকায় নিকট বটে, জমাদার সেখানে তার কোন বিশেষ প্রয়োজনে গিয়াছে, তারজন্য কোন চিন্তানাই ; এখন তোমরা আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কাশী যাইতে পারিবে, এবং সেখানেও বাস-স্থানাদির উত্তম বন্দোবস্ত হইবে, বিনা-সঙ্কোচে আইস।,

এই কথা বলিয়া পরমহংস গৃহস্থকে জাগরিত করত, তাঁহার

নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রোহিণী প্রভৃতিকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারাও আদেশমত পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরমহংসের সমভিব্যাহারে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কতকদুর গমন করিয়া, পথিমধ্যে পরমহংস ভবসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'জমাদারের সকল কাজ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছেত ?,

ভব কহিল 'সকল কাজ কি কি, তাহা জানিনা. যাহা জানি, অনুমতি হইলে তাহা জানাই।,

পর। 'জানিবার ইচ্ছা আছে বটে, তবে রাত্রি থাকিতে নহে, প্রভাত হইলে সে সব কথা অবগত হইব।.

রোহিণী এই সকল গূঢ়-মন্ত্র বিষয়ে, প্রথম রাত্রি হইতেই অত্যন্ত কৌতূহলিনী হইয়াছিলেন ; এখনও কৌতূহলের ক্রম চলিতেছে ; তিনি এ পর্য্যন্ত মনের বেগ মনেই সম্বরণ করিতে ছিলেন ; এখন পথে বাহির হইয়া, যেন একটু অবকাশ পাইলেন ; আর পরমহংসকেও বিশেষ প্রসন্ন দেখিয়া, ভরসায় মুখ ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'প্রভু . এসকল গোপনীয় কথাকি আমাদের কাছে একবারে প্রকাশ করিতে পারা যায়না ?,

পর। 'সবই প্রকাশ পাইবে, কিন্তু এখন নহে, রাত্রে গূঢ়-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা নিষিদ্ধ। অগ্রে প্রভাত হউক, প্রভাত কেন, শ্রীধামে বাসায় বসিয়া সব কথা জানাইব।.

রোহি। 'সেখানে বাসার কি নিশ্চয় আছে, না অন্বেষণ করিতে হইবে ?,

পর। 'নিশ্চয় আছে,—সেখানে আমার কন্যা জামাতা আছেন।,

রোহি। 'আপনার কন্যা জামতা—?,

পর। 'হাঁ আমারই কন্যা জামাতা, সে সকলের বিশেষ তত্ত্ব সেখানে গেলেই বুঝিতে পারিবে।,

---

কে যায়।

শুক্লীয়া দশমী গভীর যামিনী
নিঃস্বনে চলিছে কাল;
সার্দ্ধ দ্বি প্রহরে আকাশ সাগরে,
ডুবিল রজত থাল।
বিঘোর আঁধার ঢাকিল সংসার,
কাঁদিল চকোরী তায়;
শুধু তারাগণ রাজে অগণন,
শ্যামল গগন গায়;
দিনে দিনমণি তাপিয়া অবনী,
ভুলাইতে অপরাধ;
এখন লুকিয়া, দিয়াছে রচিয়া,
রতন খচিত ছাদ!
অতি ধীরে ধীরে প্রতি তরু শিরে
বহিছে মৃদুল বায়,
লতিকা হেলিয়া আদরে দুলিয়া
পড়িছে পাদপ গায়!

যত পাখিগণ হ'য়ে অচেতন,
ঘুমায় কুলায় তলে ;
ভ্রমর ভ্রমরী যাপিছে সর্ব্বরী,
মুদিত কমল-কোলে !
সকলি নীরব ; দিবস বিভব
দেখিতে কিছুই নাই—
এমন সময় হাহাকার ময়
ঐ কি শুনিতে পাই ?
দিগন্ত ব্যাপিয়া গগন ভেদিয়া
উঠে বামা-কণ্ঠ-রব—
শুনে সেই ধ্বনি আকাশ মেদিনী
চমকি উঠিল সব !
সপ্ত পারাবারে উঠে একবারে
উত্তাল তরঙ্গচয় !
নিচল হিল্লোল করি ভীম রোল
হইল শবদ ময়।
মৃদুল পবন শিহরি তখন
পরিণত হয় ঝড়ে ;
থর থর থরি শাখী মর মরি
উলটি পালটি পড়ে।
অতি ধীরি ধীরি অচল কুমারী
সোহাগিনী সুর ধুনী

যেতেছিল সুখে,   জলধি প্রমুখে
    দোলায়ে লহরী শ্রেণী।
হেন কালে শুনি,   রোদনের ধ্বনি
    চমকিল গিরিবালা !
ভীম কল কলি   সহসা উথলি,
    খেলিছে উজান খেলা ;
উঠিল শিহরি   ধীর হিমগিরি
    সহ তরু-লতা কুল,
শূন্যে জলে স্থলে   চমকি সকলে,
    জাগিল পরাণী কুল।
সে করুণ ধ্বনি   পুনঃ ঐ শুনি
    স্বনিছে জগতি তলে ;
" আহা মরি মরি   'মধুর লহরী "—
    রোদনেও সুধা গলে !
বাঁশরি বাজিল !   বীণা ঝঙ্কারিল !
    অথবা রসাল বনে
বসন্ত প্রদোষে   কুহরে সরসে,
    পিক—পিক-বধূসনে !"
সরলা অবলা   কার কুল-বালা
    কোথায় কাঁদে কি লাগি ?
কিছুই না জানি ;   কিন্তু ঐ শুনি
    কাঁদিতেছে হতভাগী।

ত্যজি কার মায়া, যায় কার জায়া,
কাঁদেইবা কেন এত ?
অনুমান করি নহেক এ নারী
সামান্য রমণী মত।
সামান্য কারণে বৃথা অভিমানে
কভু এ রোদন নয় ;
নাহি এ রোদনে লঘুতার সনে
কোন কিছু পরিচয়।
না হবে তা যদি তবে নিরবধি
জাতীয় হৃদয়ে পশি,
কেন ঐ স্বর হিয়া জ্বালাকর
জ্বালিছে অনল রাশি ?
জহরি না হ'লে চিনিবে কি বলে
জ্যোতিষ্ক রতন-হার ?
কোন্ মূঢ় জন পেয়ে এ রতন
করিতেছে ছারখার ?
কোন্ ছার মতি পাগল প্রকৃতি
পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
আলোময় পুরী অবাধে আঁধারি
লভিল বা কোন সুখ ?
বিষ বোধ ক'রে অমৃত আধারে
কেবা দিল দূরে ফেলি ?

কার গৃহ-লক্ষ্মী সংসারে উপেক্ষি,
হ'য়ে পাগলিনী প্রায়,
অজস্র কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া
ভারত ছারিয়া যায়!
কেহ না জানিল কেহ না শুনিল
কে-বা ঐ দেব-বালা,
অনন্ত কারণে গভীর রোদনে
ছুটায় হৃদয়-জ্বালা?
ক্রমে কাঁদি কত ভাসায়ে জগত
নীরবিলা ভগবতী,
আঁধার সাগরে চিরদিন তরে
ডুবিল ভারত জ্যোতি।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি॥

হে ভারতবাসি গণ!

আমরা সকলে ইংরাজ-রাজ্যে কেমন সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি, চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখ! আমরা রাজ পুরুষ দিগকে বলিলাম। হে ইংরাজ রাজ-পুরুষ বর্গ! আমরা আপনাদের রাজ্যে বাস করি-

তেছি। অতএব যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি; তাহার উপায় বিধান করুন! কেননা "প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" রাজপুরুষগণ বলিলেন। "অবশ্য অবশ্য! অদ্যাবধি আমরা তোমাদের হিতব্রতে ব্রতী হইলাম। কি উপায়ে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এ কাল পর্য্যন্ত তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এক্ষণে সমুদয় বুঝিতে পারিয়াছি; আর তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তোমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমাদিগকে জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া দিব। সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিৎ হইও না; ইহার পর তোমরা সকলে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর।" এই কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদে নিমগ্ন হইলাম। এবং বলিলাম।

হে রাজগণ! বস্ত্র বয়নাদিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই সুখী হই। তাঁহারা এইকথা শ্রবণ মাত্র আমাদের স্বর্ণ-প্রসূ ভারতবর্ষ হইতে সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এবং স্বদেশীয় উপযুক্ত ভ্রাতৃ বর্গকে জানাইলেন; যে, ভারতবর্ষ বাসিরা বস্ত্র বয়নাদি

কার্য্যে অত্যন্ত ক্লেশবোধ করিতেছে। অতএব আমরা সকলে তাহাদের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় সচেষ্ট হই, আইস।,, এইরূপ পরামর্শানুসারে তাঁহাদের মধ্য হইতে একদল কোম্পানি বাহির হইয়া প্রথমতঃ তুলার উদ্দেশে দেশ-বিদেশ অনুসন্ধান করত কোথাও পরিমিত তুলা না পাইয়া " মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ,, বিবেচনা করিয়া অকূল সাগরে দেহ ভাসাইলেন। ক্রমে জল-চরের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতে ২ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে অপর্য্যাপ্ত তুলা পাওয়া যাইবে। "অতএব এইস্থলে আমাদের একটী ব্যবসায়োপযোগী স্থান রাখা আবশ্যক ,, এই বিবেচনা করিয়া তথায় তুলার কারবার আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশঃ উহা একচেটিয়া করিয়া স্বহস্তে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন। এমন কি এই সকল কারণে তথায় ভয়ানক যুদ্ধাদি হইয়া গেল, তাহাতে ইংরাজ পক্ষীয় অনেক লোক হতাহত হইল। এসমস্ত কষ্ট সহ্য করিলেন, তথাপি ভারতের উপকার সাধনে ত্রুটী করিলেন না ; কেননা " ভারতের উপকার করিব " বলিয়া অঙ্গীকৃত আছেন। এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া স্বদেশে তুলা আমদানি করিলেন। এবং তাহাতে কোস্টা প্রভৃতি মিশ্রিত করতঃ সুতা বস্ত্র প্রস্তুতোপযোগী কলের সৃষ্টি করিলেন। এবং তদ্দ্বারা চাক চিক্য ময় সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া

ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের মূল্যাপেক্ষায় অল্প মূল্যে এখানে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভারতমধ্যে ইংরাজ দিগেরপ্রতি ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি এতদ্দেশীয় তন্তুবায় সকলও আপন আপন ব্যবসায়ে এক একবার কিছু কিছু লোকসান দিয়া ঐরূপ বস্ত্র অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পরিধান করিতে লাগিল। ক্রমে ভারত বর্ষীয় জনগণ ধুতি উড়ানি প্রভৃতির ফরমাইস দিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

অস্মদ্দেশীয় কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরা বলিল, মহাশয়! তন্তুবায় প্রভৃতির প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যে তাহা কি ঘটিবে না? ইংরাজ বলিলেন 'কেন ঘটিবে না? অবশ্য হইবে' বলিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বদেশ হইতে হাতা, বেড়ি, কড়া, তাওয়া, বল্‌টু, বাইস, হাতুড়ি, ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু, পেরেক, চাবি, চেয়ার, ষ্টুল ও টেবেল প্রভৃতি দ্রব্য সকল আনাইয়া দিলেন। এক্ষণ হে কর্ম্মকার সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ! তোমরা নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও, ইংরাজ তোমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তোমাদের আর চিন্তা কি?। এইরূপে আমরা যত উপকার পাই, ততই ধন্যবাদ দিই, রাজপুরুষগণ ততই উৎসাহের সহিত আমাদিগের উপকার করণে দৃঢ় যত্নশীল হন।

ক্রমে বলিলাম। হে ইংরাজ মহাশয়গণ আপনারা যে অমৃত-রস পান করেন। কিরূপ তপশ্চর্য্যা সমাধা করিলে আমরা উহা উপভোগ করিতে সক্ষম হইব। ইংরাজ বলিলেন "আমাদিগের আরাধনায় তৎপর হও এবং আমাদিগের প্রতি একাগ্রতা প্রকাশ কর। অবশ্যই প্রাপ্তকাম হইবে। বলিয়া সকল নগরিতে ইহার মনোহর আবাস স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং ক্রমে পল্লী প্রভৃতিতেও আমাইয়া সকলকে উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিলেন। যে একবার পান করিল, সে আর কিছুতেই উহা ভুলিতে পারিল না।

আমাদের মধ্যে কেহ বলিলেন হে মহাশয়! আপনাদের ত্রিদিব প্রচলিত খাদ্য আমরা কি খাইতে পারি না? তাঁহারা বলিলেন, কেন? আমরা স্বহস্তে উত্তমোত্তম সামগ্রী পাক করিয়া দিতেছি। তোমরা যথোচিত প্রণামী দিয়া স্বস্ব গৃহে লইয়া———

কেমন ভারতবাসিগণ! এখন আমরা সভ্য হইয়াছি কি না? আর আমাদের ফুলপুকুরে চটি, গাত্রাবরণের পাছুড়ি ও গুয়াপত্র বা বেত্রনির্ম্মিত ছত্র ও ফুলল তৈল প্রভৃতি ভাল দেখায়না। এখন বিলাতি বুট, হ্যাট পেণ্টুলেন, পিরান, ষ্টকিং পেইন বাড়ির ছাতা, ছড়ি, সাবান, ল্যাবেণ্ডার ও পোমেটম

প্রভৃতির প্রয়োজন। অতএব এক বাক্যে ইংরাজ দিগের নিকট প্রার্থনা করিলাম। দয়াল ইংরাজ, পিছু পা হইবার নহেন, তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলেন।

এ সকল দ্রব্যাদি পাইলাম বটে, কিন্তু যানারোহণ ব্যতীত এ সকল শোভা পায় না; অথচ আমাদের সংসারের ভাগ্যে যানারোহণ অসম্ভব। কি উপায়ে সুলভে যানারোহণ করিতে পারি, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলাম যে অস্মদ্দেশীয় পণ্যোপজীবিগণ নৌকা বা গো যানে আপনাদের দ্রব্যাদি চালান করে; তাহাতে উহাদের বড়ই কষ্ট হয়। অতএব তাহাই অবলম্বন করিয়া ইংরাজদিগের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, মহাশয়! যদি ভারত-মধ্যে কোন প্রকার নূতন যানের আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে পণ্যোপজিবী গণের আর কষ্ট থাকে না এবং আমরাও এই সকল সজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেশ-বিদেশে গমনা গমন করিতে পারি। ইংরাজ দেখিলেন যে ভারতমধ্যে বাষ্পীয় রথের সৃষ্টি করিলে অত্রস্থ জনগণের হিত সাধন ও আমাদেরও সুন্দররূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাই করিলেন। এবং বলিলেন, " হে ভারতবাসীগণ। আমরা তোমাদের হিতব্রতে ব্রতী। দেখিতেছি যে তোমাদের সংবাদাদি প্রাপ্তির অত্যন্ত অসুবিধা হয়, এবং গো-

ধূমাদি চূর্ণ করিতে তোমরা অপমান বোধ কর তোমরা মহৎ লোক, এ সকল সামান্য কার্য্য কর ত্বৎ সদৃশ জনের লজ্জাকর বটে। অতএব আমরা অদ্যকার দিবস হইতে ঐ সকল কার্য্যে ব্রতী হইলাম।„ বলিয়াই তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র ও গোধূম পেশন যন্ত্রাদি স্বদেশ হইতে সহজেই স্কন্ধে করিয়া আনিয়া এ দেশের স্থানে স্থানে বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন। " ভারতবাসিগণ! তোমাদের আর কি প্রয়োজন আছে?" আমরা বলিলাম নদী ও পুষ্করণী প্রভৃতিহইতে জল আনয়ন করিতে ও স্নানাদি করিতে যাইতে আমাদের অত্যন্ত অসুখ বোধ হয়, যদি কোন কৌশলে আমাদের রন্ধন শালা প্রভৃতিতে জল আনাইয়া দেন, তাহা হইলে পরম উপকৃত হই। ইংরাজ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিলেন। এবং বলিলেন " আর কি প্রয়োজন ?„

আমরা বলিলাম, মহাশয়! অস্মদ্দেশীয় ঔষধাদি দেখিতে সুন্দর নহে, এবং গাছ গাছড়ার ঔষধ খাইতেও লজ্জা বোধ হয়; অতএব আপনারা যে কলিষ্টতম-পানপাত্রে সুরঞ্জিত, সুস্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট ঔষধ সেবন করেন। যদি আমাদের দেশে উহা প্রচলিত করেন তাহা হইলে এদেশ ভিন্ন যুগ উপস্থিত হইতে পারে। ইংরাজ তৎক্ষণাৎ প্রচলিত করিয়া দিলেন।

এবং তাহাতে অত্রস্থ মনুষ্যগণ জরা মরণ ধর্ম্ম অতি ক্রম করিয়া যৌবনেই সকায়ায় সর্গারোহণ করিতেছেন।

আমরা বলিলাম, মহাশয়! মধ্যে মধ্যে বিদেশীয়েরা আগমন করিয়া ভারত অধিকারের চেষ্টা করিতেছে; যদি দৈবাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে কি হইবে? ইংরাজ বলিলেন। "তাহাতে তোমাদের চিন্তা কি? আমরা স্বদেশ হইতে সৈন্য আনাইয়া ভারতের চারিদিকেই সাজাইয়া রাখিতেছি।" বলিয়া তাহাই করিলেন। আমরা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইংরাজ বলিলেন, "তোমরা নিজ নিজ মনে চিন্তারূপ ক্লেশ ভার বহন করিও না, তোমরা সভ্য ভব্য লোক তোমাদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। আমরা সকলই সম্পাদন করিব। এমন কি যদি তোমাদের স্ত্রী পুরুষে পরস্পার বিবাদ হয়, তাহারও মীমাংশা করিয়া দিব। তজ্জন্য চিন্তা কি?" এইরূপ ইংরাজ আমাদিগের যেরূপ উপকার করিতে হয় তাহা করিয়াছেন বলিতে হইবে; না বলিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়।

কিন্তু সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করায় ক্রমশঃ আমাদের সঞ্চিত ধন সকল নিঃশেষ হইতে

লাগিল। তখন কিঞ্চিন্মোহাপগতে বলিলাম। রাজ-গণ! এক্ষণ আমরা কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। ইংরাজ বলিলেন, "তোমরা তাহা স্থির করিয়া বল, যাহা বলিবে আমরা তাহা তখনই কার্য্যে পরিণত করিয়া দিব।" আমরা ভাবিলাম যে লেখা পড়া শিক্ষা ব্যতীত রীতিমত অন্ন সংস্থান হইবার ও মর্য্যাদা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব হে রাজ পুরুষগণ! আমরা "ত" একাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিধান করুন। ইংরাজ বলিলেন তবে অগ্রে আমাদের ভাষা শিক্ষা কর; নতুবা সুবিধা হইতে পারে না।" বলিয়াই, প্রধান প্রধান নগরে কালেজ ও পল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে সামান্য সামান্য বিদ্যালয় প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন। আমরাও রাজভাষা বিবে-চনায় স্বদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় ও তত্তৎ ভায়াস্থ গ্রন্থে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাতেই উন্মত্ত প্রায় হইলাম। এবং ভাবিলাম যে, এই ভাষা শিক্ষা করিলে আমরা এই স্থানের সিবিলিয়ান হইব। তাহা হইলেই প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হইবে।" এইরূপে ইংরাজি ভাষায় অনেকে কৃতবিদ্য হইলাম, এবং বলিলাম, হে রাজপুরুষবর্গ! আমাদিগকে সিবিলিয়ান করুন। তাহাতে তাঁহারা বলিলেন 'তোমরা নেটিব,

একেবারে এতাদৃশ কার্য্য-ভার সম্পন্ন করিতে পারিবে না ক্রমশঃ হইবে।” বলিয়া কতক গুলি কার্য্যের পথ আবিষ্কার করিলেন। যথা কেরাণিগিরী, শিক্ষকতা, পেয়াদাগিরি, হরকরার কার্য্য ও রেইলওয়ে. টেলিগ্রাফের সামান্য কর্ম্ম প্রভৃতি। আমরা অনেকে ঐ সকল কার্য্যোপযোগী লেখা পড়া শিখিতে লাগিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত কার্য্য লালসায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলাম। ইংরাজ দেখিলেন যে, ইহা ভাল বটে তবে ইহাদিগকে উন্নত পদ প্রদানের আবশ্যকতা নাই। আমরাও চাকুরির পথ খোলা পাইয়া এক এক কার্য্যের শত সহস্র লোক প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইংরাজ প্রথমে যে পদে যে বেতন দিতেছিলেন। এক্ষণে আর তাহা দিলেন না, কমাইলেন। আর আমাদেরও অন্ন সংস্থান অর্থাৎ চাকুরী হইয়াছে, আর চিন্তা কি? এই সাহসে অহঙ্কৃত হইয়া উঠিলাম। কেননা আমরা চাকুরে! এইরূপে চাকুরের কার্য্যে অনেক লোক প্রস্তুত হইলাম চাকুরি আর মেলে না। তখন ইংরাজদিগের নিকট সরল মনে প্রার্থনা করিলাম। মহাশয়! এসকল সামান্য চাকুরিতে আর আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে না। এবং ইহাতেও অনেক লোক চাকুরি অভাবে বসিয়া আছে। অতএব আমাদিগকে বড় বড়

কার্য্য দিউন, এবং উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা দিউন, নতুবা চলে না, এবং মর্য্যাদাও থাকে না। তাহাতে ইংরাজ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, "ইহারা এবার আমাদের সরলতা রাখিতে দেয় না, ইহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। অতএব ইহাদিগকে কোন মতে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইবে না, এবং যাহা মধ্যাঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। তাহাতেও কৌশলে ব্যাঘাৎ জম্মাইয়া দিতে হইবে" বলিয়া তদুপযোগী অনেক কার্য্যও করিলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখি! এখন আমাদের শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সকল পথ অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা ভাসিয়া বেড়াইতেছি। জড় পদার্থের ন্যায় সাহায্য সাপেক্ষ হওয়া গ হায়! আমাদের কি দশা হইল!! শ্রীঃ

পাদ্য মহাভারত।*

বাঙ্গালা ভাষার এই নবাভ্যুদয়ের সময়, এই সময়ে ইহা একটী (ক্ষুদ্র) সাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই নূতন সাগরে নূতন তরঙ্গ উঠাইতে সকলেই কৌতূহলী। ছোট বড় সকলেরই সাধ যায় নিজের উত্তোলিত তরঙ্গে একবার নিজের দেহ ভাসাইয়া, সাগরের একূল ওকূল ঘুরিয়া সন্তরণ দেয়। সে সাধ কাহারও মিটে কাহারও মিটে না। কেহ এত ব্যস্ত যে অনন্যোপ

* মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ সিংহ কর্তৃক বাঙ্গালা পাদ্যে অনুবাদিত ; হুগলী বুধোদয়-যন্ত্রে হইতে প্রকাশিত

করণ হইয়া একটী বালুকা লোষ্ট নিঃক্ষেপেই তরঙ্গ তুলিতে চায়; সমুদ্র-বক্ষে বালুকা-লোষ্ট্র-তরঙ্গ তত কাজের হয় না, সুতরাং সে হাস্যাস্পদ হয়। সে হাস্য আমি মানিলাম, তুমি মানিলে না, তুমি বুঝিলে এ সমুদ্র সাধারণের সম্পত্তি, ইহার উপর যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিতে পারে। সুতরাং তুমি নব্য যুবক আপনার দাওয়া ছাড়িবে কেন? অনুমান সারে তিন পৃষ্ঠা নাটকের আঘাতে এই ভাষা-সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিতে গিয়া সামান্য অংশ উলট্ পালট্ খাইয়া গোস্পাদ প্রমাণ স্থান ঘোলা করিলে মাত্র,——তরঙ্গ উঠিল না। তুমি অধ্যবসায়ী পুরুষ, বড় লজ্জার মাথা মাখি হইয়া সাত দিনের মধ্যে সাতশত পৃষ্ঠা এক নভেল লিখিলে.—এবার বড় আনন্দ, এই বৃহৎ বস্তুর আঘাতে সাগর আলোড়িত হইয়া উঠিবে। কিন্তু নিঃক্ষেপ কালে দেখা গেল তাহা অতি লঘু, সোলায় নির্ম্মিত, জল-স্পর্শ মাত্র ভাসিয়া উঠিল,-তাহাতে তরঙ্গ উঠিল না।

তাই বলি একটু চাপিয়া চলিলে ভাল হয় না? ঐ দেখ সুমেরু-শৃঙ্গ সকল কত বেগে পড়িতেছে, তবে তরঙ্গ উঠিতেছে: অথচ ঐ বিপুল তরঙ্গে নীলাম্বু-রাশির বিন্দুমাত্র কলুষিত হইতেছে না। আবার দেখ উপকরণ নির্ব্বাচন গুণে ঐ ক্ষুদ্র উপল খণ্ড গুলির নিঃক্ষেপে সমুদ্র গভীর আঘাত পাইয়া কত নব নব অদ্ভুত তরঙ্গ-রাজী তুলিয়া তুলিয়া খেলিতেছে।—আমাদিগের আজিকার প্রস্তাবিত 'পদ্য মহাভারত, ঐরূপ একটী অচল-শৃঙ্গের ন্যায় গুরুবস্তু, অথচ কোমল দর্শন। ইহা আপন মহত্ত্ব বলে ঐ ভাষা-সাগরে পড়িয়া কলময়ী নবীন নীল লহরী-মালা তুলিয়া ভাব-মদে নাচিয়া খেলিয়া জগৎ ভুলাইতেছে।

পাঠক! প্রশংসটা বড় বাড়া বাড়ি হইল কি?—না তুমি যে হও ইহার বাড়াবাড়ি ভাবিতে অবকাশ পাইবে না! তুমি

পদ্য মহাভারত।

যদি কাব্য-তাত্ত্বিক বা আলঙ্কারিক হইয়া মহাভারতের রস-ভাবাদির অনুভব করিতে চাও, তবে একবার মরিয়া দেখ, ভীষ্মের খড়্গ-বর্ম্ম ঝন্‌ঝনে এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হুঙ্কারে তোমার মৃত দেহে জীবনী সঞ্চার হয় কি না? তুমি যদি সংস্কারক হও, তবে মহাভারতের রাজনীতি ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ নীতির প্রতি মনশ্চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখ, তোমার হৃদয়ে কেমন এক চমৎকার আনন্দের উৎস উঠে কি না? তুমি যদি কূট মন্ত্রী হও, তবে মহাভারতোক্ত কৃষ্ণের গূঢ়তম মন্ত্রণা-চক্রের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখ, অভেদ্য চক্রান্ত পরম্পারার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাও কি না? আর তুমি যদি হিন্দু হও, তবে আর একটু 'সরিয়া' আইস, মহাভারতের চিত্রে ঐ দেখ দেখি, তোমার আর্য্য দিগের জাতীয় প্রকৃতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি অবলোকন করিয়াতোমার হৃদয়-তন্ত্রী অপূর্ব্ব ভাবে অপূর্ব্ব প্রেমে স্পৃষ্ট হইয়া নানাতানে বাজিয়া উঠে কি না? (বাস্তবিক মহাভারত হিন্দু মহত্ত্বের পবিত্র জ্যোতি। তাই বলি তুমি যে হও, মহাভারতের অতি প্রশংসা তো[illegible] অত্যুক্তি বোধ হইবে না।

তবে এ কথা সত্য বটে, যে মহাভারতের এই সকল [illegible] গৌরব মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তার পরিচয় মাত্র। কিন্তু সেই মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদে এবং প্রচারে আমাদের নূতন অনুবাদক কতদূর কৃতকার্য্য [illegible] তাহাই এ স্থলে সমালোচ্য।

কোন প্রকারে যত্ন প্রকাশ করিবেন, তিনিই আমাদের হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদের পাত্র।

দ্বিতীয়তঃ। আমরা ব্যাকরণ এবং ভাবার্থ রক্ষার সহিত ভাষান্তরকেই অনুবাদ বলিয়া মানিতে পারি না। যিনি কোন চিত্রের আকার, অবয়ব, গঠন বা নখ কেশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইয়া স্বীয় হৃদয় দর্পণে অবিকৃতভাবে বসাইতে পারেন, এবং সেই চিত্র আদর্শ করিয়া বর্ণান্তরে তাহার গঠনাদির অবিকল ফলাইয়া, অন্যের নেত্রে মূলাবয়ব দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিত্রকর—তিনিই অনুবাদক। রাবণ বধোদ্দেশ-সঙ্কল্পিত রাম চন্দ্রের চণ্ডী পূজা কালীন তাঁহার অশ্রুস্নাসিত মুখ-মণ্ডল ও হৃদয়ের উদ্বেগ ভাব, কিম্বা সভা স্থলে আনীতা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কালীন তাঁহার সলজ্জ অথচ কালানল সদৃশী চক্ষুর্জ্বালাময়ী বদন কান্তি, অথবা মুক্ত-বাতায়নোপবিষ্ট রোমিয়ের অঙ্গুলি-মণ্ডলা স্পর্শী কপোলতল দর্শনে নায়িকার আত্মবিস্মৃতি বিহীনতা ভাষান্তর পাঠীর হৃদয় ক্ষেত্রে যিনি তত্তদ্ভাব জ্ঞাপিরূপে চিত্র আঁকিতে দেখাইতে পারেন, তিনিই অনুবাদক। উক্ত বিধ চিত্র আঁকিতে যে যে শক্তির আবশ্যক, আমাদের মতে এই পদ্য মহাভারতের অনুবাদকের সেই সেই শক্তির অভাব নাই।

তৃতীয়তঃ। অনুবাদের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুপাঠ্য হইয়াছে আর নিতান্ত অনুরোধ ব্যতীত শব্দ সকলের কোমলতা রক্ষা করিতে যত্ন প্রদর্শনের ত্রুটি হয় নাই।

চতুর্থতঃ। কয়েকখানি বাঙ্গালা গদ্য মহাভারত এবং কাশী-রাম দাসের পদ্য মহাভারত বর্ত্তমানেও যে এই নূতন পদ্য অনু-বাদের প্রয়োজনীয়তা [illegible]